দুর্নিবার

দু[illegible]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি"

সামনের টেবিলে চৌকো একখানা দামী খামে মোড়া চিঠি। ভ্রূকুঞ্চিত...ডিটেক্‌টিভ গুণময় বাহিরের দিকে চেয়ে আকাশপাতাল কি ভাবচেন! এমন অদ্ভুত চিঠি তিনি জীবনে কখনো পাননি।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো তাঁর এ্যাসিষ্টাণ্ট দীপু...সর্বাঙ্গে অপরাধের কুণ্ঠা মেখে। কিন্তু ঢুকে গুণময়ের ভঙ্গী দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারলো না! এগিয়ে এসে ডাকলো,—স্যর...

সে ডাকে গুণময় ফিরে তাকালেন,—কোনো জবাব দিলেন না।

টেবিলের খামে মোড়া চিঠিখানা নির্দ্দেশ ক'রে দীপু জিজ্ঞাসা করলে, ওখানা কি এটর্ণির চিঠি?

—এটর্ণির চিঠি! তার মানে? গুণময়ের স্বরে বিস্ময়।

দীপু বললে—একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়ে গেছে, স্যর।

—এ্যাক্‌সিডেণ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমার দোষ ছিল না, স্যর। আপনার টু-সীটারখানা নক্ করছিল কিনা, তাই সেটাকে নিয়ে গিয়েছিলুম অটো-ওয়ার্কসে দেখাবার জন্য। ওরা দেখে ঠিক ক'রে দেবার পর আমি আসছিলুম গড়িয়া হাট রোড ধরে...মনোহরপুকুরের মোড়ে এসেছি

এমন সময় বাঁ দিকের গলি থেকে ডাইনে একখানা মোটর বেরিয়ে মেরে দিলে ধাক্কা···বাঁ দিককার মাডগার্ডে একখানি টোল্—হর্ণ দেয় নি স্তর। একটা সাহেব চালাচ্ছিল সে গাড়ী···দোষ ক'রে কি তার তম্বি। বলে, এটর্ণির চিঠি দেবে। তাই খামখানা দেখে ভাবছি···

গুণময় প্রশ্ন করলেন—থানায় রিপোর্ট করেছো?

—নিশ্চয়, স্তর। গাড়ীর ড্যামেজ নোট করিয়ে দিয়ে এসেছি।

গুণময় বললেন যাক্···

দীপু বললে—ও চিঠিখানা···

গুণময় বললেন—এটর্ণির চিঠি নয়,—এ এক মজার চিঠি। পড়ো— খামখানা গুণময় দিলেন দীপুর হাতে। দীপু চিঠি পড়লো। চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয় গুণময় বাবু

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই,—কিন্তু আপনার অনেক কথাই শুনিয়াছি। আপনার ন্যায় কর্ম্মকুশল ডিটেক্‌টিভ বাংলা দেশে আর আছে কিনা, সন্দেহ। দারুণ বিপদে পড়িয়া আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

আজ আমার জীবনের শেষ দিন। আমাকে খুন করিবার জন্য চারজন লোক পণ গ্রহণ করিয়াছে। এই চারজনের মধ্যে একজন আজ আমাকে খুন করিবে নিশ্চয়।

এই চারজনের মধ্যে আসল মানুষটা যাহাতে ধরা পড়ে— নিরীহ নিরপরাধ কেহ লাঞ্ছনা ভোগ না করে,—এইটুকু আপনি দেখিবেন। আমার এ চিঠি পাইবামাত্র দয়া করিয়া যদি আমার

এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলে বাধিত হইব—নচেৎ মহা অনর্থ ঘটিবে।

আপনি এ কষ্ট স্বীকার করিলে আমি আপনার মর্য্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করিব, জানিবেন। সাক্ষাতে সব কথা হইবে।

বিপন্ন
শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত

চিঠি প'ড়ে গুণময়ের পানে দীপু তাকালো—আশ্চর্য্য হয়ে।

গুণময় প্রশ্ন করলেন,—চিঠির মানে কিছু বুঝলে?

খামখানা নেড়ে চেড়ে দেখে দীপু বললে,—না। চিঠিখানা এসেছে দেখছি বালী থেকে।…বালীর পোষ্ট মার্ক।

গুণময় বললেন—হুঁ।

দীপু বললে—কি করবেন?

গুণময় বললেন—যাবো ভাবচি।…চণ্ডীচরণ দত্তকে জানো? নাম শুনেছো?

দীপু বললে—আজ্ঞে না। তবে চিঠিতে এমবশ করা হরফে লেখা Dutt Lodge, তাছাড়া চিঠির কাগজ আর খাম বেশ দামী। কাজেই বুঝছি, হেঁজি পেঁজি মানুষ নন,—বেশ জাঁদরেল গোছ।

গুণময় বললেন,—হুঁ।…

দীপু বললে—কখন যাচ্ছেন?

—এ রকম চিঠি প'ড়ে যদি ছুটতে হয়, তাহলে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখা দায় হয়! নয়?

দীপু বললে,—কিন্তু যা লিখেছেন,—এ যদি পাগলের প্রলাপ না হয়

তাহলে দেরী করাও ঠিক হবে না স্যর !...চার চারজন লোকের উপর সন্দেহ...তার উপর লিখেছেন আজ জীবনের শেষ দিন !

গুণময় জবাব দিলেন না...মনে চিন্তার তরঙ্গ ; হয়তো নিরীহ ভদ্রলোক...মন হয়তো ভয়ানক ... দারুণ আতঙ্কে দিনপাত করছেন...খুনের ভয়ে অর্দ্ধমৃত হয়ে আছেন ! কিম্বা হয়তো হালুসিনেশন্...হয়তো ও চারজনের এমন অনিষ্ট করেছেন, যাতে মনে এ আতঙ্ক !..

গুণময় বললেন—চিঠিখানা দাওতো দীপু...ভালো ক'রে দেখি ।

দীপু চিঠি দিলে গুণময় ভালো ক'রে আবার চিঠি পড়লেন...চিঠির কাগজে টেলিফোনের নম্বর ছাপা...ওয়েষ্ট-ওয়ান হানড্রেড ! বললেন দ্যাখোতো দীপু টেলিফোনের বইয়ে নম্বর মিলিয়ে ।

দীপু টেলিফোনের বই খুলে দেখে বললে—হ্যাঁ আছে । এই যে ডাট্...চণ্ডীচরণ...ডাট্ লজ্, বালী ।

গুণময় বললেন—একবার ফোনে ডাকো তো ভদ্রলোককে ।

দীপু ডাকলো...জবাব মিললো—ইয়েস—ডাট্ স্পীকিং...

রিসিভারটা দীপু দিলে গুণময়ের হাতে । গুণময় কথা কইলেন ।... পরিচয় দিয়ে বললেন...চিঠি তিনি পেয়েছেন...কিন্তু চিঠিখানা তাঁর লেগেছে হেঁয়ালির মতো...তাই একটু যদি আভাস ছান, চণ্ডীবাবু ।

জবাব মিললো—যেটুকু লিখেছি তার বেশী একটা কথা ফোনে জানানো চলে না । দয়া ক'রে গুণময় বাবুকে এখনি আসতে হবে... একটা মানুষের প্রাণ—এইটুকু বিবেচনা ক'রে এবং অবিলম্বে গুণময় বললেন—একটুখানি শুনলে না...মানে—

জবাব এলো,—না, না, না—দয়া করে ক্ষমা করবেন । বলবার নয় ফোনে । আর একটা অনুরোধ, আপনি কে, এবং কেন এখানে

এসেছেন, সে কথা ঘুনাক্ষরেও না প্রকাশ পায় এখানে যেন।...সে চারজন এই বাড়ীতেই আছেন...এদের মধ্যে কে যে সেই মানুষ...ঠিক বুঝতে পারছি না। কিনা!—আপনার এ পরিশ্রম মিথ্যা হবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা বাড়ীতে আমি আজ ছোট খাটো পার্টির ব্যবস্থা করেছি... সন্ধ্যার পরে। আপনি নিমন্ত্রিতের মতো যেন সেই পার্টিতে এসেছেন। হ্যাঁ আপনার একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছেন শুনেছি, তাঁকেও দয়া ক'রে সঙ্গে আনবেন। আপনাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হবে না, জানবেন।

কথার শেষে শোনা গেল বেশ বড় রকমের নিশ্বাসের শব্দ।

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না।

চণ্ডীচরণ দত্ত আবার বললেন—সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে দয়া ক'রে পৌঁছুবেন।...খুনের তদারকী করতে হবে না আপনাকে। আপনি এলে খুনটা হয়তো হবে না। আপনি যদি বলেন, তাহলে সাড়ে পাঁচটায় আমি গাড়ী পাঠাতে পারি আপনাকে আনবার জন্য। আপনার নিজের গাড়ী আনবার দরকার কি?

গুণময় এবারে জবাব দিলেন; বললেন—যাবো, তবে আপনার গাড়ী পাঠাবার দরকার নেই। নিজের গাড়ীতেই যাবো। তবে কাল বেলা নটার পর আর এক মিনিট থাকতে পারবো না—বলে রাখছি...তখন খুব জরুরি কাজ আছে।

চণ্ডীদত্ত বললেন—সকালে আপনার থাকবার দরকার হবে না গুণময় বাবু। শুধু আজ রাত্তিরটা—আমার জীবনে কাল রাত্রি...এইটে ভালোয় ভালোয় পার করিয়ে দিন আপনি এসে।

মৃদু হেসে গুণময় বললেন—শুনলে তো, তোমারো নেমন্তন্ন, বালী আর কতদূর। গাড়ীখানা ঠিক করিয়ে এনেছো···কোনো ট্রাব্‌ল হবে না, ভাবো ?

—না, স্যর।

—তাহলে আমরা পৌনে ছটা নাগাদ বেরুব—কেমন ? রাত্রে ঐ খানেই খাওয়া দাওয়া···চণ্ডী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ।

দীপু বললে—সন্ধ্যার পর আবার পার্টির আয়োজন। আশ্চর্য্য !

গুণময় বললেন—হুঁ। অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে চারজনের ওপর সন্দেহ···একজনের ওপর নয়! বিচিত্র রহস্য! খুনীর চেহারায় কি এমন মার্কা থাকে বলো যে খুন করবার আগে মানুষ তাকে চিনে ফেলবে ? উঁ···

—ভদ্র লোকের মাথায় ছিট আছে, স্যর।

বেলা পাঁচটা—চা এলো···লুচি তরকারী এলো। গুণময় বাবু খেলেন, দীপু খেলে। টেলিফোন বাজলো।

গুণময় নিলেন রিসিভার।

নারী কণ্ঠে প্রশ্ন—আপনি গুণময় বাবু ?

—হুঁ

নারী কণ্ঠে জবাব মিললো—আপনি আসবেন না। এলে বিপদে পড়বেন।

গুণময়ের বিস্ময়ের সীমা নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাবার কথা বলচেন ?

নারী কণ্ঠে জবাব—বালীতে চণ্ডী বাবুর এখানে। তিনি আপনাকে

আসবার জন্য কাকুতি জানিয়েছেন না?···আমি বন্ধুভাবে সাবধান করছি।

গুণময় বললেন—কিন্তু···

জবাব মিললো না—কনেকৃশন কেটে গেছে।

গুণময় বললেন—হুঃ!

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। দীপু বললে—কি হলো স্যর?

গুণময় বললেন—ব্যাপার। দীপুর চোখেমুখে অজস্র বিস্ময়!

গুণময় বললেন—রহস্য বেশ জটিল। যেতেই হবে।···এর মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে।···কিন্তু বিপদের ভয় দেখালো···তার মানে?

—কি করবেন?

—যাবো নিশ্চয়। তৈরী হও দীপু—ছোট সুটকেশটা নাও···আর হোল্ড-মালে ছোট বিছানাটি।···একটু মেক্-আপ্ করতে হবে দীপু-ভোল্-বদল্! কাগজওলাদের ছবি ছাপাবার জ্বালায় আমাদের মানুষ না চিনুক চেহারাগুলো ভয়ানক রকম চেনে তো?

পৌনে ছটায় মেক্-আপ্ ক'রে যাত্রা। গুণময় বসলেন ষ্টিয়ারিংয়ে এবং···

সাড়ে ছটায় পথের উপর মস্ত দোতলা বাড়ীর ফটক। ফটকে পাথরে লেখা ডাউ্ লজ্। ফটকের পর কাঁকর ফেলা দীর্ঘ পথ—দুদিক দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে গাড়ী বারান্দায় মিশেছে। এ পথের দুদিকে ফুলের বাগান···ফোয়ারা···পাথরের একটা ষ্টাচু···বাড়ী আর বাগানের অবস্থা কিন্তু জীর্ণ।

ফটকের কাছে একটা খানশামা ছিল···ফটকে গাড়ী ঢুকতে, সে বললে—আপনি গুণময় বাবু?

খানশামা বললে বাবু আমায় ফটকে থাকতে বলেছেন।…আসুন আপনারা…

গাড়ীবারান্দার নীচে গাড়ী থামলে খানশামা বললে—গেরাজে গাড়ী রাখিয়ে দি আগে…তারপর আপনাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে, সেই ঘরে নিয়ে যাবো।…

গেরাজে গাড়ী রেখে খানশামার নির্দিষ্ট ঘরে দুজনে এসে বসলেন।

পাশের বন্ধ ঘরের দরজা দেখিয়ে খানশামা বললে—বাথ রুম। ওখানে জল আছে, সাবান আছে, তোয়ালে আছে…

দুজনে মুখহাত ধুয়ে এলেন। খানশামা তখন দিলে গুণময়ের হাতে খামে মোড়া একখানা চিঠি।

গুণময় চিঠি পড়লেন, চিঠিতে লেখা আছে…

প্রিয় গুণময় বাবু

আপনি কে, কেন আসিয়াছেন—সে সম্বন্ধে এখানে কোনো কথা না প্রকাশ পায়। কি পরিচয় দিবেন, আমার চেয়ে আপনি তাহা অনেক ভালো বোঝেন।

আপনি এবং আপনার এ্যাসিষ্টাণ্ট সম্বন্ধে আমি এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিয়াছি—আমার বন্ধু—কলিকাতায় থাকেন। আপনার নাম বলিয়াছি জ্ঞান বাবু আর আপনার এ্যাসিষ্টাণ্টের নাম বলিয়াছি দেবেন্দ্রবাবু। বলিয়াছি আপনারা দুই ভাই।

রাত্রি ঠিক আটটায় খাবার ব্যবস্থা হইয়াছে; তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমার গায়ে থাকিবে পাঞ্জাবি

জামা—সে আমার দুটো বোতাম খুলিয়া রাখিব তাহা দেখিয়া আমাকে চিনিবেন। আপনি খুব আশ্চর্য্য হইতেছেন। কিন্তু ইহার চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য্য জিনিষ এখানে প্রত্যক্ষ করিবেন। তবে তাহাতে বিচলিত হইবেন না।

হতভাগ্য
শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত

চিঠি প'ড়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে গুণময় শুধু বললেন—হুঁ।

মৃদু হেসে চিঠিখানা দিলেন দীপুর হাতে। দিয়ে বললেন—পড়হে। নাটক নভেল তো পড়ছো নিত্য—কিন্তু এমন রহস্য কোনো নাটক নভেলে মিলে না।

দীপু চিঠি পড়তে লাগলো। খানশামার পানে তাকিয়ে গুণময় প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি বৎস?

খানশামা বিনীত কণ্ঠে বললে—আজ্ঞে আমার নাম দাশু।

—দাশু! তার মানে দাশরথি—।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—বেশ। তুমি তাহলে এখন এসো, দাশরথি। দরকার হলে তোমাকে যেন পাই, মোদ্দা।

দাশু বললে—টেবিলে ঘণ্টা আছে···ঘণ্টা বাজালেই আমায় পাবেন।

—বেশ!

দাশু চলে গেল। দীপুর চিঠি পড়া শেষ হ'লো। গুণময় প্রশ্ন করলেন—পড়লে?

—হুঁ।

—কি বুঝছো ?

—ভদ্রলোক এত বেশী ভয় পেয়েছেন যে আপনি এসেছেন কাক পক্ষীতেও না জানতে পারে এমন হুঁসিয়ার থাকতে চান।

গুণময় বললেন—কিংবা তামাসাও তো করতে পারেন। ধরো ধাপ্পা দিয়ে ফুল্‌ বানানো।

দীপু কি ভাবলো, ভেবে বললে—বিচিত্র নয়।

গুণময় বললেন—তামাসা বা ধাপ্পা হয় যদি—এ তামাসা সাংঘাতিক হবে, বলে রাখছি দীপু। এ তামাসা আর যে পারে হজম করতে করুক —আমি কিন্তু হজম করবো না—এ কথা আগে থেকেই তোমায় ব'লে রাখছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত !"

আটটা বাজতে বিশ মিনিট বাকী।

গুণময় একটা ফাইল দেখছিলেন—আর একটা কেসের ফাইল···দীপু খোলা খড়খড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাহিরের পানে চেয়ে আছে।

দাশু এসে ডাকলো—বাবু

দুজনেই চাইলেন দাশুর পানে। দাশু বললে—আপনারা আসুন।

ফাইলখানা সুটকেশে পুরে গুণময় উঠলেন—ইংরেজিতে মৃদু কণ্ঠে বললেন—নাউ টু আওয়ার টাস্ক!···উই হ্যাভ্ টু লুক ফর মার্কস্ টু আইডেনটিফাই···

দীপুর দেহে ক্ষণেকের জন্য রোমাঞ্চ···সে কোনো কথা বললে না।

গুণময় আর দীপুকে সঙ্গে নিয়ে দু-চারটে ঘর দালান পার হ'য়ে দাশু এলো দক্ষিণ দিককার একটা বড় ঘরে। ঘরের মাঝখানে মস্ত টেবিল। সজ্জিত আর সেই সজ্জিত টেবিল ঘিরে দশ বারোখানি হাইব্যাক্ চেয়ার। চেয়ারের চারখানিতে চারজন লোক···তিনজন পুরুষ আর এক জন স্ত্রীলোক। এই চারজন ছাড়া পঞ্চমের চিহ্নও নেই।

গুণময় বুঝলেন, এই চারজনের মধ্যেই একজন আছে চণ্ডী চরণের দুশমন···কিন্তু সে কোনটি ?

এ চার জনের কাকেও তিনি জানেন না···পুলিশের এ্যালবামে এদের কারো ছবি দেখেননি কখনো।

স্ত্রীলোকটি অপরূপ সুন্দরী। ভিড়ে এই একটি মাত্র রূপসী রমণী এবং

রমণী আপটু-ডেট ! এরকম আপটু-ডেট স্ত্রীলোকের যে অসাধ্য কোনো কাজ নেই, এতকাল পুলিশে চাকরি ক'রে গুণময় সে সম্বন্ধে রীতিমত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এ চেহারা হ'লো ক্যারশ উওম্যানের। বেশভূষায় শালীনতা নেই···আছে অত্যুগ্র মোহনীয়তা! ইনিই কি টেলিফোনে নিষেধ জানিয়ে ছিলেন ?

গুণময় স্ত্রীলোকটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাঁর চোখে গভীর সন্ধানী দৃষ্টি।···

কিন্তু চণ্ডীচরণ ? চণ্ডীচরণ দত্ত কোথায় ? দু বোতাম খোলা পাঞ্জাবি গায়।···নেই তো।

স্ত্রীলোকের বাঁ দিকে দু-নম্বর ভদ্রলোকটির উপর নজর পড়লো—বেশ জোয়ান গড়ন—দেখলেই মনে হয়, বিলাস-ব্যসনে বেশ ওস্তাদ। গোঁফ জোড়াটি সযত্নে লালন করেন—গোঁফ দেখলেই বুঝবেন, শিকারী জাতের পুরুষ।

স্ত্রীলোকটির ডানদিকে তিন-নম্বরের ভদ্রলোকটি প্রৌঢ় বয়সী···নস্যি লেগে নাসারন্ধ্র কদর্য্য কুৎসিত···পানের রসে ঠোঁট দুটো কালো, দেহখানি স্থূল পর্বতুল। এর পাশে চারের নম্বরটি শীর্ণকায়—বেশ ভূষায় এতটুকু পারিপাট্য নেই। পথ চলতে অতি সাধারণ যে সব মানুষ দেখা যায়, তাঁদেরই সগোত্র ইনি···

চারজনকে দেখে গুণময়ের মনে পড়লো গিরিশচন্দ্রের "বিষাদ" নাটকের সেই গান 'আমরা চার রকমের চার বিরহিণী।

ঘর নিঝুম নিস্তব্ধ। কারো মুখে কথা নেই। চারজনে পাশাপাশি বসে আছেন—সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো। যেন চারটি পুতুল এনে কে এখানে এই চারখানি চেয়ারে বসিয়ে দেছে। এদের নির্বিকার নির্লিপ্ততা গুণময়ের ভারী বিশ্রী লাগলো।

পাশে দীপু…দীপুর কাণের কাছে মুখ এনে অতি মৃদু কণ্ঠে গুণময় বললেন—খুলনের পুতুল যেন ?

দীপু কি বলতে যাচ্ছিল, গুণময় সঙ্কেত করলেন, চুপ।

হঠাৎ মোটা ভদ্রলোকটি কথা কইলেন। বললেন—ব্যাপার কি ? চণ্ডীবাবু গেলেন কোথায় ? ঘণ্টাখানেক এসে বসে আছি…তাঁর দেখা নেই।…আমাকে বলে দিলেন, আটটায় খাওয়া। কাঁহাতক আর বসে থাকি।

শিকারী গুম্ফ বললে,—কেউ একবার দ্যাখো…সত্যি, তাঁর দেখা নেই—সাড়া নেই—এর মানে ? এসে ইস্তক তাঁকে পাচ্ছিনা !

গুণময় তাঁদের প্রত্যেককেই দেখছিলেন বেশ সন্ধানী দৃষ্টিতে… শিকারীর কথায় মনে হলো—ও যেন প্রচার করতে চায়, এখানে এসে চণ্ডীবাবুর খোঁজ করেছিল। এ প্রচারের হেতু ?…

দাশুর পানে চেয়ে শিকারী বললে,—একবার দ্যাখো হে—এখানে কেষ্টঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

এ কথায় দাশু গেল ঘর থেকে চলে।

ঘরে এখন ছ'জন—ওরা চার জন—গুণময় আর দীপু। ছজনেই নীরব, কারও মুখে কথা নেই।

পাঁচ মিনিট…দশ মিনিট গেল কেটে…

দাশু ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো…হাঁপাচ্ছে…মুখ যেন কাগজের মতো শাদা, এমন দেখলে মনে হয় সদ্য যেন ভূত দেখে এসেছে !

রুদ্ধ নিশ্বাসে দাশু বললে,—কিছু বুঝতে পারছি না বাবু…ওঁর ঘর বন্ধ…কেন যে উনি এখনো ঘরে ব'সে…দরজায় কাণ পাতলুম, তা কোনো সাড়া শব্দ পেলুম না !

গুণময় কইলেন কথা…তিনি বললেন—সাড়া পেলে না ! কিন্তু কি করে বুঝচো তিনি ঐ ঘরেই আছেন !

দাশু বললে—ঘর ভেতর থেকে লক্-করা…দরজায় ধাক্কা দিলুম… তবু…গুণময় বললেন—এর আগে তুমি বলেছিলে, বাবু বলেছেন, খাবার দেওয়া হলেই তিনি দেখা করবেন। আমাদের এ ঘরে আসবার আগেও তুমি তোমার বাবুর সঙ্গে কথা কয়েছিলে…না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দরজার বাইরে থেকে আমি বললুম, আপনারা সকলে এসেছেন…বাবু জবাব দিলেন, খাবার দেওয়া হলে খবর দিতে, তিনি, তখনি আসবেন।

তিন নম্বরের মোটা ভদ্রলোক বললেন,—কোনো অসুখ বিসুখ হলো নাতো ? মাথা ঘুরে পড়ে যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকেন ? ব্লড প্রেশার আছে।

দু নম্বরের গুম্ফ বললে—তোমার বাবুর বিবেচনাও খুব ! আমরা এত গুলো প্রাণী এখানে এতক্ষণ বসে আছি…আর তাঁর গ্রাহ্যও নেই !

দাশু চাইলো গুণময়ের পানে…গুণময় চাইলেন দীপুর পানে।

চোখের ভাষায় দীপু যা জানালো, তার মর্ম্ম : এ ভারী মজার ব্যাপার তো ?…চিঠির কথা মনে পড়লো। চণ্ডীবাবু লিখেছিলেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবেন, তা কি এখনি সুরু হোলো।

অতিথি চারজনের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গুণময় মাথা নাড়লেন। অতিথিদের মুখ আতঙ্কে নীল! মনে অনেকখানি অস্বাচ্ছন্দ্য ! স্ত্রীলোকটি শুধু অবিচল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত…যেন ভয়ানক বিরক্তি !

গুণময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন…দাঁড়িয়ে অবিচল কণ্ঠে দাশুকে প্রশ্ন করলেন,—কোন্ ঘরে আছেন তোমার মনিব ?

—আজ্ঞে, বাহিরে যে বারান্দা…সেই বারান্দার সব-দক্ষিণের ঘরে। সে ঘরের পরে ওদিকে বাগান !

গুণময় বললেন—আমি একবার দেখতে চাই। আমাকে নিয়ে চলো।

দাশুকে নিয়ে গুণময় চললেন চণ্ডীচরণের খাশ কামরার উদ্দেশে। দীপুও চললো তাঁর পিছনে।

বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে শেষের কামরা। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। গুণময় এসে সবলে দরজা ঠেললেন···দরজায় বার বার করাঘাত করলেন ···ডাকলেন,—চণ্ডীবাবু···চণ্ডীবাবু···

সাড়া নেই।

আবার বললেন—আমি জ্ঞানবাবু···দরজায় তিনি কাণ পাতলেন। ভিতরে কোণো সাড়া নেই! কারো পায়ের একটু খশ্খশানি—তাও নয়। ঘরে আলো জ্বলছে—দরজার ফাঁকে সে আলোর রশ্মি দেখা যায়!

দাশুর পানে চেয়ে দীপু বললে,—ঘরে যেতে পারি ওদিকে তেমন খড়খড়ি নেই?

দাশু মাথা নেড়ে জানালো, হাঁ। বললে—কিন্তু সে খড়খড়িতে লোহার গরাদ আঁটা। আজ দু-তিন দিন ধরে' খড়খড়ির পাখিতে বাবু লোহার পাত আঁটিয়ে তার সঙ্গে আলতারাপ দিয়ে কুলুপ আঁটিয়েছেন। বাইরে থেকে সে কুলুপ তো খোলা যাবে না।

গুণময়ের মুখ গম্ভীর···মনে নানা চিন্তা! চিন্তা করে তিনি বললেন—তাহলে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে হবে।

গুণময়ের গায়ে বেশ জোর। সবলে তিনি দরজায় দিলেন দু-চারটে ধাক্কা···শব্দের প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠে বাতাসে গেল মিলিয়ে!

এমন সময় বাহিরে মোটর গাড়ী থামার শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কলরব। গুণময়···দীপু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন।

তিন নম্বরের রোগা ভদ্রলোক প্রায় ছুটে এসে হাজির...বললেন—পুলিশ এসেছে।...লরি চড়ে এক রাশ পুলিশ!

রোগার পিছনে বাকী তিনজন অতিথিও এসে উপস্থিত। সকলের চোখে আতঙ্ক আর বিস্ময়!

চকিতে খাকী পরা পুলিশ অফিসার এসে উদয় হলেন...তাঁর সঙ্গে একগাদা পাহারা ওয়ালা। অফিসারটি হলেন এ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

দীপু বললে—সত্যিই পুলিশ।

স্ত্রীলোকটির মুখে দারুণ বিরক্তি!

গুণময় নিশ্চুপ—দৃষ্টি আগন্তুক পুলিশ অফিসারের উপর। তাঁর চোখে চকিতে কি ইঙ্গিত ঘটলো...তার মর্ম বুঝলেন। অফিসারের কাছে এসে এ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আপনি এখানে।

মৃদু হেসে গুণময় বললে—হুঁ ঝড়ের আগে এঁটো পাতা!

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম রামকেষ্ট। রামকেষ্ট বললে,—তা না স্যর বলুন, গ্রীষ্মের আগে বসন্ত কাল। ভাবছি, এর মধ্যে আপনি কি করে এখানকার খবর পেলেন!

গুণময় বললেন—খবরটা কি, আমাকে বলতে পারো?

আপনি জানেন না?

—না।

রামকেষ্ট বললে—আমি এসেছিলুম বালী থানায় একটা বে তাদারকে...হঠাৎ এখান থেকে টেলিফোনে খবর এলো, শীগগির আসুন স্যর ডাট-লজে...চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন!

গুণময়ের বিস্ময় সীমা ছাপিয়ে উঠলো! তিনি বললেন,—টেলিফোনে খবর গেছে চণ্ডীবাবু খুন! ভয়ানক আশ্চর্য্য কথা তো।

রামকেষ্ট বললে—ইনি বালী থানার অফিসার ইনচার্জ…ওয়াহে সাহেব—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন…ইনি ধরেছিলেন ফোন।

ওয়াহেবের পানে চাইলেন গুণময়। রামকেষ্ট বললেন—এঁকে চেনেন না ওয়াহেব সাহেব? ইনি হলেন ডি-ডি-র গুণময়বাবু।

—ও…

ওয়াহেব বললে—ও…হ্যাঁ স্যর, একটু আগে টেলিফোনে থানায় এ খবর গেছে এখান থেকে। সেই সঙ্গে খবর, খুনী এখনো এ বাড়ীতে আছে, অনেক লোক নিয়ে এখনি আসুন।

এ কথা শুনে অভ্যাগত চারজন যেন আকাশ থেকে পড়লেন তাদের মুখে চোখে গভীর হতাশার ছায়া! স্ত্রীলোকটি অবসন্নের মতো বারান্দায় একখানা বেঞ্চে বসে পড়লো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!'

বন্ধ ঘরের সমস্যা আরো নিবিড়, আরো জটিল হলো। রামকেষ্ট এবং ওয়াহেবকে একান্তে ডেকে গুণময় তাঁদের বললেন, এখানে তাঁর আসবার বৃত্তান্ত। তাঁর আসা ইস্তক এখানে যা-যা ঘটেছে, তাও তিনি প্রকাশ করে বললেন।

রামকেষ্ট বললে,—আমি দৈবাৎ এ ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছি! হঠাৎ ঐ টেলিফোন শুনে—

গুণময় বললে—কিন্তু টেলিফোন করলে কে? মানে, পুরুষের গলা শুনলেন? না মেয়ে মানুষের গলা?

ওয়াহেব বললে—পুরুষ মানুষের গলা।

সকৌতূহলে রামকেষ্ট প্রশ্ন করলে—মিথ্যা খবর? চালাকি?

বন্ধ ঘরের পানে চেয়ে গুণময় বললেন,—খবর হয়তো সত্য, কিন্তু দরজা খুলে ও ঘরে যতক্ষণ না ঢুকে কিছু দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য-মিথ্যা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়! হ্যাঁ, কিন্তু তারো আগে একটা কথা···

মৃদু কণ্ঠে ওয়াহেবকে গুণময় কি যেন ইঙ্গিত করলেন, ইঙ্গিত বুঝে ওয়াহেব তাকালো সেই চারজন অভ্যাগতের পানে। তারপর বললে—এ বাড়ীতে যিনি যিনি আছেন, কেউ এখন এবাড়ী থেকে নড়তে পাবেন না। দয়া করে আপনারা সেই খাবার ঘরে গিয়ে বসুন। আর ক্ষমা করবেন, যতক্ষণ আমাদের তদারক না শেষ হয় আপনারা থাকবেন নজর-

বন্দী। আপনাদের ঘরের সামনে থানার সেপাই মোতায়েন থাকবে।... কি করবো...আবার ডিউটি!

পুরুষ তিনজন এ-কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না! স্ত্রীলোকটি কিন্তু এ কথায় বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যে দৃষ্টিতে তাকালো ওয়াহেবের পানে......সে তো দৃষ্টি নয়...যেন আগুনের হল্‌কা!

ওয়াহেব বললে,—আপনারা তাহলে যান দয়া করে'...ও-ঘরে গিয়ে বসুন! নিরুপায়! চারজনে গিয়ে বসলেন সেই খাবার ঘরে...ঘরের দরজায় ওয়াহেব বেশ জবরদস্ত গোছ এক সেপাইকে খাড়া করে' তাকে দিলে নির্দ্দেশ—এঁরা যেন এ-ঘর ছেড়ে কোথাও না যান!

ওরা চারজনে চলে গেলে রামকেষ্ট বললে—গুণময় বাবু যা বলেচেন এখন ঐ ঘর খোলার ব্যবস্থা করা চাই। ঘর খোলার আগে বোঝা যাবেনা, ব্যাপারটা কি...সত্যই চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন! না, স্রেফ ধাপ্পা ...ধাপ্পা অসম্ভব মনে হয় না! একরকম চিঠি লিখে গুণময় বাবুকে কলকাতা থেকে টেনে এনে তার উপর পার্টি...খাওয়ার নেমন্তন্ন...গুণময় বাবু এলেন, তা চণ্ডীবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করলেন না!...ঘরে রইলেন ভেতর থেকে দরজা লক্‌ করে...থানায় চরম রকমের ফোন...এমন ব্যাপার গল্পে কথনো পড়িনি...আর তাই এখানে ঘটছে! এখন একটুকু দেরী নয়,...যেমন করে হোক ও ঘরে আমাদের ঢোকা প্রয়োজন!

পালোয়ান গোছ এক জমাদার বললে, চাড়া দিয়ে দেখবে সে চেষ্টা করে দরজা খোলা যায় কিনা!

গুণময় বললেন,—ছাখো!

জমাদার জোরসে দিলে ধাক্কা...ধাক্কার পর ধাক্কা ...দরজা যেমন-বন্ধ।

তেমনি। দম নিয়ে জমাদার বললে—বহুৎ মজবুৎ কেওয়াড়ি…ভিতরসে বোল্টু লাগা হুয়া হ্যায় জী!

রামকেষ্ট বললে—ঘরে কেউ আছেন—মনে হচ্ছে…হয় বেঁচে নেই…না হয় তিনি পণ করেছেন, পৃথিবী রসাতলে গেলেও তিনি নিজে থেকে দরজা খুলবেন না। ওয়াহেব বললে, তা যদি তিনি ভেবে থাকেন, তিনি পাগল!…শাবল কুড়ুলের তো অভাব নেই দেশে—এখনি শাবলের ঘা দিয়ে দরজা খুলবো স্যর!…দামী পানেল বলে, এতক্ষণ শাবল আনাইনি, এমনি চেষ্টা করে দেখছি!

ওয়াহেব ডাকলে—রোটিরাম…

অসুরের মতো বিরাট দেহ দুলিয়ে এক জমাদারজীর প্রবেশ!

ওয়াহেব বললে, এ দরজা পারবে ভাঙতে?

—আলবৎ…

সদর্পে রোটিরাম দিলে সর্বাঙ্গ ঠুকে দরজায় ধাক্কা…একবার, দুবার তিনবার…যেন হাতী তাল ঠুকছে! দরজা অটুট—তখন সুরু করলো রোটিরাম জোর লাথি! লাথির পর লাথি। দশবারোটি লাথির ঘায়ে দরজার একটা পাল্লা খসে ঘরের মধ্যে পড়লো…সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঙ্গা পাল্লার উপরে রোটিরাম পড়লো হুমড়ি খেয়ে!

প্রকাণ্ড ঘর; ঘরে আলো জ্বলছে। দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটে বাল্‌ব! একশো ক্যাণ্ডেল বাল্‌ব। ঘরের একদিকে টেবিল…টেবিলের সামনে একখানা কুশন আঁটা চেয়ার…চেয়ারে ঝুঁকে বসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক! সজ্জিত বেশ, গায়ে পাঞ্জাবি…টেবিলের উপর দু-হাতে মাথা গুঁজে ঝুঁকে বসা মূর্তি!

দেখে রামকেষ্ট বললে,—উনিই চণ্ডীবাবু না কি?

ঘুমোচ্ছেন ? তিনজনে এগিয়ে এলেন। দেখেন, সর্ব্বনাশ, ভদ্রলোকের পিঠে কি একটা যেন বিঁধে আছে… না ?

ঘেঁষে এসে সকলে দেখেন, ছোরার বাঁট ! বাঁটখানা পিতলের… আলো লেগে ঝক্‌মক্ করছে !

দাশু ছিল পিছনে…চেঁচিয়ে উঠলো—মনিব !

তার মুখ নিমেষে পাংশু, বিবর্ণ। চেতনা যেন বিলুপ্ত প্রায় ! গুণময়ের স্তম্ভিত দৃষ্টি মূর্ত্তির উপর নিবদ্ধ।

ঘুরে দেখে রামকেষ্ট বললে—ও…একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধেছে ! পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে ঘা মেরেছে…একটি ঘা—ব্যস !

ঘরে আরো বাল্‌ব আঁটা…সবকটা গুণময় দিলেন জেলে ! জেলে তীব্র আলোয় দেখেন, ভদ্রলোকের পিঠের বাঁ দিকে ছোরার বাঁটের প্রান্ত-টুকুমাত্র আটকে আছে…ধারালো দিকটা আমূল পিঠে বেঁধা। মানুষের অঙ্গে এভাবে ছোরা বিঁধতে হলে প্রচণ্ড বিক্রমের প্রয়োজন। সে বিক্রমের পরিমাণ অনুমান করে' তিনি শিউরে উঠলেন। খুন জখম তিনি অনেক দেখেছেন…কিন্তু এমন করে ছোরা বেঁধা…এর আর তুলনা নেই ! খুন নিশ্চয়ই…আত্মহত্যা নয়—আত্মহত্যা অসম্ভব !…বেচারা চণ্ডীবাবু যা ভেবেছিলেন…যে ভয় করেছিলেন—কিন্তু কি পৈশাচিক খুন !

ওয়াহেব বললে—ছোরা খুলবেন না কি স্তর ?

রামকেষ্ট বললে—না, না, না হাতলে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় যদি।

গুণময় বললেন,—না…আঙুলের ছাপ নেই—আমি লক্ষ্য করেছি। খুন যে করেছে—সে কি হাতে দস্তানা এঁটে তবে ছোরা ধরেছিল ? না হলে—ধরো খুন হয়েছে কতক্ষণ ? আধঘণ্টা ?—খুব কম করে যদি ধরি তো চব্বিশ পঁচিশ মিনিট ?

মনে দারুণ চাঞ্চল্য···তীব্র আলোয় গুণময় ঘরের প্যানেল, দেওয়াল প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন করে দেখলেন···তারপর বললেন—আমি ভাবছি. খুন করে খুনী পালাল কোন্ পথে? ঘর ছিল তালাবন্ধ··· ভেতর থেকে তালা বন্ধ। খুনী এলো কি করে, দরজা দিয়ে এসে দরজা না হয় লক্ করলো,···কিন্তু খুন করে তার পর পালালো কোথা দিয়ে? ···ওদিকে দেখছো রামকেষ্ট, খড়খড়ির পাখিগুলো লোহার পাত আঁটা··· তার উপর আবার তাতে কুলুপ। রামকেষ্ট. ওয়াহেব, দীপু সকলেই করলো লক্ষ্য! ওয়াহেব বললে—সত্যি। এ যে তাজ্জব ব্যাপার!

দেওয়ালের গায়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে, টোকা মেরে মেরে সকলে ভালো করে দেখলেন···কোথাও এতটুকু গোপন রন্ধ্রের আভাস নেই। পুরাকালের কাহিনী-বর্ণিত মায়া-রন্ধ্র-রচা দেওয়ালও নয়, এ ঘরের দেওয়াল।

ঘরে কটা আলমারি···আলমারিগুলো ঠেলে পিছনের দেওয়াল পরখ করা হলো। না, সেখানেও এতটুকু রন্ধ্রের অভাস নেই। কোথাও নেই এতটুকু ফাঁক। মেঝের কার্পেট পাতা—কার্পেট তুলে মেঝের পা ঠুকে, লাঠি ঠুকে দেখা হলো—না, মেঝেতেও কোন কারিগরি বা কারসুজি নেই। যেমন নিটোল নিরেট দেওয়াল, তেমনি নিটোল নিরেট মেঝে!

রামকেষ্ট বললে—এ যে আমাদের ম্যাজিসিয়ান্ পি, সি, সরকারের খেলা! কিন্তু এখানে তো পি-সি সরকার নেই···কাজেই ভেলকি বাজির কথা উঠতে পারে না!

গুণময় বললেন ভদ্রলোক কি জ্যোতিষী ছিলেন? না হ'লে নিজের অপঘাত মৃত্যুর দিনক্ষণ আগে থেকে এমন নির্ভুল রকমে জানলেন কি করে? সব জেনে শুনে এত সাবধানে ছিলেন, অথচ এমন নিঃশব্দে খুনটা হয়ে গেল!

ওয়াহেব বললে—তাহলে তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন…মানে ঐ চার জনের মধ্যেই একজন খুন করেছে। কিন্তু টেলিফোন করলে কে বাণী থানায়…টেলিফোনটাও তো দেখছি ঐ…এই ঘরের টেবিলে।

রামকেষ্ট বললে—যে রকম ব্যাপার…মনে হবে, ভদ্রলোক খুন হয়ে নিজেই যেন টেলিফোন করেছিলেন। না হলে ঘর তালাবন্ধ, লোকজন সব ঘরের বাইরে…কি করে তারা জানবে যে এ ঘরে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।

গুণময় চাইলেন দাশুর পানে…পঙাশ মূর্ত্তি দাশু নিস্পন্দ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে মৃত দেহের কাছে।

গুণময় বললেন,—দাশু যা বলেছে…মানে, আটটা বাজতে তখন বিশ বাইশ মিনিট দেরী, দাশু বললে, পাঁচমিনিট আগে এসে দরজার বাইরে থেকে মনিবকে সে খবর দিয়ে গেছে…তাতে মনিব বলেছে, খাবার দেওয়া হলেই তিনি ঘর থেকে বেরুবেন।…তারপর আমাদের খাবার দেবে সেই সময় ও আবার আসে এঘরের সামনে…তখনি কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গিয়ে বলে, ঘর বন্ধ…ঘরে কারো সাড়াশব্দ পেলে না।…এই কথা শুনেই তো আমরা আসি ঘরের দরজায়। ওঁরা চারজনে খাবার ঘরেই বসে ছিলেন বরাবর…এক সঙ্গে আমরা ছিলুম। তোমরা আসতে ওঁরা এখানে আসেন তোমাদের পিছনে।

রামকেষ্ট বললে—ওদের কোন সাঙ্গোপাঙ্গ তাহলে…এবং সে সঙ্গীর গায়ে নিশ্চয় হাতীর শক্তি!

গুণময় বললেন—আর যাকেই অবিশ্বাস করি না কেন রামকেষ্ট, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না! তবে হ্যাঁ,—যদি…

এই পর্য্যন্ত বলে গুণময় চাইলেন দাশুর পানে…বললেন—তোমার একথা সত্য—যে, এ ঘরে এসে দরজার বাইরে থেকে তুমি যখন তোমার

মণিবাবুকে খবর দিয়ে দিলে, আমরা এসেছি···তখন তিনিই ভিতর থেকে তোমার কথার জবাব দিয়েছিলেন? তাঁর গলাই তুমি শুনেছিলে?

দাশু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

গুণময় আবার প্রশ্ন করলেন—আর কারো গলা নয়?

সবল কণ্ঠে দাশু বললে—আজ্ঞে নিশ্চয়।

গুণময় বললেন—তোমার কাকেও সন্দেহ হয়···খুন করেছে বলে?

দাশু বললে—আজ্ঞে···না।

দীপু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে কথা কইলো। দীপু বললে,—যে খুন করেছে, হয় সে দেছে দাশুর কথার জবাব···আর না হয় দাশু এ কথাটা যা বলেছে, তা মিথ্যা।···চণ্ডীবাবুর তখন কথা কইবার অবস্থা ছিল বলে আমার মনে হয় না।

গুণময় বললেন,—তা যদি বলো, দীপু, তাহলে এঁদের চারজনের কাকেও সন্দেহ করতে পারো না। অথচ চণ্ডীবাবু চিঠিতে স্পষ্ট করেই লিখেছেন এই চার জনের উপর তাঁর সন্দেহ···এবং খুন যদি কেউ করে তো এদেরই মধ্যে কেউ এক জন!···কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি যদি সন্দেহ করতেন, সে কথা তিনি তাহলে তাঁর চিঠিতে লিখতেন।

মস্ত ককটা নিশ্বাস ফেলে রামকেষ্ট বললে,—আমার কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে, খুনী পুরুষ হোক, বা মেয়ে মানুষ হোক, উবে যেতে পারে না তো!

গুণময় বললেন—সে চিন্তায় কোনো লাভ হবে না। ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। "সে খুন আমরা চোখে প্রত্যক্ষ দেখছি···কাজেই এখন ফ্যাক্ট পাচ্ছি, চণ্ডী বাবু খুন হয়েছেন এবং খুনী পলাতক···এ ঘরের কোথাও এমন রন্ধ্র নেই যা ভেদ ক'রে খুনী পালাতে পারে! আমাদের প্রথম

কাজ এ ঘর থেকে বাইরে যাবার কোনো গোপন পথ আছে কি না তারি আবিষ্কার। তার উপর ধরুন টেলিফোনে খবর দেওয়া হলো থানায়।, টেলিফোন রয়েছে এই ঘরে। তাহলে ভাবুন খুন ক'রে শুধু পালানো নয়, খুনের খবর দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেলিফোনে—আর সে খবর পেয়ে পুলিশ ফৌজ নিয়ে আপনারা হয়েছেন এখানে হাজির···এখন এ সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন উঠছে। প্রথম প্রশ্ন, টেলিফোনে কে দিলে খুনের খবর! দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাড়ীর এই ঘরে দেখছি টেলিফোন···অন্য ঘরে আরো টেলিফোন আছে কি না।

দাশুকে তিনি টেলিফোনের বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

দাশু বললে—এই একটি ফোনই আছে···বাবুর এই বসবার ঘরে। অন্য কোন ঘরে ফোন নেই।

রামকেষ্ট বললে,—তাহলে এই টেলিফোন থেকেই থানায় গেছে খবর?

গুণময় বললেন—তা না হতেও পারে! তবে খুনীই টেলিফোন করেছে—আমার ধারণা। নাহলে খুনের কথা কাক পক্ষীতেও যখন জানে না, তখন সে খবর···তার উপর যা দেখছি, মনে হচ্ছে, ইন্‌ষ্ট্যাণ্ট ডেথ্ এবং ফোন যে সময়ে আপনারা পেয়েছেন,···খুনের সময় আর ফোনের সময় প্রায় এক সময়েই এবং সে ফোন হয়েছে পুরুষের গলায়— এসব থেকে আমার মনে হচ্ছে, পুরুষ মানুষের হাতেই খুন।

রামকেষ্ট বললে—হুঁ···যে জোরে ছোরা বিঁধুনো হয়েছে, তেমন জোর মেয়েমানুষের দেহে সম্ভব নয়।

রামকেষ্ট তাকালো দাশুর পানে, বললে—ঘরের বাইরে থেকে তুমি তোমার বাবুর গলাই শুনেছো? না, তাঁর গলার মতন গলা?

—বাবুর গলা।

—কিন্তু তোমার ভুল হতে পারে তো?…

দীপু বলে উঠলো কিন্তু খুনী হঠাৎ কোন্ করে' পুলিশ ডাকবে কেন? তার লাভ?

গুণময় বললেন—একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, দীপু, সে হয়তো ভেবেছিল, থানা-পুলিশ ডাকলে তার উপর কারো সন্দেহ হবে না… গ্রেক্ তাদের দায় এড়াবে সে।

রামকেষ্ট বললে—কিন্তু চণ্ডীবাবুর সন্দেহ তাঁর এই চারজন অতিথির উপর…বাহিরের কোনো লোককে তিনি সন্দেহ করেননি!

দীপু বললে—না।

রামকেষ্ট বললে—তাহলে…যিনিই খুন ক'রে থাকুন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাবো কোথা থেকে?

ওয়াহেব বললে—ওঁদের মধ্যেই একজন যখন খুনী…ওঁদের সন্দেহ করবার কারণ ছিল নিশ্চয় চণ্ডীবাবুর। তবে সে সন্দেহ কারো উপর তেমন পাকা এবং সার্টেন ছিল না হয়তো। চিঠিতে মিনতি জানিয়ে গুণময় বাবুকে/না হলে তিনি আসতে বলবেন কেন এবং আজই রাত্রে!

রামকেষ্ট বললেন—তা ঠিক। এখন তাহলে এ খুনের তদারক সুরু হবে কোথা থেকে?

প্রশ্নটা রামকেষ্ট নিক্ষেপ করলেন গুণময়কে উদ্দেশ করে।

গুণময় বললেন—আমি অবশ্য আইনতঃ এ খুনের তদারক করতে পারি না। এ হোলো হাওড়া পুলিশের কাজ—আমি বিল করি ক্যালকাটা পুলিশে!

রামকেষ্ট হাসলেন, হেসে তিনি বললেন,—ডি-এসকে ব'লে কমিশনার অফ পুলিশকে লিখিয়ে এ কাজের ভার আমরা আপনার হাতে দিতে চাই, স্যার। না হলে যে রকম কমপ্লিকেশন দেখছি…

গুণময় বললেন—এইজন্তই আমাদের শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।...চিঠি পেয়ে সহসা আমার ছুটে আসা উচিত হয়নি রামকেষ্ট।...এ জোট্ তাহলে অমে জড়াতে হোতো না।

রামকেষ্ট বললেন, যা বলেছেন। যোদ্দা, এখন আমাদের পরামর্শ ছিল, হাউ উই প্রোসিড্ জাষ্ট নাউ...এ্যাণ্ড হোয়ার টু প্রোসিড!

গুণময় বললেন—পরামর্শ করা যাক...সত্যি ভয়ানক ইনটারেষ্টিং লাগছে হে! বলো কি, যোর ড্যান্ ড্রামাটিক!...এসো প্রথমে আমরা ঐ অতিথি চারজনকে নিয়ে বসি...কে ওঁরা...কি বৃত্তান্ত...চণ্ডী বাবুর ইতিবৃত্ত...কেন তাঁর অমন আতঙ্ক...এইগুলো প্রথম সূত্র...এই সূত্র ধ'রে জটিল গ্রন্থি খোলার কোনো হদিশ যদি মেলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'লক্ষ্য বিহীন স্রোতের ধারায়'

তারপর পুলিশের ব্যস্ততা। ওয়াহেব আমালো সরকারী ফটোগ্রাফার —ফ্ল্যাশ লাইটের সাহায্যে লাশের ফটো নেওয়া…ঘরের আসবাবপত্র যেখানে যেমন, সব-সমেত! গুণময়ের পরামর্শে সরকারী ডাক্তারকে আনানো হলো—তিনি এলে তখন খোলা হলো মৃতদেহে বেঁধা ছোরাখানা। ছোরাখানি পরীক্ষা করলেন গুণময়। বিচিত্র গড়ন। বাজারে এমন ছোরা দেখা যায় না। ব্লেডটা ছ' ইঞ্চি লম্বা—কী ধার…বাঁটটা পিতলের—ছোরার মুখ ছুঁচোলো। ব্লেডে বা খাপে এ ছোরা কোথায় তৈরী, কে-বা কারিগর—এসব কিছু লেখা নেই।

গুণময় বললেন—এ যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো।…ত্যাখো তোমরা! সকলে ছোরা দেখলো। রামকেষ্ট বললে—বারো তেরো বছর পুলিশে চাকরী করছি তো—কিন্তু এমন ছোরার দর্শন আজ পর্যন্ত মেলে নি। ছোরার সম্বন্ধে দাশুকে প্রশ্ন করা হোলো—এ ছোরা তোমার মনিবের কাছে কখনো দেখেছো?

সে বললে—না বাবু। ওঁর সব জিনিষ আমিই তো নাড়াচাড়া করচি বরাবর, এ ছোরা কিন্তু কখ্খনো চোখে দেখিনি।

গুণময় আর একবার ঘরের দেওয়াল, প্যানেল, আলমারি…প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখলেন। দেওয়ালে নানারকম অস্ত্র টাঙানো…ঘরের

সজ্জা ভূষণ স্বরূপ···ও-সব অস্ত্রের যে কোন একটা দিয়ে চণ্ডীচরণের হত্যা সাধন খুবই সম্ভব এবং সহজ ছিল···ওগুলো খুনী স্পর্শ করলো না কেন? এত অস্ত্র সংগ্রহের কারণ···প্রশ্ন করে জানা গেল—চণ্ডীচরণ বহু দেশ বেড়িয়েছেন এবং যেখানে যে অস্ত্র পেয়েছেন, সংগ্রহ করেছেন। অস্ত্র সংগ্রহ ছিল তাঁর বাতিকের মতো। অস্ত্র ছাড়া ঘরের দেওয়ালে, বারান্দার দেওয়ালে মৃগয়াহত হাতী, হরিণ, ভাল্লুক, আর বাঘের মাথা সাজানো! মাথার হাড়গোড়টুকুই নয়···চামড়া এবং লোম সমেত ষ্টাফ করা প্রকাণ্ড সব মুখ! হাতীর মুখে দাঁত দুটো প্রায় একহাত করে' লম্বা···চোখের কোটরে নকল চোখ লাগানো। নিপুণ শিল্পী এমন করে' মাথাগুলো গড়ে তুলেছে যে তাদের মুখে চোখে বন্য হিংস্র ভাবটুকুও জল্ জল্ করছে···হঠাৎ দেখলে আতঙ্ক হয়!

দাশুকে গুণময় প্রশ্ন করলেন,—তোমার বাবু শীকার করতেন?

দাশু বললে,—শুনেছি, বাবু...আমি কখনো দেখিনি শীকারে যেতে। তা ছাড়া এসব কেনার শখও ছিল খুব বেশী। ঐ বাঘের মাথাটা সেদিন কিনে ছিলেন···নগদ দুশো টাকা দাম দিয়ে। দোতলায় ওঁর শোবার ঘরে মাথাশুদ্ধ বাঘের ছাল, ভাল্লুকের ছাল, কুমীরের গোটা ছাল—আছে মেঝেয় পাতা। দেখলে ভয়ে গা ছম্‌ছমিয়ে ওঠে!

কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে দাশুর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠলো! মর্গে লাশ চালান দেবার জন্য ওয়াহেদ গাড়ী আনালো, লাশ তুলে নিয়ে যাবার পর সকলে দেখেন, চণ্ডীচরণবাবুর মাথার নীচে চাপা পড়েছিল একখানা চিঠি। কাগজে রক্তের দাগ। বোঝা গেল, মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে তিনি এ-চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানা গুণময়ের নামে লেখা। রক্তের দাগ থাকলেও চিঠির পাঠোদ্ধার করতে তেমন বেগ পেতে হলো না। চিঠিতে লেখা আছে—

মহাশয় গুণময় বাবু,—

এখানে আসিয়া যদি দেখেন, আমার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সে-হত্যার প্রমাণ আপনি এই ঘরেই পাইবেন। গোপনে সংরক্ষিত থাকিবে। যে চারজন অতিথিকে আজ আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, তাঁহাদের একজনের হাতেই আমার মৃত্যু ঘটিয়াছে, জানিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে মৌখিক প্রীতি থাকিলেও আমার উপর উঁহাদের আক্রোশ সীমাহীন এবং একথা আমার অবিদিত নাই, জানিবেন।

আমার হত্যা সম্বন্ধে প্রমাণ এই ঘরেই মিলিবে। এবং সে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য যে চেয়ারে বসিয়া আপনাকে আমি এ-পত্র লিখিতেছি, সেই চেয়ারের ঠিক পিছনে চাহিয়া দেখিলেই···

চিঠি এইখানেই শেষ। অসমাপ্ত চিঠি! এর পরে আর একটি কথা ভদ্রলোক লিখতে পারেন নি।

গুণময় বুঝলেন,···এই পর্য্যন্ত লেখা হবামাত্র খুনীর ছোরার ঘা··· এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজের উপর মাথা ঝুঁকে পড়েছে···চিঠিখানা মাথার নীচে চাপা পড়ার দরুণ খুনীর এদিকে নজর পড়েনি!

রামকেষ্ট বললেন—আচমকা পিঠে ছোরা পড়েছে!

গুণময় বললেন—হুঁ···কিন্তু খুনী এ ঘরে ঢুকলো কোথা দিয়ে—আর খুন করে' পালালই বা কোন্ পথে···সেই সমস্যা···এর সমাধান কি করে হয়।···বার বার ঐ চারজনের কথা! ভালো কথা, লিখেছেন প্রমাণ এই চেয়ারের পিছনে···

হুঁ, পিছনে কি এমন···

এক প্রস্থ সন্ধান···কিন্তু ব্যর্থ এ সন্ধান।

গুণময় বললেন—রীতিমত সার্চ সুরু করো…

টেবিলের ড্রয়ার টানলেন—ড্রয়ার প্রায় খালি—থাকবার মধ্যে ড্রয়ারে আছে ক' প্রস্থ কাগজ, সাদা কখানা খাম। গালা-কাঠি আর একখানা রেলোয়ে ব্রাডশ।

চেয়ার টানাটানি করা হলো…ঘরখানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথায় কি ?…

দীপু বললো—মিথ্যা চেষ্টা! তাছাড়া এটুকু বুঝতে পারছি না, গুণময় বাবুকে আসতে লিখেছেন—চাকর খবর দেছে, গুণময় বাবু এসেছেন—বেশ, গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে যা বলবার থাকে, বলো—তা নয় তিনি বললেন আটঘাট-বন্ধ করে সেই গুণময় বাবুকে চিঠি লিখতে… ইট্ সাউণ্ড্স্ রাবিশ!

গুণময় শুনলেন, এ কথার জবাব দিলেন না…বললেন,—চেয়ারের পিছনে প্রমাণ…ত্মাখো রামকেষ্ট…চেয়ারের পিছনে কি পাওয়া যায়!

দীপুর বিশ্রী লাগছিল…সে বললে—চেয়ারের পিছনে পাবো আমরা ঐ চেয়ারের ছায়া!

হেসে গুণময় বললেন—ধৈর্য্য হারিয়ো না দীপু—এই টুকুতেই যদি ধৈর্য্য হারাও—তার কথা শেষ হবার আগেই দীপু বললে—ধৈর্য্য কি করে রাখবো, বলুন স্যর…খুনী খুন করে সরে গেল, অথচ সে এ চিঠিখানা দেখলো না—না, দেখেও এ চিঠি সে রেখে গেল আমাদের জন্ম!

—বিশ্রী নো ডাউট—আর সবটাই লাগছে হোক্সের মতো! তবু খুনতো হয়েছে চোখে দেখছি…এবং এ খুনের তদারক করতেই হবে!

দীপু বললে—একে তদারক বলেনা, স্যর—এ হচ্ছে ফাঁদে পা দেওয়া—এবং বেশ জটিল ফাঁদ!

হেসে গুণময় বললেন—জটিল কাণ্ড নিয়ে কাজ…এ তো পুলিশের পরম কাম্য; ধরো, ক্রশ ওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌…এসো, এ পাজ্‌ল্‌সল্‌ভ্‌ করি!

দীপু বললে—ইট ইজ ওয়াইল্ড গুজ চেজ!

গুণময় বললেন—তাই যদি হয়…ছেড়ে চলে যেতে পারি না তো!

—কি করবেন?

গুণময় বললেন—ওঘরে গিয়ে ঐ চারজন গেষ্টকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক! এঁদের চারজনকে ছাড়া দুনিয়ার আর কারো উপর চণ্ডী বাবুর সন্দেহের বাষ্পও ছিল না! আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে লেডিজ ফার্ষ্ট নীতি শিরোধার্য্য করি, আমরা…কি বলো? প্রথমেই ঐ লেডিকে

—কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে…লেডি হলেও ওঁর হাবভাব পুরুষ মানুষকে টেক্কা দেয়…এবং এ জিজ্ঞাসাবাদ সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'এখন যেদিকে চাই, কূলের উদ্দেশ নাই!'

এবারে কঠিন কর্ত্তব্য!

মহিলাকে এই ঘরেই আনা হলো। তাঁর মুখ লোহার মতো শক্ত··· দু' চোখে আগুনের হল্‌কা যেন! এসেই অগ্নি-দৃষ্টিতে গুণময়ের পানে চেয়ে মহিলা বললেন—আপনারা কি ভেবেছেন, আমাদের ঘর নেই? বাড়ী নেই? এখানে চোরের মতো বসিয়ে রেখেছেন···পুলিশের নজর বন্দী করে!

গুণময় বেশ শান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন—কি করি, বলুন! নিরুপায়! আপনিই ভদ্রলোক খুন হয়েছেন—আমরা পুলিশের লোক···আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য?

মহিলা বললেন—খুন বলেই আপনারা নিশ্চিত?

—নিশ্চয়। আপনি ভাবচেন, আমরা রহস্য করছি? আমাদের আর বাড়ী নেই? কাজকর্ম নেই?

মহিলা বললেন—কিন্তু আমাকে এ ভাবে আটকে রেখে লাভ?

গুণময় বললেন—আপনার ষ্টেটমেণ্ট নেবো। শুধু আপনার কেন, এ বাড়ীতে যিনি যিনি আছেন, সকলকার! যার দাসী চাকরদের পর্য্যন্ত!

মহিলা এবারে একটু নরম হলেন, বললেন—কিন্তু আমার কাছে থেকে কি ষ্টেটমেণ্ট চান আপনারা?

—যা যা আপনি জানেন এ সম্বন্ধে!

—কিসের সম্বন্ধে? খুন?···তার মানে? খুন আমি স্বচক্ষে দেখেছি? না, যে খুন করেছে, আমাকে সে সব কথা বলে গেছে?

গুণময় বললেন—তা নয়···মানে, চণ্ডীবাবুর সম্বন্ধে···তাঁর বন্ধু-বান্ধব—কাজকর্ম···এই সব সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে হবে তো···যা থেকে আমরা একটা হদিশ পেতে পারি।

—কিন্তু এ আপনাদের জুলুম! তাছাড়া আপনারা সবাই পুরুষ মানুষ—আমি একজন ভদ্রমহিলা···সমাজে আমার পোজিশন্ আছে···এখানে নিমন্ত্রণে এসেছি বলে, অজানা এতগুলো পুরুষের সঙ্গে বসে থাকবো! এবাড়ীতে রাত্রে আমাকে থাকতে যে বাধ্য করছেন, এই আন্‌নোন্ সব মানুষের সঙ্গে···এটা কি ভদ্রতা?

গুণময় বললেন—আপনি অকারণে রাগ করছেন! আইনে আমাদের এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে, আপনাদের ধরে রেখে ষ্টেটমেণ্ট নেওয়া···এবং আইন আমাদের এতখানি অধিকার দেছে, যার জোরে আপনার উপর যদি আমাদের রিজ্‌নেবল্ সন্দেহ হয়, খুনের সঙ্গে আপনি সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহলে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট পর্য্যন্ত করতে পারি···বুঝলেন!

মহিলা শিউরে উঠলেন, বললেন—আমাকে তাহলে এ্যারেষ্ট করতে চান?

গুণময় বললেন—সে কথা আমি বলিনি। তবে আপনি যদি শুধু তর্জ্জন করেন, কোনো কথার জবাব না দ্যান, তাহলে আপনাকে সন্দেহ করা ছাড়া উপায় কি বলুন? আপনি যদি পুলিশ হতেন আর আমি হতুম আপনি···তাহলে বলুন, আপনি কি আমাকে এ্যারেষ্ট করতেন না?

মহিলা নিরুপায় হতাশভাবে বসে রইলেন···দু'চোখের দৃষ্টিতে অসহায়তার করুণ ছায়া!···অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন—বলুন কি আপনি জানতে চান আমার কাছ থেকে···

গুণময় এ কথার জবাব দিলেন না, তাকালেন দাশুর পানে, বললেন—বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ আছেন ? তোমার বাবুর স্ত্রী ?

দাশু বললে—বাবু একা থাকতেন···আমি তাই দেখছি বরাবর !

মানে···

দাশু থামলো ! গুণময় বললেন—চুপ করে থেকো না, মানে, কি বলো···

দাশু বললে—একটি মেয়েছেলে এবাড়ীতে !···মানে, বিয়ে নয়—ওঁর

—বুঝেছি, বিয়ে করা স্ত্রী নন্ ! মানে, রক্ষিতা ! তিনি এই বাড়ীতেই থাকেন ?

দাশু বললে—থাকেন না···থাকতেন। কিন্তু এখন নেই, আজ একমাস হলো, তিনি গেছেন তীর্থ করতে ! তিনি একাই থাকতেন··· ছেলেমেয়ে নেই, তবে দোতলায় এখন আছে বামুনদি আর অন্নদা ঝী। ···কিন্তু তারাও আজ দুপুর বেলায় কোথায় গেছে। বাবুই ছুটি দিয়ে পাঠিয়েছেন, বললেন, তারকেশ্বরে যাবে যাবে বলছিলে, তা আজ যাও, দু'দিন থেকে এসো !

গুণময় আশ্চর্য্য হলেন ! আজই হঠাৎ বেছে তাদের এ বাড়ী থেকে সরিয়ে-দেবার মানে ? বিশেষ অপঘাত-মৃত্যুর এতখানি আতঙ্ক যখন মনে ঘনীভূত ! তাঁর মনের মধ্যে বহু প্রশ্ন জমাট বেঁধে উঠলো।

বহুক্ষণ কি চিন্তা করলেন—তারপর চাইলেন মহিলার পানে ! বললেন —হ্যাঁ—এবারে আপনার কথা···আপনার নাম ? মানে, অপরাধ নেবেন না···এগুলো ফর্মালিটি—ঘটনাচক্রে আজ এমন সময়ে এখানে যদি না আসতেন, তাহলে এ দুর্ভোগ আপনাকে সহ্য করতে হতোনা ! আপনি আমার কথার জবাব না দিলে···অনিষ্ট ছাড়া আপনার ইষ্ট হবেনা তাতে !

মহিলার দৃষ্টি আবার হলো কঠিন! দৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি বললেন—বেশ, করুন জিজ্ঞাসা—যা যা জানতে চান আপনি। আমি দেবো জবাব—সত্য জবাব।

গুণময় বললেন—প্রথমে চাই আপনার নাম জানতে!

মহিলা বললেন,—আমার নাম পূর্ণিমা দেবী।···কিন্তু দয়া করে একটা কথা বলবেন?

—বলুন—

—আপনার ধারণা, আমি চণ্ডীবাবুকে খুন করেছি?

—নিশ্চয় নয়।

রামকেষ্ট বললে—কে খুন করেছে···মানে, আপনার কোনো রকম ধারণা সে-সম্বন্ধে—

পূর্ণিমা দেবী বললেন—আমি কাকে সন্দেহ করবো? এবাড়ীর কাকেও আমি জানিনা···জানতুম শুধু চণ্ডীবাবুকে। আপনারা পুলিশ···আপনারা খুনীকে বার করুন!

গুণময় বললেন—আগে সেই চেষ্টাই তো আমরা করবো। আমরা কাকেও সন্দেহ করিনি, এমন ভাববেন না! ও ছোরা যে মেরেছে, তাকে বার করা একটুও শক্ত হবে না।

পূর্ণিমা দেবী বললেন.—কিন্তু আমি ভাবছি, তাঁর এমন শত্রু কে ছিল···বিশেষ এমন ওৎ পেতে তাঁকে মারবার জন্য···

গুণময় বললেন—চণ্ডীবাবু আপনার বন্ধু ছিলেন? না, আত্মীয়?

পূর্ণিমা দেবী বললেন,—আত্মীয় নন, বন্ধু। না হলে ওঁর নিমন্ত্রণে এখানে আজ আসবো কেন? ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব আজ প্রায় আটদশ বছর। মানে চণ্ডীবাবু ছিলেন আমার স্বামীর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার স্বামী মারা গেছেন···আমাদের বন্ধুত্ব সেই সঙ্গে মুছে যায়নি।

গুণময় বুঝলেন, বিধবা ! সিঁথিতে—না, সিঁদুরের দাগ নেই।

গুণময় প্রশ্ন করলেন—আপনি কোথায় থাকেন ?

—কলকাতা। ব'ডন রো।

—আপনাকে চণ্ডীবাবু আজ এখানে নেমন্তন্ন করে' এনেছিলেন ?

—হুঁ—নাহলে উপযাচক হয়ে আমার আসবার প্রয়োজন ?

—আপনি কখন এসেছেন ?

পূর্ণিমা দেবী বললেন—তখন সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট···হ্যাঁ এসেই আমি টাইম দেখেছি আমার এই হাতঘড়িতে।

কথাটা বলে পূর্ণিমা দেবী তাঁর বাঁ হাত খানি প্রসারিত ক'রে ধ'রে মনিবন্ধে বাঁধা মীনা করা ছোট্ট হাত ঘড়িটি দেখালেন।

—হুঁ···নেমন্তন্ন প্রায় হ'তো এখানে আপনার ? না, হঠাৎ এই···

—হঠাৎই এক রকম।

—কেন, জানেন ?

—না, চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করে ছিলেন। শুধু নেমন্তন্নর কথাই লেখেছিলেন। কেন, কি বৃত্তান্ত তা লেখেননি। এই দেখুন না সে চিঠি আমার কাছে আছে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পূর্ণিমা দেবী চিঠি বার ক'রে গুণময়ের হাতে দিলেন।

গুণময় চিঠি পড়লেন। হাতের লেখা দেখে মনে হোলো, এই হাতের লেখা চিঠিই তিনি পেয়েছেন। এবং লাশের মাথার নীচে থেকে এই হাতেই লেখা ঐ অসমাপ্ত চিঠি খানা···

লেখা মিলিয়ে নিতে ছাড়লেন না। দেখলেন, হ্যাঁ একই হাতের লেখা !

চিঠি পড়ে গুণময় বললেন—আমাকে জানেন ?

ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা দেবী বললেন—হুঁ। পুলিশের ডিটেকটিভ অফিসার গুণময় বাবু। কাগজে আপনার ছবি দেখেছি, আপনার অনেক কেশের কথাও পড়েছি।…তাইতো আপনাকে যখন খাবার ঘরে প্রথম দেখলুম, তখন প্রথমে খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলুম…খা … নেমন্তন্ন ডিটেকটিভ গুণময় বাবু হঠাৎ…তার পরেই মনে হ'লো, পুলিশের চাকরী করলেও সামাজিক আর পারিবারিক দিকটাও তো আছে। আত্মীয় বন্ধু—ভাবলুম চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আ[illegible]তাই আপনারও হয়েছে নেমন্তন্ন।

—হুঁ…

পূর্ণিমা দেবী বললেন—আপনি বোধ হয় আমার আগে এ বাড়ীতে এসেছেন। আর মনে হয়, আপনি যখন এসে পৌঁছেছিলেন, তখন চণ্ডীবাবু খুন হননি। "বেঁচেই ছিলেন।"

গুণময় বললেন,—হুঁ…

পূর্ণিমা দেবী কি ভাবলেন…তারপর বললেন—…ণ্ডীবাবু কি এ বিপদের সম্বন্ধে আগে কোনো আভাস পেয়েছিলেন—? না হলে আপনাকে আনা…

গুণময় হঠাৎ একটু চাল চাললেন—বললেন—ও তাও আপনি বুঝেছিলেন তা হলে আমাকে দেখে। তাহলে ক্ষমা করবেন পূর্ণিমা দেবী আমাকে তিনি যে চিঠিতে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে …খেছিলেন সেই চিঠিতেই তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন যে আ…ার উপর তাঁর সন্দেহ…আপনি তাঁকে খুন করতে পারেন।

পূর্ণিমা দেবীর দুচোখ বিস্ফারিত হলো…তিনি যেন চমকে উঠলেন।

রামকেষ্ট বললেন—মানে, দেয়ার হ্যাড্ বীন্ এভ্রি পশিবিলিটি.. চিঠি পড়ে তাইতো মনে হয় গুণময় বাবু?

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না—কিন্তু এ কথায় পূর্ণিমা দেবীর যে ভঙ্গী প্রকাশ পেলো…গুণময় লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হোলো, সুচতুর অভিনেত্রী! আশ্চর্য এক্সপ্রেশনিষ্ট। ফিল্ম লাইনে গেলে এখনি ষ্টার হতে পারেন। গুণময় ভাবলেন—এ ভঙ্গীতে মনে হয়, হয় ইনি ভীষণ ডেঞ্জারশ উওম্যান—না হয়, সম্পূর্ণ নিরীহ, নিরপরাধিনী। দু'চোখে বিরক্তি আর ঘৃণা ভরে' পূর্ণিমা দেবী তাকালেন গুণময় আর রামকেষ্টর পানে। রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে।

তারপর নিজেকে সম্বৃত ক'রে পূর্ণিমা দেবী বললেন—চণ্ডীবাবু চিঠিতে এ কথা লিখেছেন স্পষ্ট করে। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আমাকে অপমান করবার এতখানি আস্পর্দ্ধা চণ্ডী বাবুর হোলো কি ক'রে? উনি কে এমন রাজচক্রবর্ত্তী…যে ওঁকে মারতে পারলে আমি পাবো ওঁর সিংহাসন কিংবা রাজ্য-ঐশ্বর্য্য! দিস্ ইজ্ আউটরেজিয়স্।

কথা শুনে গুণময় ভ্রূভঙ্গী করলেন। নিরপরাধিনী? নাহলে এ অপবাদে এমন তেতে উঠতেন না।

গুণময় বললেন—এতখানি স্পষ্ট করে' এমন সন্দেহ প্রকাশ করেননি বটে, তবে যে-কজনের উপর তাঁর সন্দেহ, সেই কজনের সঙ্গে আপনার নামটাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

পূর্ণিমা দেবী বললেন—কি লিখেছিলেন তিনি, আমি জানতে চাই। দিস্ ইজ ভেরি সিরিয়স এ্যাণ্ড আই হ্যাভ এ রাইট টু নো।

গুণময় বললেন—যে কজনের উপর তাঁর সন্দেহ, সেই কজনকে তিনি আজ রাত্রে এখানে নিমন্ত্রণ করেছেন—আমায় লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, এই চারজনের মধ্যে তাঁর জীবনের উপর লক্ষ্য এক জনের।

পূর্ণিমা দেবী যেন অকূলে কূলের একটু রেখা দেখলেন। বললেন—

বাঃ, তা হ'লে আমার উপর এ নিগ্রহ কেন? ওঁরা তিনজন রয়েছেন, ওঁদের ধরে···

বাধা দিয়ে গুণময় বললেন—একে একে ডাকবো বৈ কি···আচ্ছা ওঁরা···মানে, ওঁদের আপনি জানেন?

—না। তবে দু একটা কথা যা শুনেছি, মনে হয় ওঁরাও চণ্ডীবাবুর বন্ধু। গুণময় ভাবলেন—এ যে আগাগোড়াই মজার ব্যাপার। চারজনেই ছিলেন চণ্ডীবাবুর বন্ধু···অথচ এই চারজনেরই উপর চণ্ডীবাবুর সন্দেহ। বেশ মজার বন্ধুত্ব তো!

গুণময় বললেন—কে খুন করেছে, তা জানবো পূর্ণিমা দেবী। এই ঘরেই খুনী রেখে গেছে তার বিরুদ্ধে এ খুনের প্রমাণ। কি করে সে নিজেকে লুকিয়ে নিরাপদে রাখবে? কত দিন সে লুকিয়ে থাকবে?

এ কথা বলে চণ্ডীবাবুর লেখা সেই অসম্পূর্ণ শেষ চিঠিখানার একাংশ গুণময় দেখালেন পূর্ণিমা দেবীকে। অবিচল অকম্পিত চিত্তে পূর্ণিমা দেবী সে অংশটুকু পড়লেন···গুণময় বাবু একাগ্রদৃষ্টিতে পূর্ণিমা দেবীকে··· অপরাধীর দৃষ্টি এ নয়···অপরাধীর ভাব ভঙ্গীও নয়।

পড়া হলে পূর্ণিমাদেবী বললেন—এই লেখাটুকু থেকেই আপনি এমন নিশ্চিত হচ্ছেন···প্রমাণ আপনি পাবেন।

—হুঁ···

পূর্ণিমাদেবী বললেন—আমার উপর সন্দেহ তা হলে···

গুণময় বললেন—আপনাকে স্পষ্টই বলি, সে সন্দেহ একেবারে নির্মূল হয়নি। এখনো আমাদের এনকোয়ারী স্টেজ···আরো যাকে যাকে যা জিজ্ঞাসা করা দরকার, করি, তারপর সকলের ষ্টেটমেন্ট পেলে কাকেও যদি তা নিয়ে কনফ্রন্ট করতে হয়···অর্থাৎ মাপ করবেন, আজ

রাত্রে আপনার এ বাড়ী থেকে যাওয়া চলবে না—এইখানেই থাকতে হবে আপনাকে।

পূর্ণিমাদেবী বললেন—এই বাড়ীতে···এই হুদো হুদো—মানে, এ বাড়ীতে মেয়ে ছেলে কেউ নেই, আপনি কি বলেন গুণময় বাবু? আমার একটা ইজ্জৎ নেই? এ বাড়ীতে কি ক'রে আমি থাকি বলুন তো? আপনার বোন বিধা—

বাধা দিয়া গুণময় বললেন আমার বোনকে আমি যেমন সম্মান করি তেমনি সম্মানই আমি আপনাকে করছি। আপনার সম্মানের এতটুকু হানি হবে না, এ বিশ্বাস আপনি করতে পারেন।···আপনার এখানে থাকবার ভালো ব্যবস্থা আমি করবো।

—কোথায় থাকবো শুনি? ঐ পুরুষগুলোর সঙ্গে এক খাঁচায়?

তাঁর দু'চোখে তীব্র স্ফুলিঙ্গ।

গুণময় বললেন,—না। আপনার জন্ত ভালো ঘর দেখে দেবো— আপনার প্রাইভেসির মর্য্যাদা বজায় থাকবে। কোনমতে আজকের রাতটা—আমরা কষ্ট করবো—যদি খুনীকে পাই। আপনিও কি খুশী হবেন না, খুনী ধরা পড়লে?

—তা ব'লে নিজের মান মর্য্যাদা—ইজ্জৎ—

গুণময় বললেন মাপ করবেন, মানুষ নিজের মান মর্য্যাদা নিজে যদি রাখতে জানে, তা হলে মা দুর্গার অসুরও সে মান ইজ্জতে ছুঁচ ফুটোতে পারে না। এ্যাণ্ড ইউ আর কোয়াইট কেপেব্‌ল আর মেইনটেইনিং ইওর ডিগনিটি এ্যাণ্ড পোজিশন। ভাবুন না, আমাদের কাজে সাহায্য করবেন—

গুণময়ের কথায় পূর্ণিমা দেবীর দেহমন জ্বালায় চিড়বিড়িয়ে উঠলো তিনি বললেন রসিকতা রেখে আমার বিশ্রামের একটু ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। আর নেমন্তন্ন যা রক্ষা করেছি সে বলবার নয়। নির্লজ্জের

মুক্তো বলতে হচ্ছে এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন যদি —তেষ্টায় টাক্‌রা জ্বালা করছে আমার।

দাশুকে ধরে ঘরের ব্যবস্থা হ'লো···একতলাতেই—ভালো ঘর—সজ্জিত শয্যা—পরিষ্কার—

পূর্ণিমা দেবী সে ঘরে এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন! পুলিশের হাতে কি দুর্ভোগই না আর সহ্য করতে হবে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমালখানা বার করে মুখ মুছলেন, ছোট্ট আয়নায় প্রতিবিম্ব ফেলে মাথার চুল বিশ্রস্ত চুলগুলোকে করলেন সুবিন্যস্ত।

গুণময় বললেন ঘরের বাহির থেকে—আপনি কম্‌ফর্টেবল ফীল করছেন এখন, দেবী?

শ্লেষ না ব্যঙ্গ!' তিনি জবাব দিলেন—দয়া ক'রে আমাকে বিশ্রাম করতে দিলে কর্ম্‌ফর্ট পেতে পারি।

—বেশ—

গুণময় তারপর এসে দীপুকে বললেন—এবার ঐ তিনজনের মধ্যে এক জনকে তুমি নিয়ে এসো—খবর্দ্দার, আভাসে ইঙ্গিতে যেন কেউ বুঝতে না পারে। চণ্ডী বাবুর চিঠিতে লেখা সন্দেহের কথা। আজ রাত্তিরটা দেখছি আমাদের মহামহোৎসব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিরহ-কাতর শর্বরী

দ্বিতীয় পর্বে ডাকা হলো সেই শুষ্ক-ভদ্রলোককে।

এসেই তিনি প্রশ্ন করলেন—চণ্ডী সত্যিই খুন হয়েছে? কিন্তু সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছিনা, কে এ-কাজ করলে!

গুণময় একাগ্রদৃষ্টিতে শুষ্কের পানে চেয়ে···রামকেষ্ট বললেন—আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, মারা যাবার আগে চণ্ডীবাবু পুলিশে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন···চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, তাঁকে আজ খুন করবে,—এবং আপনাকেই তিনি খুনী বলে সন্দেহ প্রকাশ করে' গেছেন সে চিঠিতে।

—আমার! শুষ্ক চকিতে কাগজের মতো সাদা।—আমার সন্দেহ করে গেছে খুনী বলে' চণ্ডী! আমি তাকে খুন করবো!

শুষ্কের কণ্ঠ ভয়ার্ত্ত···তারপর কেশে গলা সাফ করে আবার বললো—ওর সঙ্গে আমার কতকালের ভাব! এই বছরখানেকই যা দেখাশোনা নেই। বছরখানেক পরে আজ এখানে এসেছি সন্ধ্যার সময়—তাও শুধু চণ্ডীর নেমন্তন্ন পত্র পেয়ে! এসে পাঁচমিনিটের জন্য মাত্র দেখা হয়েছিল···আমাকে চণ্ডী বলে গেল—একটু ব্যস্ত আছি—বোসো শঙ্কর খাবার সময় দেখা হবে।···আর আমি তাকে করলুম খুন!

গুণময় প্রশ্ন করলেন—আপনার নাম?

আমার নাম শঙ্কর চৌধুরী।

তারপর আরো কটা প্রশ্নে গুণময় জানলেন শশাঙ্কর বাড়ী শ্রীরামপুরে। নিজের কিছু আয় আছে, তাতেই স্বচ্ছন্দে তার দিন

কাটছে…চাকরি-বাকরির দায় নেই। চণ্ডীর চিঠি দেখালো গুণময়কে। চিঠিতে লেখা আছে—

ভাই শঙ্কর,

কাল সন্ধ্যার সময় আমার এখানে নিশ্চয় আসিবে। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিব। আহারাদির পর রাত্রিটা যদি এখানে কাটাইয়া সকালে ফিরিয়া যাও, আশা করি, তাহাতে আপত্তি থাকিবে না।

আশা করি সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আমি ভালোই আছি।

তোমার
শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত

চিঠি পড়ে গুণময় বললেন—হুঁ…কিন্তু শুনলেন তো আপনার উপর চণ্ডীবাবুর সন্দেহের কথা!

শঙ্কর বললে—এ কথা সে যদি আপনাদের লিখে থাকে, তাহলে বলবো তার মাথার ঠিক ছিল না…সে পাগল! সে আমার জ্ঞাতি নয়—কুটুম্ব নয়—স্বজাতও নয় যে তাকে খুন করতে পারলে তার বিষয় সম্পত্তির মালিক হবো আমি!

গুণময় নিবিষ্ট দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন শঙ্করকে…তার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী!

গুণময়কে চণ্ডীবাবু যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির অংশ তাকে দেখানো হোলো। চিঠি দেখে শঙ্কর বললে—চারজন! ওঃ…এই আমরা চারজন—যারা নেমন্তন্নে এসেছি।…কিন্তু ওঁদের কাকেও আমি চিনি না…চক্ষেও দেখিনি কখনো!

গুণময় বললেন—যদি বলি, এ খুন কে করেছে,…তার প্রমাণ আছে আমাদের হাতে?

—প্রমাণ, মানে,. আমি খুন করেছি বলে প্রমাণ? এই প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন?

—এখনো পাইনি তবে কালসকাল হলেই পাবো! রাত্রে তল্লাশী করবো না তো।

শঙ্কর বললে—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

—না···শুধ্ একটা কথা আছে! গুণময় বললেন—আজ রাত্রে আপনার এ বাড়ী থেকে যাওয়া হবে না—এই খানেই থাকতে হবে।

—তার মানে?

—পুলিশের নজর-বন্দীতে থাকতে হবে—শুধ্ আপনাকে নয় আপনাদের চারজনকেই!

—এই খুনের বাড়ীতে···হয় তো খুনীর সঙ্গে?

গুণময় বললেন, ভয় নেই। আপনি যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমরা করবো।

ভয়ার্ত্তকণ্ঠে শঙ্কর বললে—ঐ তিনজনের সঙ্গে?···না মশাই, তার চেয়ে বরং আমাকে গ্রেফ্তার করে থানার হাজতে পাঠিয়ে দিন।··· বাস রে চণ্ডী লিখেছে ঐ চারজনের মধ্যে একজন হলো খুনী! কে জানে কে···শেষে আমারো মাথাটা···

গুণময় বললেন—আপনি আলাদা ঘরে থাকবেন···ওঁদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে—

—হ্যাঁ, একা রাখবেন আমায় চোর-কুঠরীতে রাখেন, কয়লার ঘরে রাখেন···সেও ভালো হবে।

—বেশ—এখন আপনি যান ঐ ঘরে আপাততঃ বসুন—তারপর ঘরের ব্যবস্থা হ'লে সেখানে যাবেন।...হ্যাঁ গিয়ে আর যে দুটি ভদ্রলোক ও ঘরে আছেন তাঁদের মধ্যে একজনকে দয়া করে এ ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।

ঘাড় নেড়ে শঙ্কর চলে যাচ্ছিল। গুণময় বললেন—আমাদের যে সব কথা হ'লো, ঘূণাক্ষরেও তা যেন তাঁদের কাকেও বলবেন না। দ্যাট্ ইজ টু ইওর ইনটারেষ্ট এ্যাজ্ ওয়েল্।...

ওয়াহেব সাহেব এসে উপস্থিত হলো। গুণময় বললেন—রেলে এলে ?

—হুঁ...কি বুঝলেন...এঁর সম্বন্ধে ?

গুণময় বললেন, না এ মানুষ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—খুন করবার মানুষ নন।...

ঐ গোঁফ জোড়াটা ওঁর মুখের বাহার...এ ফল্‌স্ শো...শিকারী মনের এতটুকু গন্ধ নেই ওতে ?

রামকেষ্ট বললে—চণ্ডীবাবু চিঠিতে লিখে গেছেন,...খুনী এঁদের মধ্যেই একজন, এ সন্দেহের কারণ কি—না জানতে পারলে আমি বলবো, চণ্ডীবাবুর মাথা খারাপ ছিল !

গুণময় কি ভাবছিলেন—একটু পরে তিনি বললেন,—কারণ যাই থাকুক, চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন, এই প্রত্যক্ষ-সত্য যখন অস্বীকার করবার উপায় নেই, তখন তাঁর মাথা ভালো ছিল, কি, খারাপ ছিল—সে-কথা আসতে পারে না। রামকেষ্ট অন্ততঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো ডাক্তার এসে সে সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষী দিচ্ছেন। দেখা যাক—দুজন তো এখনো বাকী—এঁদের কাছে থেকে কি তথ্য আমরা পাই।

একটা নিশ্বাস ফেলে দীপু বললে—এঁরাও ঐ এক কথাই বলবেন, স্যর !

হেসে ওয়াহেব বললে—যা বলছেন ! সব শেয়ালের এক রা !

এবার এলেন সেই মোটা ভদ্রলোক! এসেই হাত পা নেড়ে ঝঙ্কার—এর মানে জানতে চাই আমি। পুলিশে চাকরি করেন বলে' আপনারা পীর নন যে থামোকা পাহারাওয়ালা বসিয়ে দরজা আটকে রাখবেন। ...কি আপনাদের মতলব—শুনি?

গুণময় সহজ শান্ত কণ্ঠে সহজ ভাষায় তাঁকে কথাটা দিলেন বুঝিয়ে—বললেন—আপনারা বন্ধু...তাই এখানে আজ আপনাদের নিমন্ত্রণ...বুঝি কিন্তু দেখলেন তো তাঁর চিঠি, খুন হবেন বলে তিনি জানতেন—এবং খুন হলেনও...খুনীর সম্বন্ধে সন্দেহ জানিয়ে গেছেন আপনাদের এই চারজনের মধ্যে একজন! লেখায় স্পষ্ট সেই কথাই তো দেখলেন।

গুণময়ের কথা শেষ হলে মোটা ভদ্রলোক গর্জ্জন তুললেন—সন্দেহ! বটে,—সন্দেহ অমনি করলেই হলো! সন্দেহর মা বাপ নেই! চমৎকার! ...রসিকতা রাখুন মশাই—আমার বয়স হলো ছাপ্পান্ন বছর। এ বয়সে অনেক রসিকতা উপভোগ করেছি! ভদ্র-রসিকতা...বুঝলেন?

গুণময় ভালো কথায় অনেক বুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত করলেন,—এবং শান্ত হয়ে গুণময়ের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, তার মর্ম্ম: ভদ্রলোকের নাম গদাই চাটুয্যে ব্যবসায়ী মানুষ—বড়বাজারে লোহার দোকান আছে...চণ্ডীর সঙ্গে জানাশুনা বিশ পঁচিশ বছরের উপর। কারো তিনি এক পয়সা ধারেন না! কি দুঃখে, কিসের লোভে তিনি করবেন চণ্ডীকে খুন। তাছাড়া এখানে তামাশা দেখতে আসেননি—সারা দিন কাজকর্ম করে বাটীতে আসা তাঁর পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। তিনি এসেছিলেন চণ্ডীর চিঠি পেয়ে তার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণে!

তিনিও দেখালেন চণ্ডীর লেখা নিমন্ত্রণ-লিপি।

চিঠিতে লেখা—

প্রিয় গদাইবাবু,

বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ নাই। ভুলিয়া গেলে না কি? কাল সন্ধ্যার সময় আমার এখানে আসিয়া আহারাদি করিবে কোনো মতে অন্যথা না হয়। আহারাদি সারিয়া রাত্রিটা এইখানে কাটাইয়া পরদিন সকালে কলিকাতায় ফিরিয়ো। ট্রেন আছে —আসিতে কষ্ট কি!

না আসিলে মর্ম্মাহত হইব।

ইতি—

স্নেহানুগত—চণ্ডীচরণ দত্ত

গুণময় আশ্চর্য্য হলেন! ব্যাপার কি? এঁদের উপরেই সন্দেহ— অথচ নিমন্ত্রণ করে এঁদেরই সমাদরে এখানে আনা, এবং ঐ আতঙ্কের রাত্রে!···যে রাত্রে খুন হবেন বলে নিশ্চিন্ত ধারণা।

তাঁর মনে অকূল সমুদ্র···সে সমুদ্রের চিন্তার কি উত্তাল তরঙ্গমালা। এ সমুদ্রে কূল দেখা যায় না—তল দেখা যায় না,—শুধুই জল আর জল গুণময়ের প্রশ্নে গদাই চাটুয্যে যে জবাব দিলেন, তা থেকে তাঁর উপর এতটুকু সন্দেহ হয় না! মিছে এঁদের হয়রাণ করা! শুধু হয়রাণ নয় অপমানও বটে!

গুণময় বিদায় দিলেন গদাই চাটুয্যেকে···বললেন, রাত্রে এ বাড়ী থেকে যেতে পাবেন না—অর্থাৎ···

গদাই চাটুয্যে বললেন—বন্দী?

—বন্দী নন—তবে নজর বন্দী! মাপ করবেন—এখানে যখন সন্ধ্যার পর থেকে আছেন, তখন এ অসুবিধা সহ্য করতে হবে!

এবার চায়ের পর্ব্বে সেই রোগা, তিনি নাম বললেন—বিপিন চক্রবর্ত্তী • খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন…চণ্ডীবাবুর সঙ্গে ক বছর মাত্র আলাপ !

তাঁকে বলা হলো চণ্ডীবাবুর সন্দেহের কথা ! শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন। ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় বললেন,—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—আমি—

রহস্তের কালো পর্দ্দা যেমন তেমনি রইলো…তার কোথাও এমন একটু রন্ধ্র মিললো না যে ফাঁকে রহস্তের এতটুকু ইঙ্গিত মেলে !

বিপিন চক্রবর্ত্তীকে বিদায় দিয়ে গুণময় বললেন—সব মিথ্যা হলো। আজ রাত্রে কিছু পাবো বলে মনে হয়না ! তবু আমরা নিশি জেগে থাকবো, কি জানি, নিশীথের নিস্তব্ধতায়…

দীপু বললে—এঁরা কেউ কাকে চেনেনা…এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন, স্যর ! আমার মনে হয়, চণ্ডীবাবুর শত্রু এ চারজনে—তা নয়। বন্ধু বলেন, শত্রু বলেন আরো বহুৎ আছে ! এত বড় ধনী—অন্য কোনো বন্ধুকে না বলে শুধু এই চারজনকে এই বিশেষ রাত্রে…যে রাত্রে তিনি স্থির নিশ্চয় সন্দেহ করেছেন খুনী বলে জগৎ সভায় প্রচার করতে—করলেন নিমন্ত্রণ—এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে বলেই আমার বিশ্বাস… আপনি কি বলেন ?

গুণময় কোন জবাব দিলেন না—রামকেষ্ট বললেন—এরা কথা চেপে যাচ্ছে স্যর ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু, এদের মধ্যেই কেউ এ-খুন করেছে।

ওয়াহেব বললে—কিন্তু সে কে ? আমার তো বিলকুল সব গোলমেলে ঠেকছে। এদের সাফাই সাক্ষী রয়েছেন আপনি আর আপনার এ্যাসিষ্টান্ট এই দীপুবাবু।

গুণময় বললেন,—কিন্তু চণ্ডীবাবু ঠিক কোন্ সময়ে খুন হয়েছেন, তা

আমরা জানি না। তিনি খুন হয়েছেন ঘরের মধ্যে…সে ঘর ছিল ভিতর থেকে বন্ধ—সহজ রকমে বন্ধ নয়, রীতিমত সেই লখিন্দরের ঘরের মতো…লোহার খাঁচার মতো। খুনী আগে থেকে ঘরের মধ্যে ছিল কিনা, থাকলেও খুন করে তার পালানোর পথ—এর হদিশ না পেলে সবই মিথ্যা থাকছে।

এ কথায় সকলে ঘরের চারিদিকে চাইলেন…কিন্তু নতুন করে, কিবা পাবেন!…

দীপু বললে—মিথ্যে ভেবে কোনো লাভ নেই। এখন সকলে কান খাড়া রেখে জেগে থাকা চাই—খুনী যদি এই বাড়ীতেই লুকিয়ে থাকে তা হলে ভোর হবার আগে সে যেমন করে পারে পালাবার চেষ্টা করবে—তখন যদি…আর তা না হয় বলবো, ভৌতিক ব্যাপার! ভূতে এসে খুন করে গেছে। নিশ্বাস ফেলে ওয়াহেব বললে,—যা বলেছেন।

গুণময় বললেন—আমার প্ল্যান বলি—এই চারজনের উপরেই শুধু নজর নয়, সারা বাড়ীখানার উপর নজর রাখতে হবে, বাড়ী থেকে একটা ছুঁচো টিকটিকি পর্য্যন্ত না বেরোয়…দেখা চাই। খুব হুঁশিয়ার পাহারার ব্যবস্থা করো ভাই রামকেষ্ট। বাড়ী ঘিরে সারারাত দেওয়াও পেট্রল ডিউটি!—ওঁদের চারজনের রাত্রি এখানে থাকবার ব্যবস্থাটাও তার আগে—

দারোগাকে ডেকে হুকুম দেওয়া হলো—একতলায় নয়…দোতলায় চারটি পাশাপাশি ঘরে ওঁদের চারজনকে রাখা হোক, পরস্পরে যেন কোনো সংযোগ না থাকে, ওঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে…আর ওঁদের চারজনের প্রত্যেকের ঘরের দরজায় থাকবে পাহারা মোতায়েন। তাই হলো। এক তলায় পাহারাওয়ালারা রইলো পাহারায়। দোতলায় একটি কামরা দখল করে রইলেন গুণময়—তাঁর সঙ্গে সে কামরায় রইলেন রামকেষ্ট।

দীপু রইলো দোতলায় আর একখানা কামরায়।—ওয়াহেবকে থানায় পাঠানো হলো···রিপোর্ট লিখতে হবে তাকে! যে ঘরে চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন, সে ঘরের দরজা ভেজিয়ে রাখা হলো—চাবি বন্ধ করা হলোনা।

ঘড়িতে বাজলো বারো-টা···গভীর রাত।

সারাবাড়ী নিঝুম নিস্তব্ধ—মৃত্যুর স্তব্ধতার মতোই নিস্তব্ধ। চেয়ারে বসে গুণময় চিন্তার সাগরে ডুব দেছেন—রামকেষ্টকে বললেন—তুমি একটু গড়িয়ে নাও রামকেষ্ট···যদি একটু ঘুমোতে পারো! শেষ রাত্রে আমার যদি ঘুম পায় তোমাকে ডেকে দেবো, তখন জেগে থেকো।

রামকেষ্ট বললেন—কিন্তু ঘুম কি আসবে?

গুণময় বললেন—চুপচাপ মুখোমুখে দুজনের বসে থেকে লাভ নেই···

—বেশ···বলে রামকেষ্ট বিছানায় দিলে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে, গুণময় রইলেন চেয়ারে বসে—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'রাঙা রক্তধারা বয়ে কালো অঙ্গে'

শুভময়ের হঠাৎ মনে হলো, চণ্ডীচরণ কি রেশের নেশায় মেতেছিলেন? শঙ্করের চেহারা দেখলে মনে হয় লোকটা জুয়াড়ি।...জুয়ায় না মাতুক রেশের মাঠ। রেশের নেশায় হয়তো রেশারেশি! স্পষ্ট প্রকাশ না পাক হয়তো অস্ফুট আভাসে...এবং সে আক্রোশ বশে শঙ্কর...

কিন্তু প্রমাণ? রেশের সম্বন্ধে একটি কথা তোলেনি কেউ, কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই! পূর্ণিমা দেবীকে দেখে মনে হয়েছিল...বুঝি— কিন্তু না, না, না! গদাই চাটুয্যে? নেহাৎ ভোঁদা...এ কাজ ওর দ্বারা সম্ভব হতে পারে না! বিপিন চক্রবর্ত্তী? মানুষ—না, ফড়িং!

মন ঘুরে এলো আবার পূর্ণিমা দেবীর কাছে। বিধবা...স্বামীর বন্ধু ছিলেন চণ্ডীবাবু। বললেন, স্বামী মারা গেলেও চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব মুছে যায়নি! এর মানে?

কিন্তু গভীর মানে থাকলে এ তিনজনের সঙ্গে পূর্ণিমা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে আনাবেন কেন?...আচ্ছা! নিমন্ত্রণ পত্র পাবামাত্র পূর্ণিমা দেবী যে ছুটে এলেন,...নিমন্ত্রণ আবার সন্ধ্যার পর!...এ বাড়ীতে চণ্ডীবাবু একলা থাকেন—স্ত্রী নেই, পুত্র কন্যা নেই—কেউ নেই—তবে?

গোপন অভিসার!! চণ্ডীবাবু এত বড় বাড়ীতে থাকেন একটা রক্ষিতাকে নিয়ে। এ খবর জেনেও পূর্ণিমা দেবী এখানে এলেন রাত্রে... এটা কি মহিলার পক্ষে স্বাভাবিক? চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বহুকালের আলাপ— রক্ষিতার কথা কি আর পূর্ণিমা দেবী জানেন না? তবু! তার উপর বিধবা হলেও বেশভূষায় বিধবার কোনো লক্ষণ নেই!

ব্রাহ্মা ব্রাহ্মরা তো ভয়ানক রুচিবাগীশ। 'গণিকা'—কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জায় মরে যান।···ব্রাহ্ম যতই স্বাধীনতা বিহারিণী হন রাত্রে পুরুষ বন্ধুর গৃহে···বিশেষ, যে বন্ধুর স্ত্রী নেই, গণিকার সঙ্গে যে বন্ধু বাস করেন।···

গুণময়ের মনে হলো, নিশ্চয় অমনি সম্পর্ক! আর তারি জন্য গণিকার উপর জেলাশি। হয়তো গণিকাটাকে তীর্থ করতে পাঠিয়ে চণ্ডীবাবু এঁকে খুশী করবেন ভেবে···

তাই, নিশ্চয় তাই···

ঢং করে ঘড়িতে বাজলো একটা···গুণময় ঘড়ির পানে চাইলেন। রামকেষ্ট বেশ ঘুমোচ্ছেন আরামে—সে আরাম তাঁর নাকে উচ্চগ্রামে বিঘোষিত হচ্ছে।

গুণময় বসে আছেন···উৎকর্ণ···সারা বাড়ী নিঝুম, নিস্তব্ধ এমন যে একটা শুকনো পাতা পড়লে শোনা যায়।

রাত দুটো······

রামকেষ্ট ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলেন। বললেন—দুটো বাজলো।

গুণময় বললেন—হুঁ···দুটো।

—কোনো উপসর্গ?

—না।

রামকেষ্ট বললেন—তাহলে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, স্যর···। আমি জেগে থাকবো। খানিকটা তো ঘুমিয়ে নিয়েছি।

গুণময় বললেন—না, আমি জেগে থাকবো···তুমি বরং ঘুমোও। সকলের জেগে থাকার কোনো মানে হয়-না! তুমি ঘুমোও···আমি জেগে থাকি আমার ঘুম পায়নি।

—বেশ, তাহলে ঘুমোই! কিন্তু আপনার ঘুম পেলেই আমায় ডেকে দেবেন…

—দেবো।

চোখ বুজে রামকেষ্ট আবার করলেন ঘুমের দেশে যাত্রা…নাসায় অচিরে জাগলো জয়ধ্বনি!

গুণময় সিগার ধরালেন।…তারপর পায়ের জুতো খুলে সন্তর্পণে উঠলেন…। উঠে অত্যন্ত সতর্ক পায়ে এলেন তিনি ঢাকা বারান্দায়।

চুপ ক'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ীভরা অন্ধকার…বাহিরে গাছপালার ছায়ায় আরো ঘন হয়ে যেন জমাট বেঁধে আছে!
আকাশে বাতাসে পর্য্যন্ত যেন গাঢ় কালো কালির স্রোত বইয়ে দেছে!

দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছিলেন, সকলকে যে বলেছি, খুনী ও-ঘরে তার এ কীর্ত্তির প্রমাণ রেখে গেছে। কাল দিনের আলোয় সে প্রমাণ পাবে প্রকাশ্যে। খুনী যদি এ বাড়ীতে থাকে, তাহলে এ কথায় সে নিশ্চয় পালাবার পথ খুঁজবে…রাত্রি যত অন্ধকার হোক, সে কখনও নিশ্চিন্ত থাকবে না। অতএব এখন খুব সজাগ সতর্ক থাকতে হবে…

চারিদিকে হুঁশ রেখে গুণময় এমনি দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন ঘড়িতে বাজলো তিনটে।

তারপর বাজলো চারটে…নিরুপায় হতাশ চিত্তে গুণময় ফিরলেন ঘরে। ঘরে ঢোকবামাত্র মনে হলো, সিঁড়িতে খশ খশ শব্দ…হুঁ ঐ তো। কাণ খাড়া করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে যেন কাঠ।

পাঁচ মিনিট···এখনো সে শব্দ! পায়ের শব্দ ও···না, ভুল নয়! অতি মৃদু—অতি সতর্ক···।

নীচে কে খুব সাবধানে দরজা ঠেললো···নতুন কব্জায় ক্যাঁচ ক'রে একটু শব্দ···মনে হ'লো, বিরাম ভঙ্গে দরজা তুললো আর্তরব।

বেরিয়ে এসে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পাশাপাশি কটা দরজায় হাত দিলেন। বুঝলেন, পূর্ণিমা দেবীর ঘরের দরজা বন্ধ···বিপিন চক্রবর্তী গদাই চাটুয্যে···তাদের ঘরেরও দরজা বন্ধ! দরজা খোলা শুধু শুন্দর ঘরের···অর্থাৎ শঙ্কর চৌধুরীর ঘরের।

অতি সতর্ক পায়ে গুণময় এলেন সিঁড়িতে···অতি সতর্ক পায়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে···নেমে তিনি এলেন সেই ঘরের দরজার সামনে···: যে ঘরের মধ্যে চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে ভেজানো···ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলেন, ঘরে আলো জ্বলছে। পায়ের যে শব্দ শুনেছিলেন একটু আগে···সে শব্দ থেমে গেছে! বুঝলেন, যার পায়ের শব্দ শুনেছেন, সেই মানুষ এ-ঘরে এসে ঘরে আলো জেলেছে।

বুকের মধ্যে উল্লাসের অট্টহাস্য। গুণময়ের মনে হলো, এ হাসি না উচ্ছ্বাসে ফেটে পরব হ'য়ে ওঠে! তাহলে সব যাবে ফেঁশে! সবলে দু-হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখ চেপে ধরলেন। ভাবলেন, এখনি··· দু-মিনিট, বড় জোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রহস্যের যবনিকা উঠবে···এ মঞ্চে কার অভিনয় চলেছে, এখনি পাবেন দেখতে!

দরজায় কান পাতলেন!···ঘরের মধ্যে পায়ের খুশ্‌খাশ্‌ শব্দ।

ভাবলেন, কথায় বলে, যেখানে খুন, খুনীকে সেখানে আসতেই হবে!

এ কথা তাহলে মিথ্যে নয়। নিষ্ঠুর সত্য।

কিন্তু···গুণময় নিরস্ত্র; খুনী যদি সশস্ত্র এসে উদয় হয়!

পরক্ষণে মনে হ'লো, সশস্ত্র হলেও খুনী স্বপ্নেও ভাবেনি, তার পিছনে গুণময় এদিকে···। ভাবলেন, দরজা ঠেলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন ওর উপর···অতর্কিতে— সাধ্য থাকবেনা, সে আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে পালাবে।

এখনি···এখনি···এখনি! হাত নিশপিশ ক'রে উঠলো। দরজায় হাত দিলেন···দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়বার শুধু শুধাস্ত।

ভিতরে একটা শব্দ···ড্রয়ার টেনে খোলার শব্দ। গুণময়ের মনে পড়লো টেবিলটা আছে ঘরের প্রায় মাঝখানে। তিনি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না—দরজা ঠেললেন···দরজা খুললো না।

দরজা ভিতর থেকে লক্-করা। মনে পড়লো, মিস্ত্রী আনিয়ে তিনিই দরজা মেরামত করিয়াছেন।

দরজায় ঠেশ দিয়ে দেহের সব শক্তি দিয়ে গুণময় দিলেন ঠেলা···দরজা খুললো না।

ঘরের ওদিকে খুনী—এ দিকে গুণময়। দরজা ভাঙবার ব্যবস্থা করতে হ'লে অনেকখানি সময় লাগবে···তাছাড়া চেঁচিয়ে কাকেও ডাকা চলে না···তিনিও দরজা ছেড়ে নড়তে পারেন না।

ঘরের মধ্যে বিচিত্র রকমের শব্দ···দ্রুতপদ-সঞ্চালনের শব্দ—তারপর কি একটা ভারী জিনিষ পড়লো মেঝেয়—তা'রপ'র বেদনায় অস্ফুট আর্ত্তস্বর ···সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদচারণ···

বাহিরে দাঁড়িয়ে গুণময় সব শুনলেন, তাঁর দেহে রোমাঞ্চরেখা···বুকের মধ্যে বহু লোক যেন এক সঙ্গে বলে উঠলো,—আবার দ্যাখো, কি ঘটলো! দেহের সকল শক্তি পুঞ্জিত ক'রে বিপুল বলে গুণময় আবার দিলেন দরজায় ধাক্কা···ধাক্কার পর ধাক্কা—নিষ্ফল। জোরগলায় তিনি হাঁকলেন, কে আছো ঘরে···এখনি দরজা খোলা—নাহলে দরজা ভেঙে ফেলবো।

এ কথার কোনো জবাব নেই। দরজা যেমন তেমনি বন্ধ রইলো সবলে দ্বারে করাঘাত ক'রে গুণময় আবার হাঁকলেন—খোলো দরজা··· খোলো, বলছি, শীগগির···

সে শব্দ, সে কথা প্রতিধ্বনিতে ফেটে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

দরজা খুললো না···কিন্তু গুণময়ের সে হুঙ্কারে সেখানে ছুটে এসে দাঁড়ালেন রামকেষ্ট, আর দীপু।

দীপু বললে—কি হয়েছে স্যর ?

গুণময় বললেন—যা ভেবেছিলুম। এ-ঘরে মানুষ ! পায়ের শব্দ শুনেছি স্পষ্ট···দোতলা থেকে সিঁড়ি বয়ে নেমে এলো দুড়দুড় ক'রে··· এসেই ঘরে ঢুকে দরজা লক্ করে দেছে, কিছুতে খুলছে না।

রামকেষ্ট বললেন—ঘরের মধ্যে আপনি ঢুকতে দেখেছেন ?

গুণময় বললেন—তা দেখিনি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি নেমে এসেছি··· দরজা তো ভেজানো ছিল, এসে দেখি দরজা লক্ করা—ভিতরে আলো জ্বলছে।

দীপু বললে—ওদের ডাকি···সন্দেহ ভঞ্জন হোক।

দীপু ডাকলো চেঁচিয়ে—দাশু···

দাশু কাছেই কোথায় ছিল···চকিতে হাজির হোলো, বললে, কি হয়েছে বাবু ?

দীপু বললে—ঘরের মধ্যে মানুষ ! সে কে···

সে মানুষ কে তত্ত্ব নেবার জন্ম কোথাও যেতে হোলনা···শশব্যস্তে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালো গদাই চাটুয্যে আর বিপিন চক্রবর্ত্তী। তাঁদের চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে···ভয়ে তারা কাঁপছে !

তাদের পিছনে আলুথালু বেশে এসে উদয় হলেন পূর্ণিমা দেবী।

পূর্ণিমা দেবী বললেন—এত চ্যাচামেচি ! আবার কি হোলো ?

রামকেষ্ট চাইলেন গুণময়ের পানে···বললেন—সকলকে দেখছি। শুধু শঙ্কর বাবু?···

গুণময় বললেন—হুঁ···

পূর্ণিমা দেবী এক-পা এক-পা ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন গুণময়ের পাশে, বললেন—কি হয়েছে, জানতে পারি?

গুণময় বললেন—এই ঘরে আশ্চর্য্য কিছু একটা ঘটেছে···এখনি ঘটেছে। ভূত মানিনা—মানলে বলতুম ভৌতিক কাণ্ড, ···ন হচ্ছে, সেই কার্ত্তিকের মতো গোঁফ শঙ্কর বাবু···

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললো—তিনি যদি ঘরে গিয়ে থাকেন বেরুচ্ছেন না কেন?

গুণময় বললেন—এ কথার জবাব তিনিই দিতে পারেন। সে জবাব পাচ্ছি না বলেই তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করছি! উনি যদি ভেবে থাকেন, এমনি দাঁড় করিয়ে রাখবেন আমাদের তো সে ভুল।

এই অবধি ব'লে তিনি তাকালেন দীপুর পানে, বললেন—আমরা এখানে রইলুম, তুমি একবার যাও দীপু···ঘুরে এঘরের পিছন দিকে যে বাগান···পিস্তল বাগিয়ে তুমি সেই বাগানে যাও···দুজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে যাও···গিয়ে ছাখো খড়খড়ি খুলে কেউ পালালো কি না! আর দাশু তুমিও ওদের সঙ্গে···টর্চ্চ আছে দীপু?

—আছে।

—তাহলে চটপট···এক-সেকেণ্ড দেরী নয়।

সদলে দীপু গেল বেরিয়ে।

রামকেষ্ট বললেন—পারবো না চাড় দিয়ে দরজার একটা পাল্লা খুলতে?

—দেখা যাক—এসো···

এবার দুজনে মিলে চেষ্টা—প্রচণ্ড শক্তিতে !

দরজার একখানা পাল্লা গেল খুলে- যে পাল্লা রাত্রেই সদ্য মেরামত করানো হয়েছিল !

ঘরে ঢুকে দুজনে যা দেখলেন,...স্তম্ভিত !

দেখলেন, ঘরে আলো জ্বলছে...ঘরের মেঝের টেবিলের পাশে পড়ে আছে মানুষের দেহ। মানুষকে চিনলেন...শশাঙ্ক চৌধুরী। দেহে প্রাণ নেই।—উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহখানা, পিঠে বিঁধে আছে একখানা ছোরা...পিতলের বাঁট ! ছোরাখানা বুকের ওপাশ পর্য্যন্ত ফুঁড়েছে... ঠিক সেই চণ্ডীবাবুর মতো !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিছুতেই যায়না মনের ভার'!

নিশ্বাস ফেলে গুণময় বললেন,—একেবারে হুবহু কার্বন কপি। তেমনি ছোরা···তেমনি করে বেঁধা!

রামকেষ্ট বললেন,—হুঁ—তফাৎ শুধু এই, তিনি ছিলেন চেয়ারে বসে, ইনি পড়ে আছেন নীচে!

ঘরে জোরালো বাল্‌ব্ জ্বলছে! বাকীগুলোও জ্বেলে দেওয়া হলো, খড়খড়ি বন্ধ।

খুন যা হয়েছে, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। গুণময় শুনেছেন ঘরের মধ্যে অস্ফুট আর্তরব—তাছাড়া শঙ্কর বাবু তো এখনি নেমে এসেছেন খুনী যেন জানতো···জেনে ওৎ পেতে ছিল।

অথচ খুনীর ঘরে কেউ নেই! ছায়া হয়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। মানুষ পালালে তার পায়ের একটু শব্দ শোনা যায়! কিন্তু···দুজনের কারো মুখে কথা নেই···নিথর নিস্তব্ধ যেন কাঠ!

একটু পরে দীপু এলো···পিছনে দাশু।

এসেই সে বললে—কোথায় কে—চারদিক ঘুরে···এই অবধি বলেই চমকে উঠলো—এ কি!···

রামকেষ্ট বললেন,—এঁরা চারজনে নেমন্তন্নে এসেছিলেন—ইনি ওঁদেরই শশাঙ্ক বাবু!

রামকেষ্ট বললেন—গুণময় বাবু ঠিক কথা বলেছেন···খুনী এই বাড়ীতেই আছে। এঁর উপরেও ছিল চণ্ডীবাবুর সন্দেহ···খুন হয়ে সব সন্দেহের অতীত হয়ে গেলেন!

দীপু বললে অস্ফুট কণ্ঠে—অতর্কিতে আকস্মিক ভাবে—ছুরিকাঘাত!

—পাগল! গুণময় বললেন—এভাবে কেউ নিজের পিঠে ছোরা বিঁধতে পারে!

দীপু বললে—আপনি ঠায় ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়ে।

—হুঁ…ভূত মানতে হবে শেষে…দেখছি!

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—আমাদের উপরেও তো চণ্ডীবাবুর সন্দেহ ছিল—তাহলে আমাদেরো নিস্তার নেই।

কথাটা শোনবামাত্র গুণময় চাইলেন বিপিন চক্রবর্ত্তীর পানে—চক্রবর্ত্তীর মুখ যেন কাগজের মতো সাদা।

গদাই চাটুয্যে যেন কাঁপছে! কাঁদো কাঁদো গলায় গদাই বললে—আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন মশাই—মরা-মানুষের আজগুবি একটা সন্দেহ ধরে' শেষে কি আমাকেও মারবেন। তার উপর আমি মশাই, এ বাড়ীতে এসেছি সবাইয়ের পরে…মোটা শরীর নিয়ে ছুটবো, এমন শক্তি আমার নেই, সামর্থ্যও নেই! ঐ দাশুকে বরং জিজ্ঞাসা করুন, আমি কখন্ এ বাড়ীতে এসেছি।

দাশু বললে—হ্যাঁ বাবু…ইনি এসেছেন সকলের শেষে—আমি দেখেছি।

গদাই বললেন—শুনলেন তো!…

এ কথার জবাব মিললো না। রামকেষ্ট চাইলেন গুণময়ের পানে, বললেন,—এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

গুণময় বললেন—চিন্তা করতে হবে। চলুন, আমরা ওপরে যাই, দীপু থাকবে এ-ঘরে—ঘর খোলা থাকবে—সব আলো গুলোই জ্বলবে। আর দীপুর সঙ্গে এ ঘরে থাকবে চারজন সেপাই।…তুমি তোমার পিস্তল নিয়ে সব সময়ে বেশ এ্যালার্ট থাকবে! একটু শব্দ শুনেছো কি ফায়ার—একেবারে ফায়ার টু কীল্।

এ কথা বলে' 'যথারীতি ব্যবস্থা করে' সকলকে নিয়ে গুণময় উঠলেন দোতলায়।...প্রথমে এলেন বিপিন চক্রবর্ত্তীর ঘরে। বললেন—সকলে চুপচাপ দাঁড়ান...আমি ঘর সার্চ করবো।

আলমারি—সেল্‌ফ্‌—টেবিল—এসব দেখে গুণময় বিছানাপত্র হাঁট-কাতে লাগলেন চাদর বালিশ ঝেড়ে তোষক তোলবামাত্র দেখেন তোষকের নীচে পিতলের বাঁট দেওয়া একখানা ছোরা।

ছোরাখানা হাতে নিয়ে গুণময় বললেন—এ ছোরা?

পাংশু মুখ—বাষ্পজড়িত কম্পিত কণ্ঠে বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—দোহাই মশাই, আমি এর কিছুই জানি না। এ ছোরা আমি এই প্রথম দেখছি—এ ঘরেও আজ আমি প্রথম এসেছি, তাও নিজে থেকে আসিনি—আপনারাই আমাকে এ-ঘরে ঠেলে দেছেন! আমার বিছানাও এ নয়...তাছাড়া মানুষ ছোরা নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে আসেনা।

গুণময় তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে বিপিনকে নিরীক্ষণ করলেন—অনেকক্ষণ...তার পর বললেন—হয় আপনি ভয়ানক ধূর্ত্ত,—নয়, সত্যই নিরীহ নির্দোষ। এ দুয়ের কি আপনি,...এখনি তার প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করবো।...কিন্তু এ ছোরা...কাঁদো কাঁদো হয়ে বিপিন বললে—আমি কিছুই জানিনা। আপনি আমার বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত—চলুন সার্চ করবেন—এখনি।

সকলের তীব্র দৃষ্টি বিপিনের উপর...ভাবছে—এই লোকটাই তাহলে...হুঁ!

রামকেষ্ট বললেন—চণ্ডীবাবুর সন্দেহ ছিল এঁদেরই একজনের উপর...এবং একখানা ছোরা পাওয়া গেল, বিপিন বাবুর দখল থেকে, কতকটা তাহলে নিশ্চিন্ত! কিন্তু দু'দুটো খুন! আমার মতে হয় শঙ্কর বাবু এ ব্যাপার জানতে পেরেছিলেন, তাই তাঁকে শুদ্ধু সাবাড়।...

…ভাবছিলুম ওয়াহেবকে ফোন করে দি…থানা থেকে আসুক—শুধুহাতে নয়—হাতকড়া নিয়ে।…

গুণময় কি ভাবছিলেন, জবাব দিলেন না—

গদাই চাটুয্যে বললেন—আমায় তাহলে অনুমতি দিন, মশায়, এবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি! এ বাড়ীখানা যেন গল্পের দৈত্যের মতো আমার বুকের উপরে চেপে বসে প্রাণটাকে বুকের মধ্য থেকে হিঁচড়ে টেনে বার করবে।

পূর্ণিমা দেবী বললেন—আমাকেও যেতে দিন দয়া করে!

গুণময়ের পানে দুজনে চেয়ে—দুজনের চোখের দৃষ্টিতে কী আকুতি!

মাথা নেড়ে গুণময় বললেন—উঁহু—এ রাত্রে আপনারা বাড়ী ছাড়তে পারবেন না। তার উপর যাবেন কোথায় এই রাত্রে, কিসে করেই বা যাবেন!

পূর্ণিমা দেবী বললেন—বাড়ী ছেড়ে গেলে গাছতলায় গিয়ে বসে থাকবো—তবু এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত নয়! দু-দুজন মানুষ খুন—বলেন কি আপনারা!

গদাই চাটুয্যে বললে—মনে হচ্ছে, চারদিকে যেন খাঁ… ঝুলছে—কখন্ আমার ঘাড়েও পড়বে!

গুণময় বললেন—ভয় নেই, আপনারা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন…ঘুম না হয় দরজা জানালা বন্ধ করে জেগে বসে থাকুন গিয়ে… আমরা কড়াক্কড় পাহারার ব্যবস্থা করছি! তাছাড়া ভয়ই বা আর কিসের, খুনীকে তো পাওয়া গেছে!…

নিরুপায়! দুশ্চিন্তা এবং ভয়ের পাহাড় মাথায় নিয়ে পূর্ণিমা দেবী এবং গদাই চাটুয্যে ফিরে গেলেন দোতলায়।

এখানে ওয়াহেব এসে হাজির। ব্যাপার শুনে মহাখুসী, বললে,—

ইনিই তাহলে ? দেখতে সরুপানা হলে কি হয়, আগাগোড়া ছুরির ফলা ! ওয়াহেব তাকালো বিপিন চক্রবর্ত্তীর পানে···শিকারীর দৃষ্টিতে !—বিপিন চক্রবর্ত্তী কাঁপছে যেন বলির পাঁঠা।

ওয়াহেব বললে—ধরা যখন পড়েছো, কেন আর ছলনা করা ! সাফ সব বলে ফ্যালো বাপধন···নাহলে ছাড়বো না তো, বুকে বাঁশ ডলে সব কথা পাম্প করে বার করবো ! তাতে আমাদের হায়রাণী—তোমারও—হুঁ হুঁ ব্যথা লাগবে ঐ সরু অঙ্গে !

বিপিন চক্রবর্ত্তী মরিয়া হয়ে উঠলো। বললে—বটে ! ভয়ানক ওস্তাদ দেখছি সব ! বুদ্ধিতে চাণক্য-পণ্ডিতের ঠাকুর্দ্দা ! পরের বাড়ী···পরের বিছানা···সে বিছানায় বাইরের মানুষ আমাকে—নিজেরা দেছেন শুতে ···কতটুকু সময়ের জন্য—এখন সে বিছানার নীচে থেকে একটা ছোরা পেয়েছেন।···অতএব আমি হলুম খুনী ! এমন না হলে আর পুলিশী বুদ্ধি বলবে কেন !···খালি ঐ কবুল করানোর চাকরিই জানো—কিনা !

ওয়াহেব অবাক ! খুনী আসামী···সদ্য ধরা পড়েছে···তার মুখে এ কী কথা। সে বললে—হুঁ···শুধু দেখতে টিকটিকিটি হলে কি হবে···যেমন হাতে জোর, তেমনি জোর গলায় ! ও···বাক্যি তো নয় যেন বন্দুকের ছররা ! দাঁড়াও কোঁৎকা দিচ্ছি এখনি, তখন ও গলা মিন্‌মিন্ করে কি না দেখবো !

বিপিন চক্রবর্ত্তী যেন আঁৎকে উঠলো! বললে—কোঁৎকা ! তার মানে !

ওয়াহেব বললে—সে ঐ হালুয়ার মতোই খেতে।

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—মারবে না কি ?

গুণময় ডাকলেন—ওয়াহেব···

তাঁর স্বর কঠিন—দৃষ্টি তীব্র ! ওয়াহেব বললে—মারবোনা। ধরা যখন পড়ে গেছ—আর কেন জ্বালাতন করা ! বলে ফেলো ইতিহাসটুকু—

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—এ আপনার মজার আবদার তো!…নীচে নেমে এসেছেন আগে আপনারা—আমার আগে!…আপনারা দুজন ভদ্রলোক…কেমন তো?

বিপিন চক্রবর্ত্তী তাকালো গুণময় আর রামকেষ্টর পানে, তারপর বললে—আমি যদি খুন করবো, ঘরে ঢুকেই তো করবো! তারপর বেরিয়ে গেলুম কোথা দিয়ে? আর বেরুনোই তো নয় শুধু সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে যে নেমে এলুম ওঁদের সঙ্গে…এ কি ম্যাজিক, না কি মশাই?

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না—রামকেষ্ট বললেন—কোথা দিয়ে টুক্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন সেইটেই তো আমরা এখন বার করবো।

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললেন—হুঁ, তারপর দু' দুজন মানুষ নিঃশব্দে খুন হলো…এর কারণ? ওঁদের দুজনের সম্পত্তি পাবো? না, ওঁরা ছিলেন আমার পাওনাদার? এ্যাঁ? বিশেষ, এই শঙ্করবাবুটিকে জীবনে আজই এখানে প্রথম দেখেছি আমি! চণ্ডীবাবুর উপর হয়তো নানা দুরভিসন্ধি ছিল…কিন্তু এ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে?

রামকেষ্ট বললেন—চণ্ডীবাবুকে মেরেছেন, ও ভদ্রলোক তার সাক্ষী ছিলেন হয়তো।

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—তাই যদি তো শঙ্কর বাবুকে তো প্রথমরাত্রে এনে জিগ গেস পড়া করেছিলেন, যেমন আমার ক'রেছিলেন,—তিনি সে কথা তখন বলেননি কেন?…আর এখুন হলো…যখন বাড়ী পুলিশে ভরতি…সাবাস বুদ্ধি বটে!

ওয়াহেদ বলে উঠলো—এ খুন করেছো বাপু…মরিয়া হয়ে, হয় এসপার, নয় ওসপার।

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—আচ্ছা, বলচেন আমি খুন করেছি। বেশ,

একখানা ছোরা পেয়েছেন চণ্ডীবাবুর পিঠে…আর একখানা পেলেন এই গোঁফ বাবুর পিঠে তারপর এখানা হলো তিন নম্বর ছোরা! বলতে পারেন, আমি এখানে ছোরার কারবার করতে এসেছিলুম…আর এটাকে খুন করেও এ ছোরার কোনো ব্যবস্থা করলুম না কেন?

গুণময় বললেন—হুঁ…যে মানুষ এতখানি চতুর…খুন করে নিঃশব্দে কোনো চিহ্ন না রেখে পালাতে পারে, সে তার বিছানায় তোষকের নীচে ছোরা রাখবে না! এটা আপনার ফেভার-এ…তবু এই মারাত্মক অস্ত্র যখন এখান থেকে পাওয়া গেছে এর সম্বন্ধে স্যাটিশফ্যাক্টরি কোনো প্রমাণ না পাওয়া ইস্তক আপনাকে একরকম পুলিশ হেফাজতে থাকতে হবে!

দুজন কনেষ্টেবল্ বিপিন চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে ঘরের বাহিরে গেল।

তারা চলে গেলে গুণময় বললেন—এমন সময়ে শশাঙ্ক চৌধুরীর হঠাৎ নেমে আসার অর্থ কি? এবং যেমন আসা, অমনি পিঠে পড়লো ছোরার ঘা—এমন ঘা—যে তাতেই সব শেষ! তারপর একখানা তাজা আনকোরা ছোরা বেরুচ্ছে এঁর তোষকের তলা থেকে। আপনারা কী বলতে চান, শুনি? হবে ইনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন ছোরা নিয়ে…বিশেষ এ ছোরাখানি হলো ঐ সাংঘাতিক দুখানা ছোরার ট্রিপ্লিকেট্।

রামকেষ্ট বললেন—তিনখানা একই ছাঁচের ছোরা যখন, তখন এক জায়গা থেকেই সব সংগ্রহ হয়েছে এবং তিনখানাই একজন করেছে সংগ্রহ। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

গুণময় বললেন—তিনখানা সংগ্রহ করবার হেতু? বিশেষ খুনীর লক্ষ্য যেখানে মাত্র একজন…অর্থাৎ চণ্ডীবাবু! শশাঙ্ক চৌধুরীর তো এ বাড়ীতে আসবার বা থাকবার কথা নয়—এটা কোয়াইট আন-

ইউজ্যাল—উনি এ বাড়ীতে এসেছিলেন বাই চান্স...শুধু ঐ চণ্ডীবাবুর নিমন্ত্রণে...এবং এঁদের মধ্যে পূর্ব্বে কখনো সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

রামকেষ্ট বললেন—সে কথা এঁরাই বলেছেন—এ দের সে কথাকে সম্ভাব্য সত্য বলে মনে করবেন!

গুণময় বললেন—কিন্তু বাকী দুজন—পূর্ণিমা দেবী আর গদাই চাটুয্যে...তাঁরাও এই কথা বলেছেন...এবং চণ্ডীবাবু সবকজনকেই সন্দেহ করেননি—তাঁর সন্দেহ একজনের উপর...ওয়ান্ ইন্ দিস্ ক্রাউড অফ ফোর! না, না, না—

বিপিন চক্রবর্ত্তী সঙ্গে এনেছিল ছোট একটা সুটকেশ—সেটা তারই ঘরে পাওয়া গেল। সুটকেশের ডালায় বী, সী, দুটি ইংরেজী হরফ লেখা। সুটকেশ খুলে তার মধ্যে পাওয়া গেল—কতকগুলো সাপ্তাহিক কাগজ বাঙালী কজন মিনিষ্টারের ছবি আর হাতে লেখা এক তাড়া কপি। অতি নিরীহ নির্দ্দোষ রচনা! কোনোটা বিশ্বের সমালোচনা—কোনোটা লেখক লেখিকার পাঠানো গল্প আর কবিতা। খালি লেফাপাও কখানা পাওয়া গেল।

ওয়াহেব লাফিয়ে উঠলো—এ খামে কিছু ছিল নিশ্চয়! এমন কিছু যা থেকে আমাদের হদিশ মিলতো!

গুণময় তাকে দিলেন ধমক—থামো ওয়াহেব।

তারপর বিছানা সার্চের জের। পাওয়া গেল, ফাইবারের তৈরী একটা খাপ—যে ছোরা সত্ব পাওয়া গেছে, সেই ছোরার খাপ! খাপ হাতে নিয়ে তিনি চম্‌কে উঠলেন।

রামকেষ্ট এ খাপ দেখলেন, দেখে বললেন,—এর চেয়ে আরো অকাট্য কি প্রমাণ আপনি এক্ষেত্রে আশা করেন?

গুণময় বললেন,—এই থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল! ডোণ্ট বী-লো

অপ্টিমিষ্টিক্ মাই ফ্রেণ্ড!...হয়তো খুনীর সঙ্গে বিপিন বাবুর কোনো রকম যোগাযোগ ছিল—কিন্তু এ কথাও আমি জোর করে বলতে পারি না! অতি ক্ষীণ আর অস্পষ্ট আইডিয়া মাত্র!

গুণময় ছোরাখানা পরীক্ষা করলেন,—পরীক্ষা করে' বললেন—ছোরার ফলা দেখেছো? বাঁটের চেয়ে ব্লেডখানা ভারী! এমন তো সাধারণতঃ হয়না।

রামকেষ্ট বললেন—এরজন্য ফলে এমন কি ইতর বিশেষ···

গুণময় বললেন—খুব ইতর বিশেষ! এ ছোরা ছুড়ে মারতে হয়!—হাতেধরে' দেহে বসিয়ে দেবার ছোরা এ নয়! হাতেধরে মারতে গেলে জোর পাবেনা।—ছাখো বরং!

তখনি পরীক্ষা হলো—পরীক্ষায় গুণময়ের কথার প্রমাণ মিললো! তা হলে তো রহস্য আরো ঘনীভূত দাঁড়ালো। রামকেষ্ট করলো মন্তব্য।

বাড়ীখানা বহু কালের প্রাচীন। দেওয়ালগুলো প্রায় বিশ ইঞ্চি পুরু। এ ঘরও বইয়ের শেল্‌ফ্ আর আলমারিতে ঠাশা। ভালো ··· কাঠের তৈরী আলমারি। বিষম ভারী। দেওয়ালগুলোয় বাঘ, হাতী, হরিণ এমনি সব জন্তুজানোয়ারের মাথা···ব্রাকেটে আঁটা।

ঘরখানা আগাগোড়া নিরেট—মজবুত। এ ঘর থেকে বেরুতে হলে একটি মাত্র দরজা ভিন্ন উপায় নেই! আরো দরজা আছে—কিন্তু সেগুলি এমন কষে বন্ধকরা যে খুলতে গেলে বিপর্য্যয় শব্দ হবে—বিরাট আয়োজন চাই।

কজনে এলেন নীচের ঘরে—যে ঘরে শঙ্কর চৌধুরীর লাশ···এ ঘরও বেশ মজবুত···বেরবার পথ কই?—

কোনো হদিশ মিললো না···যেন ভূতে এসে দু-দুটো মানুষ খুন করে গেছে

নবম পরিচ্ছেদ

'প্রচণ্ড গর্জ্জনে এ কি দুর্দিন!'

তারপর জোর-তদারক সুরু। বাড়ীর যে যেখানে আছে, সকলকে এনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন! কাজের প্রশ্ন, বাজে প্রশ্ন—প্রশ্নের বন্যা বয়ে গেল যেন। পূর্ণিমা দেবী, গদাই চাটুর্য্যে…দাশু…কারো রেহাই নেই। বিপিন চক্রবর্ত্তীকে এনে তাকেও প্রশ্ন বাণে জর্জ্জরিত করা হলো। বিপিন কিন্তু গট্—চুপচাপ, স্পীকৃটি—নট্। শেষে অজস্র প্রশ্ন বাণের খোঁচা খেয়ে দু' চোখ পাকিয়ে বিপিন বললে—করুন আপনারা জিজ্ঞাসা …যত আপনাদের প্রাণে চায়…আমি কোনো কথার জবাব দেবো না। আপনাদের প্রশ্ন হবে—সেই নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্তির যেমন হেমচাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন—বাতাসে অসি-প্রহার!

বিপিন চক্রবর্ত্তী একটি কথারও জবাব দিলে না!

যে-সব কনষ্টেবল্ ছিল এখানে ডিউটিতে, তাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করে জবাব মিললো।—তারা সকলে হুঁশিয়ার পাহারা দেছে…এতটুকু গাফিলতি করেনি। বাড়ী থেকে মানুষ, মানুষের ছায়া কি, একটা বেরালকেও তারা বাইরে বেরুতে ছাথেনি!

রামকেষ্ট বললেন—খুনী বাড়ীতেই আছে। আমরা কিন্তু ছাদ, বারান্দা, মায় বৈঠক খানা পর্য্যন্ত, সার্চ করেছি…কোথাও এতটুকু কিছু মিললো না, যা ধরে এগুবো!…রামকেষ্ট চাইলেন গুণময়ের পানে।

গুণময় একাগ্রমনে কি ভাবছেন। রামকেষ্ট জিজ্ঞাসা করলো,—ভেবে কিছু সাব্যস্ত করলেন?

নিশ্বাস ফেলে গুণময় বললেন,—একটা কথা হে।

ওয়াহেব বলে উঠলো—বলুন স্যর।

গুণময় বললেন—চিন্তার কাজে তিন মাথা এক হ'লে জোর হবে—না? তাই বলছিলুম, বিপিন চক্রবর্ত্তীর উপরেই আমাদের এখন খানিকটা সন্দেহ দাঁড়িয়েছে···কেমন তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

গুণময় বললেন—তাহলে এক কাজ করা যাক্।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে গুণময়ের পানে তাকালো।

গুণময় বললেন—একটা রিস্ক! বিপিন চক্রবর্ত্তীকে ঐ ঘরে রাখা যাক। ও যদি যথার্থ দোষী হয়,—তা হ'লে ঘর থেকে বেরুবার গুপ্ত পথ ওর জানা আছে, ও বেরুবার চেষ্টা করবে! আমরা ওর অজ্ঞাতে বাইরে থেকে নজর রাখবো, যেমন ও করবে পালাবার চেষ্টা,—অমনি সকলে···আইডিয়াটা কজনে যেন লুফে নিলে! ওয়াহেব বললে,—চমৎকার সাজেশন্ স্যর! পাকা মাথা না হলে কি আর এমন আইডিয়া জাগে। এখনি তাহলে সে ব্যবস্থা···

গুণময় ব্যবস্থাটা সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন।

রামকেষ্ট ঘড়ি দেখলেন ভোর হইতে ঘণ্টাদেড়েক বাকী!···

ব্যবস্থা মতো ওয়াহেব এলো বিপিন চক্রবর্ত্তীর কাছে···বসে আছে সে বারান্দার প্রান্তে, দু'পাশে দুজন কনষ্টেবল্।

ওয়াহেব বললে—আসুন মশাই—

বিরক্ত কণ্ঠে বিপিন বললে—আবার কি চাই? এক মিনিট সুস্থির থাকতে পাবো না। জ্বালাতন!

—জ্বালাতন নয়—ওয়াহেব বললে—নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করবেন··· চলুন ঐ···যে ঘরে দু ছুটো কীর্ত্তি করেছেন।

বিপিন চক্রবর্ত্তীর চোখ দুটো হলো এত বড়! শিউরে সে বললে—ঐ খুনের ঘরে? যমদ্বারে? ওরে বাব্বা,—তার চেয়ে একটা গাছে দড়ি বেঁধে আমাকে লটকে দাও···বেঁচে যাবো।

ভয় হচ্ছে? যাদের খুন করেছেন দানো পেয়ে ঘাড়ে চেপে বসবে। হাঃ হাঃ হাঃ।

রামকেষ্ট বললেন—খুন যদি না করেন, তাহলে ভয়টা কিসের!

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—পরখ করতে চান? আপনারা কেউ থাকবেন আমার সঙ্গে?—ভীতু আমি নই,—কিন্তু···আপনাদের মধ্যে কেউ পারেন ওঘরে থাকতে?···এমনি বাদানুবাদ চললো দুমিনিট··· গুণময় চুপ করে ছিলেন, ধীর মনে সব শুনছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে চিন্তার চাকাও ঘুরছিল সমানে—এবারে তিনি কথা কইলেন, বললেন—আপনার আপত্তি আছে ও ঘরে থাকতে? দরজা খড়খড়ি সব বন্ধ করা থাকলেও?

বিপিন চক্রবর্ত্তী বললে—আমার আপত্তিতে কি এসে যাবে। আপনারা হলেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সর্ব্ববিদ্যাবুদ্ধি-বিশারদ পুলিশ। আমি খুন করিনি, তবু আপনারা নাম কেনবার জন্য আর কাজ চুকোবার জন্য আমার ঘাড়েই খুনের দায় চাপালেন।···দুনিয়ায় আপনারা নিজেদের ছাড়া কাকেই বা নিরীহ সাধু ভাবেন, বলতে পারেন?

গুণময় বললেন—এসব তর্কে কোনো পক্ষের লাভ নেই চক্রবর্ত্তী মশায়। আসল কথা, আমরা পরীক্ষা করতে চাই,—এখনো খানিকটা রাত রয়েছে আপনাকে রাখবো ঘরে···আমরা থাকবো দরজার বাহিরে। দরজা অবশ্য ভেজান থাকবে—ঘরে সব কটা বালব জ্বেলে রাখা হবে। ঘরের মধ্যে যেভাবে খুসী আপনি থাকবেন। শুতে চান শুয়ে—বসে থাকতে চান, বসে—

রামকেষ্ট—বললেন,—শুধু এই দ্য আওয়ার্স অফ দী নাইটএর জন্য।

এ কথার পর বিপিন চক্রবর্তীকে ঘরে রেখে সকলে রইলেন বাহিরে। ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হোলো।

পাহারাওলাদের বেশ সঙ্গীন দেখে জায়গায় হুঁশিয়ার পাহারা দারীতে পোষ্ট করে' ওয়াহেব বললে—আমি আর দীপুবাবু...আমরা দুজনে বাকি রাত টুকু পেট্রল ডিউটিতে থাকি।

গুণময় বললেন,—দুজন পাহারাওলাকে রাখো পূর্ণিমা দেবীর ঘরের সামনে আর দুজনকে রাখো গদাই বাবুর ঘরের দরজায়। যার গাফিলি হবে, বলে দাও,...চূড়ান্ত সাজা পাবে সে।

ওয়াহেব বললে—হ্যাঁ স্যর।

যথারীতি ব্যবস্থা হলো। ঘরের মধ্যে বিপিনচক্রবর্তী...ঘরের বাহিরে দরজার সামনে গুণময় আর রামকেষ্ট...তাঁদের সঙ্গে সশস্ত্র দুজন পুলিশ প্রহরী।

অনেকক্ষণ কাটিলো...নীরবে। কোথাও কোনো শব্দ নেই।...আতঙ্কও নেই। বাহিরে আকাশ তখনো কালো চাদরে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। রামকেষ্ট বললেন—ব্যাপার বোঝা দায়। আজগুবি বহুৎ ডিটেকটিভ নভেল পড়েছি মশাই...এমন ব্যাপার সে সব বইয়েও পড়িনি। কেবল ভাবছি, চণ্ডীবাবু যে খুন হলেন, খুনীর মোটিভ? তার পর শঙ্কর চৌধুরী...এমন হতে পারে না...দুজনের ওপরেই ছিল খুনীর গ্রাজ? আর তা যদি থাকবে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানবে না? দাশু চাকরটা সব সময় ছিল চণ্ডীবাবুর সঙ্গী।

গুণময় বললেন—চণ্ডীবাবু সব রহস্য বুকে নিয়ে চলে গেছেন। তাঁর উচিত ছিল, এত যখন আতঙ্ক...আমায় চিঠি লিখে আনিয়ে এবং যথারীতি দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত বলে—তখন আমরা আসবামাত্র তাঁর উচিত ছিলনা

কি, দেখা করে সব কথা বলা ?—কিন্তু তা তিনি করলেন না, আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি বললেন ঘরে দরজা খড়খড়ি বন্ধ করে, আমাকে চিঠি লিখতে। কোনো সুস্থ মনের মানুষ এমন করতে পারে, ভাবো ? এ ব্যাপারটার মানে আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না রামকেষ্ট। কাজেই এ তদারকে ইন্‌টারেষ্ট কৈ ? আছে শুধু থ্রিল! রোমঞ্চ! জাষ্ট লাইক এ ক্রাইম ষ্টোরি।

এই পর্য্যন্ত বলে গুণময় চুপ করলেন—তারপর বললেন—একটা কথা—

—কি ? রামকেষ্ট করলো প্রশ্ন।

—দাশুকে ডাকি···এবাড়ীর খুঁটিনাটি তত্ত্ব যতখানি আদায় হয়।

গুণময় ডাকলেন—দাশু!

দাশু কাছেই বসে ছিল···সে সামনে এলো।

গুণময় প্রশ্ন করলেন—কতকাল তুমি চণ্ডীবাবুর কাছে চাকরি করছো ?

—চার বছরের কিছু ওপর।

গুণময় বললেন—তাহলে তুমি তাঁর ভিতরের খবর কিছু কিছু জানো নিশ্চয়! মানে, কি রকম মানুষ তিনি ছিলেন ? ঐ যে স্ত্রীলোকটির কথা বলেছো তার সঙ্গে কত দিনের সম্পর্ক ? এ স্ত্রীলোকটার কাছে আর কোন পুরুষ মানুষ বা স্ত্রীলোক কখনো দেখা করতে আসতো ?

দাশু বললে—না বাবু—মেয়ে লোকটি অন্দরেই থাকতো—বিয়ে করা বৌয়ের মতো—

চণ্ডীবাবুর আর কেউ নেই ? মানে, ভাই ? বোন ? ভাই পো ? ভাগনে, ভাইঝী, ভাগনী ?

দাশু বললে—এক বড় ভাই আছেন, শুনেছি···তাঁকে কখনো দেখিনি। তবে একটি বাবু হামেশা আসতেন। মানে নিজে থেকে তিনি

আসতেন না, বাবু তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। আমিই কতবার তাঁর কাছে বাবুর চিঠি নিয়ে গিয়েছি।

—তিনি কে?

দাশু বললে—তাঁর নাম দ্বিজু বাবু…তিনি উকিল।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—কলকাতায়। কর্ত্তাবাবু তাঁকে ফোন্ করতেন।

—ও, তাহলে ফোনে তাঁকে পাবো। কি তার নাম?

দাশু বললে—দ্বিজেন গাঙ্গুলি। বালীতেও তাঁর বাড়ী আছে। শনিবার সন্ধ্যার পর বালীর বাড়ীতে আসেন…রোববারে আসতেন এখানে, আমি তাঁর বালীর বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছি।

—বটে! এখন তাঁকে বিরক্ত করা চলে না। সকাল হোক, তাঁকে ডাকবো। তাঁকে চাই…এ ব্যাপারে বহু খবর পাবো মনে হয় তাঁর কাছে।…

তারপর আরো এক ঘণ্টা কাটলো…খুনী কামরাও নিঝুম, নিস্তব্ধ। ওদিক থেকে কোনো সাড়া নেই।

হঠাৎ রামকেষ্ট বললেন—অন্ধকার দেখছি কেন?

সকলে চাইলেন…সত্যি দরজার ফাঁকে আলো দেখা যায় না তো!

রামকেষ্ট বললেন—বিপিনবাবু ঘুমোলেন?…এ্যাঁ। খুন করে খুনী এমন নিশ্চিন্তমনে খুনী কামরায় ঘুমুতে পারে…এসব কথা গুণময়ের কানে গেল কি না সন্দেহ। একাগ্র দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে দরজার ফাঁকে …আলো নিবুনো কেন? কখন নিবলো? আলো নিবিয়ে ঘুম… তিনি উৎকর্ণ—বাড়ীর কোথাও এতটুকু সাড়া নেই, শব্দ নেই! বাহিরের বাগানে গাছের পাতায় শব্দ—নিশ্চয় বাদুড়। বাদুড়ের কথায় অনেক কথা মনে জাগলো। বিশেষ করে রক্তচোষা বাদুড়ের কথা। ভ্যাম্পায়ার।

মনে হোলো, এ খুন—নাটকের অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় যে নেমেছে —সে ঐ ভ্যাম্‌পায়ার।

হঠাৎ দরজার ফাঁকে আলোর ঝলক! গুণময় চমকে উঠলেন··· ডাকলেন—রামকেষ্ট···

—উঁ—

—দেখেছো?

—হুঁ। মিষ্টিরিয়স্‌। যোদ্ধা, ভয় নেই, পালাতে পারবে না।

আত্মগতভাবে গুণময় বললেন,—না।

রামকেষ্ট হাত-ঘড়ি দেখলেন, বললেন—আর কতটুকুন্‌ বা! এখনি ভোরের আলো ফুটবে।

দুজনে আবার চুপচাপ···দরজার রন্ধ্রপথে আলোর ঝলক! ঘরে কোনো শব্দ নেই।···

রামকেষ্ট বললেন—আলো নেবানোই বা কেন? আবার জ্বালাই বা কেন? অদ্ভুত মানুষ তো?

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না। গম্ভীর মূর্ত্তি—তাঁর দৃষ্টি ঐ দরজার দিকে।

তারপর কেমন যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব···সেভাব কাটিয়ে গুণময় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। দিগ্‌দিগন্তে ভোরের আলোর আভাস।

রামকেষ্ট বললেন—উঃ, যেন কালরাত্রি কাটলো। এবার ঘর সার্চ সুরু করি—মিথ্যে দেরী কেন?

গুণময় জবাব দিলেন না—তাঁর মনে কেমন অস্বস্তি।

রামকেষ্ট উঠলেন—উঠে খুনী কামরার দ্বারে করলেন করাঘাত—একবার—দুবার—অনেকবার—কোনো সাড়া নেই।

ডাকলেন—বিপিনবাবু—বলি ও মশায়—

জবাব নেই—সাড়াও নেই।

দরজায় ঠেলা দিলেন। ঠেলা দিতে দরজা গেল খুলে। ঘরে আলো জ্বলছে—খুব জোর আলো। সে আলোয় রামকেষ্ট দেখেন দরজার দিকে পেছন ক'রে চেয়ারে বসে বিপিন চক্রবর্ত্তী।

দুজনে ঘরে ঢুকলেন···

বিপিন চক্রবর্ত্তী···স্থির নিস্পন্দ !···চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছেন ?

রামকেষ্ট বললেন—একেই বলে কুম্ভকর্ণ। এ-বিপদ মাথায় করে, মানুষ ঘুমোতে পারে ! আশ্চর্য্য !

গুণময় সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। অবিচল দৃষ্টি বিপিনের ওপর—ডাকলেন—বিপিনবাবু—

সাড়া নেই। মৃদু ঠেলা দিলেন—সাড়া নেই !

একটা অজানা আঁশঙ্কায় গুণময়ের বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ভালো করে চেয়ে তিনি তখন যা দেখলেন—

গুণময়ের দেহের রক্ত চকিতে যেন হিম হয়ে গেল ! বিপিন চক্রবর্ত্তীর জামা লালে লাল। পিঠে ছোরা বিঁধে আছে···ঠিক সেই একই ভঙ্গীতে সেই পিতলের হাতল !

গুণময় শিউরে উঠলেন। এ ঘরে ছোরার কারখানা আছে না কি ?

রামকেষ্ট বললেন—ভৌতিক ব্যাপার।

গুণময় বললেন—রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর !

রামকেষ্ট বললেন—আপনি ভূত মানেন না ?

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না।

যে-বিপিনকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলেন, নিজে খুন হয়ে সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ জানিয়ে গেল—সে নিরীহ নিরপরাধ।

দশম পরিচ্ছেদ

"এ কি ইন্দ্রজাল!"

ভৌতিক কাণ্ড···তাছাড়া আর কি বলি?

সেই ঘর! সেই অস্ত্র! তেমনি ভাবেই খুন! ঘরের দরজা খড়খড়ি সব বন্ধ! গুণময় রামকেষ্ট···দরজার ঠিক বাইরেই সজাগ পাহারায়—উপর বাহিরেও এমন সতর্ক পাহারা।

বাতাসে ভর করে' খুনের লীলা! না একটু শব্দ···না কোথাও জুতোর দাগ···পায়ের রেখা! রাখবার মধ্যে রেখে গেছে চিহ্ন শুধু ঐ পিতল বাঁটের ছোরা পিঠে বিঁধে!

নিশ্বাস ফেলে রামকেষ্ট বললেন—দফায় দফায় যদি এমনি খুনের ঢেউ বয়, তাহলে সকালের সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে···আমরা কেউ হয়তো আর বেঁচে থাকবো না।···বেচারী বিপিনবাবু···নিঃশব্দে চলে গেলেন··· এই দেখুন, আমার দুহাতে লোমগুলো কি রকম খাড়া হয়ে উঠেছে। কথাটা বলে রামকেষ্ট নিজের দুখানা হাত প্রসারিত করে দেখালেন।

গুণময় যেন কাঠ! কোনো কথা বললেন না। কি ভাবছিলেন··· তাঁর মুখ দেখে মনে হয় তিনি যেন পৃথিবীতে নেই।

রামকেষ্ট বললেন—বিপিন বাবু যে খুন হলেন, এর জন্য আমরা দায়ী। ওঁকে যদি এ-ঘরে না পূরে আমাদের কাছেই রাখতুম!

গুণময় বললেন—আমি ওঁকে পুরোপুরি সন্দেহ করেছিলুম, তা নয়। ওয়াহেব ওঁকে খুনী বলে' সাব্যস্ত করলে—আমার মনে হলো, পরীক্ষা করে দেখি। এখন আমার অনুতাপের সীমা নেই। আমারই জন্য বেচারী এমন বেঘোরে মারা গেল! স্বপ্নের অগোচর ছিল আমার···কিন্তু

কে এ…সব সময় ছোরা নিয়ে উদ্যত রয়েছে! কোথা থেকে সে আসছে! কোথায় বা সরে গিয়ে লুকোচ্ছে! রামকেষ্ট বললেন—এসব ঐ চণ্ডীবাবুর কোনোরকম কারসাজি। সন্দেহ—সন্দেহ—সন্দেহ! দুজন তো খুন হলেন—এখন আর দুজন বাকী। এঁদেরও এমনি সন্দেহ করতে হবে?…ছি ছি…

গুণময় বললেন—যা বলেছো! আমার ভয় হচ্ছে, শেষে ওঁদের দুজনের না—কথা শেষ হলো না…রাতের শেষ মুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা চিরে প্রচণ্ড এক আর্ত্তনাদ। গুণময় রামকেষ্ট, দুজনে চমকে উঠলেন। দুজনে কাণ খাড়া করে…স্তম্ভিতপ্রায়…

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে কাঁচ ভাঙ্গার ঝনঝনানি। এমন তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ—মনে হলো, ও শব্দে গতি বন্ধ ক'রে পৃথিবীও বুঝি স্থির হ'য়ে গেছে।

গুণময় বললেন—পূর্ণিমা দেবীর চীৎকার—মনে হচ্ছে।

—হুঁ।

—এসো।

বিদ্যুতের বেগে দুজনে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এলেন…এবং অতি দ্রুত প্রায় লাফ দিতে দিতে…সিঁড়ি টোপকে এলেন দোতলায়…পূর্ণিমা দেবীর ঘরের সামনে।…সঙ্গে রামকেষ্ট…এবং ওদিক থেকে ছুটে এলো দীপু।

সিঁড়ির ঠিক ওপরে ল্যাণ্ডিংয়ে একটা খোট্টা পাহারাওয়ালা… কাগজের মতো সাদা তার মুখ…তার যেন জ্ঞান নেই।

এঁদের দেখে তার জ্ঞান হলো। সে বললে—শুনেছেন হুজুর! ঐ ঘরের ভেতর থেকে এসেছে চীৎকার…আওরৎ।

গুণময় বললেন,—চীৎকার শুনেও তুমি দাঁড়িয়ে আছো! বেয়াকুব! ছুটে যাওনি কেন?

—বহুৎ ডর্ লাগা জী-হুজুর !

গুণময় কোনো কথা বললেন না আর। বেচারার ভয় লাগা অসম্ভব নয় ! মানুষ সে···আর যে অমানুষিক ব্যাপার এখানে। ঘরের দরজা ঠেলে তিনি দরজা খুললেন। তারপর ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছনে রামকেষ্ট দীপু প্রভৃতি গদাই চাটুয্যে এসে জুটলো পিছন থেকে—বললে—পাথরের চাই ছুড়ে কাঁচখানা ভাঙলো কে ? বাহাদুর পুলিশ খালি চাপরাশের জোরে একে তাকে সন্দেহ করছেন, আর ঘরে পুরছেন···বলুন।···ভয়ানক বুদ্ধিমান মশাইরা···দুনিয়ার আর সকলে চোর আর খুনী···দেখেছেন ভাঙা কাঁচ। আমি মোদ্দা এ বাড়ীতে থাকছি না আর একদণ্ড···গ্রেপ্তার করেন···ধরে চালান দিন এখনি—এখনি আপনাদের থানার হাজত ঘরে।···তারপর কোর্ট যদি বলে, দোষী, দেখে না হয় ফাঁসী ! মরার বাড়া তো গাল নেই আর !

কথাটা শেষ করে গদাই ভীতি-বিহ্বল ভাবে পলায়নোদ্যত হলো।

গুণময় বললেন—যেতে হবে না—সকলে মিলে এখন দেখি, আসুন কি হলো।

ঘরে আলো জ্বলছে—এবং পূর্ণিমা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। ওদিককার বন্ধ সার্শির দিকে দৃষ্টি। সার্শির একখানা কাঁচ ভেঙ্গে চূর হয়ে গেছে।

গুণময় ডাকলেন—পূর্ণিমা দেবী—

চমকে পূর্ণিমা দেবী ফিরে তাকালেন। তাঁর দুচোখে আতঙ্কের কী নিবিড় ছায়া ! গুণময়কে দেখে তিনি বললেন—এসেছেন ! কিন্তু বড্ড দেরী করে এসেছেন—পালিয়েছে।

গুণময় বললেন—কে পালিয়েছে ?

পূর্ণিমা দেবী বললেন,—কে তা জানিনা। আমি শুয়ে ছিলুম—

মাঝে তন্দ্রা আসছিল—জোর করে তবু জেগে আছি—দুটো আলোই জ্বালিয়ে রেখেছি। একটু আগে বোধ হয় ঘুমে চোখ বুজে গিয়েছিল, হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গা ইস্তক ঐ শার্শির দিকেই চেয়ে আছি—হঠাৎ দেখি, সার্শির কাঁচে একটা মাথা—কাঁচে মাথা দিয়ে যেন এই ঘরের মধ্যে নজর করছে। মুখখানা দেখতে পেলুম না—তবে দেখেই ভয় হলো—এক রাত্রে দু-দুটো খুন হয়ে গেছে—ও মাথা যার হোক, মতলব নিশ্চয় খুব খারাপ। খুব ভয় হোলো তবু ভেঙ্গে পড়লুম না। বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে চাইতে নজরে পড়লো টেবিলের ওপর একটা ফুলদানী। একটু দেরী না করে ফুলদানী তুলে ছুড়ে মারলুম সার্শির ঐ কাঁচের গায়ে—ঝনঝন ক'রে কাঁচ গেল ভেঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা গেল সরে।

গুণময় ভাবলেন, বিপিন চক্রবর্তীর খবর পূর্ণিমা দেবী এখনো পান নি। কোনো জবাব না দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন পূর্ণিমা দেবীর পানে।

পূর্ণিমা দেবী বললেন—আমি খুব চেঁচিয়ে উঠেছিলুম—তারপর আর কিছু মনে পড়ছে না।

গুণময় বললেন—সার্শি ভাঙ্গার পর আর মাথা ছাখেননি—না।—আমার ভয়ানক ভয় করছে কিন্তু—আমাকেও মারবে, মনে হয়। আপনারা পুলিশ—এত লোকজন নিয়ে আমাকে বাঁচাতে পার‍্‍লেন না।

গুণময় বললেন—ও সার্শি আপনি বরাবর বন্ধ করে রেখেছিলেন?

—নিশ্চয়। অচেনা জায়গা—তার উপর এই ব্যাপার এখানে।

গুণময় চিন্তাগ্রস্ত হলেন। অনেকক্ষণ কি ভেবে তারপরে বললেন—হুঁ

পূর্ণিমা দেবী বললেন—সত্যি, আপনারা রক্ষা করুন—রাত্তিরের আর কত টুকুন বা বাকি!

গুণময় বললেন—সার্শি খুলে আমরা একবার দেখবো না কি ?

পূর্ণিমা দেবী চীৎকার করে উঠলেন,—না—না। আপনাকে মিথ্যা বলবো না। পাড়াগাঁর নামে আমার আতঙ্ক চিরদিন—তবু পাড়া-গাঁ এত ভয়ঙ্কর তা কখনো ভাবিনি !···দয়া করে আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দিন—বাস্ নিরাপদ।

গুণময় বললেন—ভয় নেই আপনার···আপনি বরং পিছনে ঐখানে সরে থাকুন, আমি একবার সার্শি খুলে বেরিয়ে দেখতে চাই। দেখা দরকার। অগত্যা পূর্ণিমা দেবী লুকোলেন ঘরের কোণে—গুণময় রিভলভার বাগিয়ে ধরে সার্শি খুললেন।

বাহিরে নীচে বাগান। বুঝলেন এ বাগান বাড়ীর চারিদিক ঘিরে তৈরী। টর্চের আলো ফেললেন···সে আলোয় বাগানের যতখানি দেখা যায়—কোথাও কেউ নেই।—শুধু—দূরে—দূরে খাড়া থানার কনষ্টেব্‌ল।

উপর থেকে গুণময় হাঁকলেন—সিপাই—

গুণময়ের ডাকে কনষ্টেব্‌লরা তুললো তাদের হাতের লণ্ঠন। সার্শির গায়ে সে লণ্ঠনের আলো এসে পড়লো। গুণময় প্রশ্ন করলেন—কাকেও দেখেছো ?

—নহি হুজুর।

—আধঘণ্টার মধ্যে কাকেও দ্যাখোনি ?

—নহি।

আশ্চর্য্য !

রামকেষ্ট গিয়ে বসলেন ঘরের বাহিরে—সেখান থেকে ডাকলেন—গুণময় বাবু···

গুণময় বললেন ভিতরে আসুন···সকলে ভিতরে থাকুন বাহিরে শুধু কনষ্টেব্‌লস্ অন ডিউটি।

গুণময় বললেন—এ ঘর সার্চ করুন।

ঘরের সার্চ চললো।

এ ঘরের বিছানার নীচে থেকে বেরুলো একটা রিভলভার।

গুণময় চাহিলেন পূর্ণিমাদেবীর পানে, বললেন—এ রিভলভার আপনার?

বিস্ময়ে ভয়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে পূর্ণিমা দেবী বললেন—আপনি বলেন কি এঁ্যা—আমি—মেয়ে মানুষ রিভালভার আমার হবে কি?

—আগে এ রিভলভার দেখেছিলেন?

—না—এখন এই দেখছি।

রামকেষ্ট বললেন—বাড়ীর মালিক চণ্ডীবাবু কি বাড়ীতে কেল্লা বানিয়ে ছিলেন? এঘরে ছোরা—ওঘরে রিভলভার! এ সবের মানে বলতে পারেন?

পূর্ণিমা দেবী বললেন—না।

গুণময় বললেন—সত্যি এবাড়ী আরো এক দিন আগে সার্চ করে চণ্ডীবাবুকে এ্যারেষ্ট করা উচিত ছিল আমাদের।

পূর্ণিমাদেবী বললেন—একটা কথা বলবো?

—বলুন—

—বাগানটা যদি একবার সার্চ করতেন এখন—হয় তো ও মাথার মানুষটা পাওয়া যেতো।

গুণময় বললেন—হুঁ···আমি কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি—এ সবের কী উদ্দেশ্য! আগাগোড়া যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে!

রামকেষ্ট বললেন—ভেবে কোনো উদ্দেশ্য—

বাধা দিয়ে গুণময় বললেন—না···

রামকেষ্ট বললেন—আমার মনে হয়, যা শুনলুম বাগানটা একবার সার্চ করি।—কে জানে, দী রোগ ইথ আকটার সাচ্ মোর মিশচিফ এবং আর কিছু করবার সে সুযোগ না পায়, তার আগে তাই—

গুণময় বললেন—কিন্তু বাগানে তো আমাদের কজন পাকা লোকই আছে, রামকেষ্ট।

রামকেষ্ট জবাব দিলেন না···গুণময়ের পানে একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে কি ভাবছিলেন—

গুণময় বললেন—আরো আশ্চর্য্য—আমরা এতখানি সজাগ···কোথাও কারো ছায়া দেখতে পাচ্ছি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'অন্তরে আজ কি কলরোল !'

কিছুক্ষণ দারুণ স্তব্ধতা···সকলেই চুপ ! রামকেষ্ট শুধু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন পূর্ণিমা দেবীর উপর। কিছুক্ষণ পরে গুণময়কে একান্তে ডেকে তিনি বললেন —এঁকে বিশ্বাস করছেন ?

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে গুণময় তাকালেন রামকেষ্টর পানে।

পূর্ণিমাদেবী না শুনতে পান এমনিভাবে গুণময়কে বললেন, রামকেষ্ট,—আমার মনে হয় ইনি ঐ রিভলভার ছুড়ে সার্শির কাঁচ ভেঙেছেন···তারপর আমরা আসবো ছুটে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে গুণময় বললেন—এই খুনের ধাঁধায় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে···পঞ্চাশ রকম গল্প মানুষ বানাতে পারে, মানি—কিন্তু ফুলদানী ছোড়া মাথা থেকে এ আমার গল্প বলে' ধারণা নয়। আমার মনে এখন নতুন অনেক কথা উদয় হচ্ছে।

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রামকেষ্ট তাকালেন গুণময়ের পানে।

গুণময় বললেন—চণ্ডীবাবু যাঁদের উপর সন্দেহ করেছিলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ নিরীহ নির্দোষ—তিনি লিখেছিলেন, এই চারজনের মধ্যেই একজন তাঁকে খুন করবেন। এঁদের মধ্যে দুজন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সাফ— বেচারীরা খুব এসেছিলেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। তারপর ভাবুন এঁদের চারজনের উপরেই যখন সন্দেহ, তখন বেছে বেছে এঁদের চারজনকেই করলেন নিমন্ত্রণ। তারপর নেমন্তন্ন যেন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আসতে বলা—আমার ফীয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে—নো নো—আই স্মেল, র‍্যাট্‌স, রামকেষ্ট !

একথা বলে তিনি খড়খড়ি দিয়ে ঝুঁকে নীচে বাগানের দিকে দেখতে লাগলেন—কিছুক্ষণ ধরে দেখে দেখে তিনি বললেন—নীচে ঝোপ ঝাড় দেখছেন, তার উপর ঐ গাছটা ওদিককার জানালার কাছ পর্য্যন্ত যে ভাবে ···ওখান দিয়ে কোনো ওস্তাদ লোক অনায়াসে এসে এ খড়খড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা তুলতে পারে···কেউ জানতেও পারবে না তার আসা। আপনি দেখুন মাথা বাড়িয়ে···

দীপু আগে দেখলো—তারপর রামকেষ্ট। দেখে দুজনেই বললেন—হুঁ। পূর্ণিমাদেবী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন···কত কি চিন্তা তাঁর মনে। তিনি বললেন—ভোর হয়ে এলো। যে ব্যাপার চলেছে, ভোরের আগে আরো কিছু না ঘটে যায়।

তাঁর কথা শুনে গুণময় তাঁর পানে চাইলেন—পূর্ণিমাদেবীর মুখের বিবর্ণতা তখনো ঘোচেনি।...

ভোরের পাখীর প্রথম কাকলীতে পৃথিবী জাগলো—সঙ্গে সঙ্গে সবার মনের জমাট আড়ষ্টের ভাব যেন কাটলো।

রামকেষ্ট বললেন—দুটি লাশ পাঠানো হয়েছে স্বর্গে···একটি এখনো আমাদের বুকে—গতি করা যাক।

গুণময় বললেন—তার আগে দিনের আলোয় সব আমি দেখতে চাই।

রামকেষ্ট বললেন—এঁরা দুজন।

গুণময় চাইলেন পূর্ণিমাদেবীর পানে—বললেন—সকাল হলেও আমরা যে নিরাপদ, তা আমার মনে হয় না। বিশেষ করে আপনাদের দুজনের জন্যই আমার ভাবনা। খুব সাবধানে। এ রহস্য আবিষ্কার করতে হবে আমাদের সবাইকে মিলে! কি বলেন আপনি।

পূর্ণিমাদেবী বললেন—আমার মাথার বা মনের ঠিক নেই। আমার

যদি দয়া করে ছুটি দেন। রহস্য-আবিষ্কারের কথা বলছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই নির্ভয় নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

গুণময় বললেন—সকলে যদি একসঙ্গে থাকি? আমরা থাকলে খানিকটা হয় তো নিরাপদ থাকতে পারবেন।

পূর্ণিমাদেবী বললেন···আপনারা থেকেও তো দুটো খুন নিবারণ করতে পারলেন না।

গুণময় বললেন—অপরাধের গ্লানিতে মন ভরে আছে—আপনি আর এ কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আসুন সকলে দাশুকে মুখ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতে বলি। আপনার মুখ হাত ধোয়া প্রয়োজন। আগে দাশু সে ব্যবস্থা করুক।

পূর্ণিমা দেবীর সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা করে সকলে এলেন নীচে···ঠিক পূর্ণিমাদেবী যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের নীচে। চারিদিকে ভালো করে দেখতে লাগলেন। খড়খড়ির নীচে বরাবর মাটি ঢিপি। এই ঢিপির গায়ে বালির তাগাড়—রাত্রের শিশিরে বালি ভিজে ··।

এপথে এলে ঐ ভিজে বালি মাটী মাড়িয়ে যেতেই হবে আর তা গেলে বালিতে পড়বে পায়ের দাগ। এপথে যদি রাত্রে কেউ এসে থাকে, তা হলে বালির উপর তার পায়ের দাগ থাকবেই—অকারণে সে দাগ মুছে যেতে পারে না।

এই মাটী আর বালি···গুণময় [illegible] করলেন। কোথাও যেমন পায়ের দাগ নেই, তেমনি মাটী বা বালি কোথাও আলগা হয়ে সরে যায়নি।

বালি যেখানে শেষ—তার পরে মিললো জুতোর দাগ। দাগের উপর দাগ।

—দাগে দাগে মিলে মিশে কোথাও একাকার—কোথাও বা স্পষ্ট

ছাড়া ছাড়া। এই জুতোর দাগ তিনি খুব সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

জমাদার রামলোটন বললে—এ দাগ তার পায়ের জুতোর। এ পথে কমসেকম্ সে দেড়শো দফা টহল দেছে।

গুণময় বললেন—তবু ও খড়খড়ির ধারে কোনো মানুষকে তুমি গ্যাখোনি।

রামলোটন বললে—না। কে বলবে মানুষ দেখেছি, কোন শব্দও সে শোনে নি। শুধু ঐ ঔরতের চীৎকার—আর সেই সঙ্গে ভারী জিনিষ পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ।

গুণময় গম্ভীর ভাবে সিগার ধরালেন। তাঁর মনে সমস্তার কুণ্ডলী।...যে মানুষ পূর্ণিমাদেবীর ঘরের সার্শির এদিক থেকে মাথা তুলেছিল, সে তবে এলো কোন্ পথে? এবং গেলই বা কোথায়? ওখানে পৌঁছুতে হলে ধারের ঐ কার্ণিশ। সে কার্ণিশে দাঁড়ালো যেন—কিন্তু কার্ণিশে উঠলো কি করে...রামলোটন দিচ্ছে ঠিক ঐ কার্ণিশের নীচে টহল।...এমন সাহস হবে কার?

তিনি সারাবাড়ী সার্চের ব্যবস্থা করলেন—দিনের আলোকে ভালো করে ছাদ ঘর বারান্দা—কোনোখানটা যেন বাকি না থাকে।

সার্চে কোনো হদিশ মিললো না। রামকেষ্ট বললেন—ওঁর মিথ্যা কথা...ওঁর ঘরের ও সার্শির পিছনে মানুষ আসতে পারে না। তিনি যদি মিথ্যাও না বলে থাকেন এটা শ্রেফ্ হালুসিনেশন্।

গুণময় বললেন—আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না—খুনের আনুষঙ্গিক অন্য নানা ব্যাপার ভাবছি। আপনি পূর্ণিমাদেবী আর

গঙ্গাই চাটুয্যের উপর সব সন্দেহ দূর করে দিন মন থেকে—ও ধারণা নিয়ে থাকলে আপনি কস্মিন কালেও এ খুনের কিনারা করতে পারবেন না। ওঁদের উপর এতটুকু সন্দেহ নয়।…শুধু জেনে রাখুন খুনী এই বাড়ীতেই আছে—এই বাড়ী ছেড়ে সে যায় নি। দীপু বললে—বাড়ীতে থাকবার মধ্যে তো দেশস্থা বুড়ো এক বামুনঠাকুর আর দুটী বর্ষীয়সী মহিলা—চণ্ডীবাবুর মাসি হন, না, পিসি হন, আর এই দাশু।

গুণময় বললেন—বামুন ঠাকুর আর বুড়ো মাসি পিসিকে ধরো না। খুনের নামে ওরা আধমরা হয়ে আছে—ওঁদের সঙ্গে খুনের কোন সংস্রব নেই।

রামকেষ্ট বললেন—কিন্তু এই পূর্ণিমাদেবী বিধবা মানুষ—অথচ সাজ-সজ্জা—কি জানি, ওঁর সম্বন্ধে আমার মনের খটকা কাটছে না। তবু আপনি যখন বলছেন, ওয়েল—অল রাইট !…

গুণময় বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন। বাগানের কোনখানটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোনোখানটায় ঝোপ ঝাপ—কাঁটার জঙ্গল। পায়চারি করতে করতে সিমেণ্ট বাঁধানো একটা বেঞ্চে বসলেন। এখানে বসে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখেন ছোট একটা ছাদে দুজন চৌকিদার এগিয়ে ওদিকে চলেছে…কিছু দেখলে মানুষ যেমন সে দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি ভাবে। গুণময় ঐ দিকে চেয়ে রইলেন একাগ্র দৃষ্টিতে।

তাঁর মনে এ বাড়ীর সদর অন্দর…ম্যাপের মতো এখন সুস্পষ্ট। গোয়াল—

গোয়াল ঘরের খানিকটা ধ্বংস-স্তূপ…তারপর এদিকে সেই ঘর—যে

ঘরে রাত্রে নরমেধ-যজ্ঞ হয়ে গেছে। ঘর নয় তো, মশান। ঘরের এ দিক-কার বড় খড়খড়ি গুলো ভিতর থেকে বন্ধ। গুণময়ের মনে হলো, খুনের রহস্য জানে শুধু ঐ ঘরের দেওয়াল আর খড়খড়িগুলো! মূক মৌন দেওয়াল ভাষাহীন খড়খড়ি—ওরা যদি ভাষা পেতো!

দোতলার এদিকটায় চারটে খড়খড়ি। ওদিককার ঘরে তিনি আর দীপ্ত করেছেন রাত্রি-যাপন। দাশুই ওঘর ঠিক করে দিয়েছিল। ও ঘরের ঠিক পাশের ঘরে ছিলেন পূর্ণিমা দেবী। ঐ ঘরের সার্শির বাহিরে সেই মাথার ছায়াটা যে ছায়া দেখে পূর্ণিমা দেবী সেই···

তার পাশের ঘর···নীচে যে ঘরে চণ্ডীবাবু খুন হয়ে ছিলেন, সেই ঘরের ঠিক ওপরে···ওঘরে কেউ শোয়নি। ওঘর কারো জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তারপরে শেষের ঘর খানিতে ছিলেন গদাই চাটুয্যে।···শঙ্কর চৌধুরী আর বিপিন চক্রবর্ত্তী—এরা ছিলেন পুব দিকে কোণের ঘরে—দোতলায়। তারপর ওদিকে অন্য যে সব ঘর—সে সব ঘর খালি। পিসি মাসিরা থাকেন উত্তরের ঘরে।

গুণময়ের মাথায় চিন্তার পাহাড়। এমন হেঁয়ালি···তাঁর বুদ্ধির অগোচর। রাত্রে তিনি বাড়ীতে হাজির···বাড়ী নিস্তব্ধ···চারিদিকে সতর্ক পাহারা—অথচ এতগুলো খুন হয়ে গেল!

যেন নিশির ডাক! পথ ধরে তিনজনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

চণ্ডীবাবুর মনেই শুধু ভয় ছিল, তিনি খুন হবেন। কিন্তু শঙ্কর চৌধুরী, বিপিন চক্রবর্ত্তী—তাঁদের কেউ খুন করবে একথা তাঁরা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবেননি।

রাজ্যের সরীসৃপের মতো অজস্র চিন্তা তাঁর মাথায় কিলবিলিয়ে উঠছে! নিশ্বাস ফেলে গুণময় ভাবলেন—যা হয়ে গেছে 'তার চারা

নেই' এখন কি যে আরো না হতে পারে—এই ভাবনা তাঁকে জর্জ্জরিত করে তুলছে।

কিন্তু ও ছাদে চৌকিদার দুজন···তাদের দেখা গেল না। কি হলো? মন আবার ফিরলো চিন্তার গহনে।···ছোরা ছুড়ে মারা! খুনী ঘরে ঢোকেনি, বেশ—কিন্তু ছোরা ছুড়লো কোথা থেকে···অমন অব্যর্থ তাগ! —তাও একবার ছোড়া নয়!

রামকেষ্ট এলেন—ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কিছু পেলেন?

—না।

—তাহলে···এখানে ভ্যারেণ্ডা ভেজে লাভ?

—তাই ভাবছি।

রামকেষ্ট বললে—থিওরী ঠিক করছেন! কিন্তু না ঘুম, না খাওয়া কাঁহাতক এমন করে বনের মোষ তাড়ানো চলে।

গুণময় বললেন—দ্যাখো. এ ছোরা যে মেরেছে, তা বাইরে থেকে ছুড়ে—এ সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

রামকেষ্ট বললেন—কিন্তু ঐ চওড়া দেওয়াল ও দেয়াল ফুঁড়ে ছোরা আসবে কি করে? এয়ার টাইট্ ঘর—আমরা টেকা দিয়ে কোনোখানটা আর দেখতে বাকী রাখি নি তো। দেওয়ালে, দরজায়, খড়খড়িতে ফাঁক নেই, ফাট নেই—ছোরা এসে পড়লো সটান একেবারে কত্তাদের পিঠে। কি বলবেন স্যর?

গুণময় বললেন—বোধ হয় ঠিক কথাই বলছি রামকেষ্ট। ঘর থেকে কারো যখন বেরুবার উপায় নেই, তখন জেনো খুনী অন্দরে ঢোকেনি—বাইরে থেকেই কাজ সেরেছে। কেন না, বিপিন চক্রবর্ত্তীকে আমরা যখন ও ঘরে রাখি, তখন ও ঘরে মানুষ কেন, একটা টিকটিকি আরশুলা পর্য্যন্ত ছিল না। তার উপর ও ঘর ছিল লক্ করা। তবু বিপিন চক্রবর্ত্তীর পিঠে

ছোরা বিঁধলো কি করে? এমন বেঁধা যে ঐতেই নিমেষে তার প্রাণটা গেল।

রামকেষ্ট শুধু বললেন—হুঁ—কিন্তু আমাদের কাজ এগুলো কি?

গুণময় বললেন—কতক বোধ হয় এগিয়েছে। যাঁদের উপর সন্দেহ সুদৃঢ় রেখে এ কাজে এগুচ্ছিলুম, তাঁদের উপর সে সন্দেহ বিদূরিত হয়ে আমরা এখন ঠিক পথে এগুতে পারবো। একরাত্রে এ কি সামান্য লাভ, ভাবো।

আমাদের তদন্তের ক্ষেত্রকে কতদিক থেকে সরিয়ে সীমাবদ্ধ করতে পেরেছি বাই এলিমিনেটিং সাসপেক্ট্স্…ঠিক তা নয়—ঘটনাচক্রেই আমাদের এ সন্দেহের সমাপ্তি ঘটেছে।

রামকেষ্ট বললেন—হুঁ—এখন তাহলে তিনটি ব্যাপারের সন্ধান করা চাই সব আগে। প্রথম, কি করে তিন তিনজন খুন হলো একই ভাবে? দ্বিতীয়, এ তিন খুনের উদ্দেশ্য? তৃতীয় খুনী কে? একজন মানুষ তিনজনকেই খুন করেছে? না, আলাদা আলাদা খুনী?

গুণময় বললেন—একজনই তিনটি খুন করেছে।

রামকেষ্ট বললেন—হুঁ। তা আপনি এখানে থাকবেন? না, কি বলেন। আমি ভাবছি, একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে যাবো।…তাঁর রিপোর্ট…

গুণময় বললেন—যাও, আমি এখান থেকে নড়বো না…ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডি-এস্ এঁরা এখনি আসতে পারেন— ওয়াহেব খবর দেছে।

—খাওয়া-দাওয়া?

—দীপুর এক মাসিমা আছেন উত্তর পাড়ায়। দীপু সেখানে যাচ্ছে খাবার সেখান থেকে যাতে আসে, বলে আসতে। শুধু আমরাই নই—ঐ মহিলা—গদাই বাবু…

—বেশ… আমিও এখনি আবার ফিরবো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এ ঘোর রাতে কিসের লাগি।"

গুণময় দোতলায় এলেন। পূর্ণিমা দেবী স্নান সেরে নির্দিষ্ট ঘরে বসে আছেন, দু'চোখের দৃষ্টি সামনে খোলা খড়খড়ি ফুঁড়ে বাহিরে নিবদ্ধ। গদাই চাটুয্যে তাঁর ঘরে করছেন পায়চারি। দু ঘরের বাহিরে সতর্ক পাহারা।

গুণময়কে দেখে এক প্রবীণ জমাদার প্রশ্ন করলে—এঁরা এই বাড়ীতেই থাকবেন!

—হ্যাঁ।

—এঁদের খাওয়া দাওয়া?

—ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নীচে যে ঘরে খুন হয়ে গেছে, তার ঠিক উপরের ঘর তালাবদ্ধ। দাশুকে দিয়ে চাবি আনিয়ে গুণময় তালা খুললেন—খুলে সেঘরে প্রবেশ করলেন, দাশুও ঢুকলো তাঁর সঙ্গে।

গুণময় প্রশ্ন করলেন…এ ঘর কতকাল তালা বন্ধ আছে—

দাশু বললে—তা প্রায় ছ মাস সাত মাস।

—কখনো খোলা হয়নি…মানে, তুমি স্থাখোনি খুলতে?

—আজ্ঞে, না।

—হুঁ

এটি শয়ন ঘর। গুণময় পরে সার্চ সুরু করলেন। বড় খড়খড়িগুলোতে পিতলের রড খাটানো মোটা পর্দা। ঘরের, সাজসজ্জা পরিপাটী—আসবাবপত্র অনেক, প্রত্যেকটিই দামী। ঘরের পর্দা, আসবাব, সাজসজ্জা

সাবেকী নয়—আধুনিক ধরণের। ঘরের মাঝামাঝি দেওয়ালের কাছে একটা আলমারি—লোহার আলমারি। বহু কালের আলমারি—গায়ের রঙ চটে গেছে। গুণময় ভাবলেন—এ ঘরে এত বড় আলমারি কেন রাখা হলো। আলমারির চাবি খোলা—কপাটও বন্ধ নয়। আলমারির মধ্যে কিছু নেই।

দাশু বললে—এ সিন্দুক সে এসে ইস্তক এমনি খোলা দেখছে।

গুণময়ের মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন?

কাজে যদি না লাগে, তাহলে সাবেকী এ আলমারি দোতলার ঘরে এমন আসবাবপত্রের সঙ্গে রাখা হলো কেন? তাঁর মনে হলো সবটাই কেমন অসাধারণ. যেন বাড়ীর অন্য কোনো ঘরের সঙ্গে এ ঘর খাপ খায় না।

গুণময়ের মনে কালো একটু মেঘের উদয়···ঐ আলমারি এবং এই ঘর— খুনের সঙ্গে এ দুটির কোনো যোগ নেই তো।

আলমারির কপাট ধরে টানলেন···আলমারি খুলে গেল। ভিতরে কিছু নেই। শুধু কতকগুলো আর্শুলা···নিরাপদ আশ্রয়ে আলো বিঘ্নের উদয়ে সেগুলো ফরফরিয়ে উঠলো।

গুণময়ের হঠাৎ নজর পড়লো আধপোড়া একটুকরো সিগারেটের উপর। সেটুকু তিনি কুড়িয়ে নিলেন।···ভাঙ্গা সিগারেট।

গুণময় চাইলেন দাশুর দিকে···ডাকলেন—দাশু···

দাশু ফিরে তাকালো।

গুণময় বললেন—কতকাল এ ঘর খোলা হয় নি, বলতে পারো?

—ছ সাত মাসের মধ্যে আমি তো খুলতে দেখিনি।

পোড়া সিগারেটটুকু তাকে দেখিয়ে গুণময় বললেন—দেখেছো?

—পোড়া সিগ্রেট।

—হুঁ—কে সন্ত খেয়েছে যেন।···এ দিকটা এখনো ভিজে ঠেকছে। এ ঘরে কেউ ছিল নিশ্চয় আজ না থাকুক, কাল নিশ্চয় সিগারেট খেয়ে এটুকু ফেলে গেছে।

দাশু কোনো জবাব দিলেনা···বিমূঢ় দৃষ্টিতে হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো গুণময়ের পানে।

গুণময় বললেন—দ্যাখো তো দাশু বাহিরে গিয়ে···পুলিশের কোনো বাবু কাছাকাছি আছে কি না। কাকেও বরং এ ঘরে ডেকে আনো··· এখনি। বলবে, ভয়ানক দরকার। দাশু গেল বেরিয়ে।

গুণময় সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাইলেন।

ওয়াহেব ছিল নীচে—দাশু তাকে ডেকে আনলো।

ওয়াহেবকে গুণময় দেখালেন সেই পোড়া সিগারেটটুকু...বললেন—সদ্য খাওয়া মনে হচ্ছে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাল কে এ সিগারেট খেয়েছে, বলতে পারো?

—আজ্ঞে, না।

—হুঁ।

চিন্তার গহনে গুণময়···হঠাৎ বাহিরে একখানা গাড়ীর শব্দ···বাড়ীর কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

ওয়াহেব বলে উঠলো—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর ডি-এস নয় তো। দেখি, ত্বরিতে ওয়াহেব ছুটলো গাড়ীর উদ্দেশ্যে।···ফিরলো তখনি তার সঙ্গে মোটা একজন ভদ্রলোক।

দেখে দাশু বললে—উকিল বাবু।

—ও—ইনিই দ্বিজু বাবু—দ্বিজেন্দ্র গাঙ্গুলি ?

গুণময় প্রশ্ন করলেন—আপনিই দ্বিজু বাবু ?

—হ্যাঁ।

গুণময় বললেন—এ বাড়ীর বৃত্তান্ত শুনেছেন ?

—শুনলুম।

—বেশ, আমরা যেন অকূল সমুদ্রে থই পাচ্ছি না…আপনি এলেন, বাঁচলুম।

আমি পুলিশ অফিসার আর ইনি হলেন বালী থানার ইনচার্জ অফিসার। খুনের পর খুন আমাদেরও প্রায় মরবার দাখিল…

সংক্ষেপে দ্বিজু বাবুকে গুণময় সব বৃত্তান্ত বললেন। তারপর দাশুকে বললেন—এটা হলো পিরামিড সিগারেট—এ বাড়ীতে কাকেও তুমি পিরামিড সিগারেট খেতে কখনো দেখেছো ?

—বাবু খেতেন।

—চণ্ডীবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে পাঁচ ছটা করে টিন কিনে আনতেন। এখনো তাঁর বসবার ঘরে মজুত টিন পাবেন।

গুণময় বললেন—ব্যাপার খুব ঘোরালো। ঘরে ছিল তালা চাবি দেওয়া, অথচ আলমারির ভিতর থেকে বেরুলো এই সদ্য খাওয়া পোড়া সিগারেট এবং এ হলো চণ্ডীবাবুর সখের সিগারেট—অথচ চণ্ডীবাবু কাল সন্ধ্যা রাত্রেই সিগারেট সেবার অতীত লোকে যাত্রা করেছেন এবং এই তালা বন্ধ ঘরের ঠিক নীচের ঘরে তিনি খুন হয়েছেন। বাংলা ফিল্মের গল্পেও এমন অঘটন দেখা যায় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"খেলতে এলো ভবের হাটে।"

দ্বিজু বাবুকে নিয়ে গুণময় এসে বসলেন নীচেকার বসবার ঘরে—অর্থাৎ এ বাড়ীতে পদার্পণমাত্র যে ঘরে প্রথম বসেছিলেন—দীপু খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে—সেও বসলো এঁদের সঙ্গে। ওয়াহেদের ওপর ভার দেওয়া হলো পাহারাদারী যেন কায়েম থাকে, দেখবার জন্য।

দ্বিজু বাবু বললেন—আপনার নামই এতকাল শুনে আসছি···কোনো-দিন দেখা হবে, আলাপ হবে, কল্পনা করিনি।···আপনার টেলিফোন পেয়ে আমি বিহ্বল হয়েছিলুম···কিন্তু এসে যা দেখলুম পাগল না হলে বাঁচি!

গুণময় বললেন—আপনি তো চণ্ডীবাবুকে ভালো করেই—মানে ওঁর মনের পরিচয় পর্য্যন্ত ভালো করে জানতেন—ওঁর কাজকর্ম্ম করে আসছেন চিরদিন—বলতে পারেন খুন হতে পারেন—এ আতঙ্ক আপনার কাছে কখনো প্রকাশ করেছিলেন। আই মীন হ্যাড ইউ হ্যাড্ এনি রীজন্ টু ফোরসী সাচ্ পশিবিলিটি ইন হিজ লাইফ?

ভ্রূ চোখ কপালে তুলে দ্বিজু বাবু বললেন—নেভার! এ রকম কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি কখনো। তাই আমার ভয় হচ্ছে, আপনার তদারকীর কাজে বিশেষ কোনো রকম সাহায্য হয়তো কোরতে পারবো না।

ঘরখানা এবং ঘরের বাহিরে সব কিছু এই মর্ম্মান্তিক সদ্য বিয়োগ বেদনার দরুণ আর্ত্তিক যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। বাহিরে বাগানের গাছপালায় কটা পাখী···দু একটা চিলের চীৎকার বাতাসে ভেসে আসছে—সে শব্দে বুকখানা ছমছমিয়ে ওঠে।

...ন-ঘরের বন্ধ সার্শি খড়খড়িগুলো গুণময়ের কথায় খোলা হচ্ছে।

গুণময় কি ভাবছিলেন, ত্রিভুবাবু বললেন—কী শকিং! এক রাত্রে বাড়ীতে তিন তিনজন মানুষ খুন। অথচ বন্ধুত্ব ছাড়া তিনজনের মধ্যে আর কোনো রকম যোগসূত্র ছিল না।

গুণময় বললেন—চণ্ডীবাবু ইঙ্গিতেও কখনো আপনাকে একথা বলেন নি যে তাঁকে কেউ খুন করতে পারে?

—না। আমার সঙ্গে তাঁর যে সব বৈষয়িক কাজকর্ম হয়েছে তার মধ্যে নোংরা কিছু ছিল না—সব কাজই ছিল কোয়াইট ফেয়ার এ্যাণ্ড ক্লীন।

—আচ্ছা, এই চার জনের নাম বা কোনো কথা আপনি কখনো শুনেছিলেন চণ্ডীবাবুর কাছে? নাম হলো—শশাঙ্ক চৌধুরী, বিপিন চক্রবর্ত্তী, গদাই চাটুয্যে আর পূর্ণিমা দেবী।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ত্রিভুবাবু কি ভাবলেন, তারপর বললেন—না, এঁদের নাম আমি কখনো শুনিনি, তাছাড়া এ বাড়ীতে আমার আসা যাওয়া ছিল হামেশা···এদের কাকেও আমি চোখে দেখিনি কখনো। আমার সঙ্গে চণ্ডীবাবু কাজ করছেন প্রায় দু বছর! ভদ্রলোক বাচাল ছিলেন না, বেশ গম্ভীর ধাতের মানুষ।

ওয়াহেব এলো—কথায় বাধা পড়লো। এসে ওয়াহেব ডাকলো—হুজুর?

—কি হলো ওয়াহেব?

ওয়াহেব বললে—আজ্ঞে আপনার ঐ গদাই বাবু ভয়ানক গোলমাল লাগিয়েছেন। উনি বলছেন, হয় আমায় ছেড়ে দাও না হয় গ্রেফতার করে থানায় পাঠিয়ে দাও এখনি—তা যদি না করো তো আমি গলায় ফাঁসী টেনে আত্মহত্যা করবো। ভয়ে আমার এমন হয়েছে···বলছেন, খোলা বাতাসে আমি গিয়ে বসতে চাই।

গুণময় বললেন,—বেশ তো···উনি আসামী নন্—এতবড় বাড়ী বাগান, খুশীমতো বেড়ান না!

ওদিক থেকে গদাই চাটুয্যের চীৎকার শোনা গেল—খুনী বলেন, বেশ কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে চলুন। খুনী না হই, কিসের জন্য আটকাবেন? আমায় যেতে দিন—এখানে আমি থাকবো না।

তার স্বরে অনুযোগ অভিযোগ তুলে গদাই চাটুয্যে দ্রুত পায়ে এখানে এসে হাজির।

ওয়াহেব বললে—না, আপনি ভয়ানক বিরক্ত করছেন!

গদাই চাটুয্যে বললে—বটে! আপনারা যা খুশী, তাই করবেন আর আমাকে সব মেনে চলতে হবে! কখখনো না।

গুণময় বললেন—ওঁকে এখানে থাকতে দাও, ওয়াহেব···যেখানে ওঁর খুশী। তারপর তিনি চাইলেন গদাই চাটুয্যের পানে, বললেন,···না, না, আপনার যেখানে খুশী থাকুন···তবে আমাদের তদন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না মোটামুটি রকম সারি, দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন···সকলে মিলে কাজ করলে ফল পাবার সম্ভাবনা নয় কি?

বিভু বাবু বললেন—কিন্তু ওঁর উপর যদি আপনাদের সন্দেহ মাত্র না থাকে, তা হলে উনি যেতে চাইলে যেতেই বা দেবেন না কেন?

সন্দেহ না থাকলেও একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি···এনা··· গুণময় বললেন, তাই, মানে—আচ্ছা আপনি ঘরে থাকবেন না— খোলা বাতাসে থাকবেন বলছেন···বাগানে থাকুন।

গদাই চাটুয্যে আবার ছাড়লো হুঙ্কার—নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি, তার মানে নিঃসন্দেহ হবেন কখন, যখন আমার পিঠে ছোরা বিঁধবে, আর সে ছোরার ঘা খেয়ে আমার হবে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি···ঐ চন্দন ভদ্রলোকের মতো?

গুণময় জবাব দিলেন না—একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গদাইএর পানে।

গদাই চাটুয্যে বললেন—সন্দেহ কিসের? আমি এতগুলো খুন করেছি?

গুণময় বললেন—শেষ সংহত কণ্ঠ—বললেন—খুন স্বহস্তে করেন নি হয়তো খুনী সঙ্গে ষড়…

গদাই বললেন—ষড়! বাঃ বাঃ বাঃ—রে, কে খুন করলে, ভূতে না মানুষে. ঠিক নেই…জানিও না আমি—আর আমার আছে ষড়…। পুলিশের তো মুরোদ, একখানা থালা চুরি গেলে চোর ধরতে পারে না—আমরা যদি চোরকে ধরে দিতে পারি তবেই—আর ঐ মুরোদ নিয়ে আপনারা করবেন খুনের এতগুলো কিনারা! আপনারা ধরবেন খুনী?

গুণময় বললেন—কি করবো…আপনি যা খুশী গালাগাল দিলেও আমরা নিরুপায়। আসল কথা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আর পুলিশ সাহেব এখনই আসবেন…যদি তিনি আপনাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন তাই…তাঁরা এসে বললেই আপনাদের ছেড়ে দেবো।

গদাই চাটুয্যে বললে—চমৎকার ব্যবস্থা…না আসামী…না খালাস…ত্রিশঙ্কুর দশাও এমন ছিল না মশাই!

গুণময় বললেন—আপনার সঙ্গে আর তর্ক করতে চাইনা। এ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে যেখানে খুশী যেতে পারেন, বসতে পারেন, বেড়াতে পারেন—শুধু গেটের বাহিরে নয়…এই হলো শেষ কথা আমার।

গজ্ গজ্ করতে করতে গদাই চাটুয্যে একদিকে গেল চলে।

ওয়াহেদ বললে—ওদের যেমন পীড়ন চলেছে, আমাদেরো তেমনি। তবে ওঁদের জীবন এখনি হয়তো শেষ হবে। আমাদের কিন্তু—

কথাটা শেষ না করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওয়াহেব তাকালো গুণময়ের পানে।

দ্বিজু বাবু বললেন—হুঁ—এখন আমার শেষ করুন তো...আমায় কি কি কথা জিজ্ঞাসা করতে চান...যা জানি। সব বলবো।

গুণময় প্রশ্ন করলেন—চণ্ডীবাবু অনেক টাকার মালিক। মানে, রীতিমত ওয়েলথি ম্যান ছিলেন?

দ্বিজু বাবু বললেন—এককালে খুবই ধনী ছিলেন, মানে, ওয়াজ ভেরি রিচ।

গুণময় বললেন—ও—

দ্বিজুবাবু বললেন—দেড় বছর আগেকার কথা। চণ্ডীবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ সবে সুরু...একদিন এসে আমার হাতে দিলেন আশি হাজার টাকা—নগদ! দিয়ে বললেন, যেন ভালো দেখে শেয়ার-বণ্ড কিনে দিতে হবে। আমি দেখেশুনে কতকগুলো কোম্পানীর শেয়ার কিনে দিয়েছিলুম সেই সব শেয়ার থেকে উনি ডিভিডেণ্ড পেতেন বছরে প্রায় চার হাজার টাকা—পাক্কা!

গুণময় বললেন—বটে!

দ্বিজুবাবু বললেন—হ্যাঁ, সে সময়ে তিনি বলেছিলেন, বড় মানুষিচাল তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনি চান ভদ্র গৃহস্থের মতো চুপচাপ থাকতে। কিন্তু তার ছমাস পরে আমাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, বিশ হাজার টাকার শেয়ার একদিনের মধ্যে বেচে দিতে হবে। তার ছমাস পরে আরো ত্রিশ হাজার টাকার শেয়ার বেচে দিলুম...অর্থাৎ আশি হাজার টাকার শেয়ারের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার গেল বিক্রী হয়ে—বাকী রইলো ত্রিশ হাজার মাত্র। ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার বেচে তিনি পেয়েছিলেন ছাপ্পান্ন হাজার টাকা। শেয়ারগুলো ছিল খুবই ভালো।

গুণময় বললেন—ছাপ্পান্ন হাজার পেলেন।…এত নগদ টাকায় কি তার প্রয়োজন হয়েছিল, বলতে পারেন দ্বিজু বাবু? চণ্ডীবাবু আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?

দ্বিজু বাবু বললেন—না। সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি—আমিও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি।…শুধু মন্তব্য করেছিলুম—এত ভালো শেয়ার বেচে ফেলবেন—দিনে দিনে ও শেয়ারের দাম উঠছে।…তিনি জবাব দিয়েছিলেন—উপায় নেই, দ্বিজু বাবু—নগদ টাকার ভয়ানক দরকার।…অর্থাৎ সে সময় তাঁকে অত্যন্ত কাতর উদ্বিগ্ন দেখেছিলুম—যাকে বলে উয়োরিড্ এ্যাণ্ড ডিষ্টার্ট্। তাছাড়া তাঁর টাকা তিনি নিয়ে যা খুশী করতে পারেন—আমার কি অধিকার, নিরস্ত করার। তবে এটুকু বলেছিলুম তাঁকে যে এ টাকা নিয়ে যেন যা-তা স্পেকুলেশান না করেন। আমার এ কথার জবাবে একটু মলিন হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন,—না।

গম্ভীর ভাবে গুণময় বললেন—হুঁ।

দ্বিজু বাবু বললেন,—হ্যাঁ, তারপর এই মাস দুয়েক আগেকার কথা—চণ্ডীবাবু হঠাৎ একদিন আমার কাছে এসে হাজির। এসে বললেন, আরো পঁচিশ হাজারের শেয়ার বেচে দিন…এখনি। দিতে হলো বেচে। তারপর আরো পাঁচশো টাকার শেয়ার তিনি নিজে থেকে বেচেছেন। আমার কাছে ওঁর সে আশি হাজার টাকার শেয়ারের মধ্যে পড়ে আছে এখন সাড়ে চার হাজার টাকার মাত্র।

শেয়ার মার্কেটে শেয়ার নিয়ে যাঁরা ফুটবল খেলে বেড়ান…গোল খাচ্ছেন, গোল দিচ্ছেন…তাঁদের নাম গুণময়ের মনে যেন এনগ্রেভ করা আছে…সে সব নামের সঙ্গে কৈ চণ্ডীবাবুর নাম তো কখনো এনগ্রেভ হয়নি. শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে ইনি ছিলেন না। দ্বিজুবাবু বললেন,

বড় মানুষী চাল চণ্ডীবাবুর ছিল না—সাদাসিধা গৃহস্থের চালে তিনি চলতেন । একখানা মোটর গাড়ী আছে…সাবেকী মোটর । ও মোটর এখনকার বাজারে বেচতে গেলে তিন চারশো টাকার বেশী দাম মিলবে না । মাসের মধ্যে বিশদিন এ মোটর থাকতো গেরাজে বন্ধ ।

ওয়াহেব প্রশ্ন নিক্ষেপ করলো—জুয়া খেলতেন !

দীপু বললে—শেয়ারের বাজারে বেনামে স্পেকুলেশান…দ্বিজু বাবুকে না জানিয়ে ?

দ্বিজু বাবু বললেন,—না । শেয়ার মার্কেটে কিছু করলে আমার কাণে সে খবর আসতোই ।

গুণময় বললেন…হয়তো কোনো গুপ্তকথা প্রকাশ করে দেবে বলে' কেউ শাসিয়েছিল—ব্ল্যাক-মেইলিং পার্পোজে ।

—গুপ্তকথা প্রকাশ ! দ্বিজু বাবু সবিস্ময়ে তাকালেন গুণময়ের পানে ।

—হুঁ । গুণময় বললেন হয়তো কোনো গুপ্ত কথা প্রচার করে দেবে বলে কেউ শাসিয়েছিল, এজন্য তার মুখ বন্ধ করতে ঐ সব শেয়ার ওঁকে বেচতে হয়েছিল ।

—কে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে ? এ প্রশ্ন দীপু নিক্ষেপ করলো দ্বিজু বাবুকে উদ্দেশ করে ।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেব উঠলো লাফিয়ে, বললো—হয়তো এই চারজনের মধ্যে কেউ শাসিয়েছিল !…উড়ো চিঠি দিয়ে হয়তো ।

গুণময় বললেন…বিচিত্র নয়—তবু এ থেকে খুনের রহস্য আবিষ্কার হতে পারে না । তাছাড়া এ ভাবে ভয় দেখিয়ে যারা টাকা আদায় করে তারা সোণার হাঁসকে মেরে ফেলে না—বাঁচিয়ে রাখে ।

দীপু বললে—এমন তো হতে পারে…ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা তারা

আদায় করেছে…শেষে উত্যক্ত হয়ে চণ্ডীবাবু হয়তো আর দেবেন না বলে হাঁকিয়ে দেছেন তাই…

ওয়াহেব বললে—এঁরাই হয়তো ব্ল্যাকমেল করতো…

সায় দিয়ে দীপু বললো—হুঁ—তাই কজনকে নেমন্তন্ন পত্তর দিয়ে জড়ো করা আর ওদিকে গুণময় বাবুকে চিঠি লিখে আনানো। রাত্রে এখানে ওদের হাতে-নাতে এঁর কাছে সমর্পণ। এ হতে পারে না, স্যর।

মাথা নেড়ে গুণময় বললেন—এ থেকে খুনের একটা উদ্দেশ্য উদ্ধার করা চলে কিন্তু তাহলে শশাঙ্ক চৌধুরী আর বিপিন চক্রবর্ত্তী খুন হবেন কেন? কে এঁদের খুন করলো? কেন করলো? কোথা দিয়েই বা করলো?

দীপু বললে,—তাহলে বলতে হয় পূর্ণিমা দেবী কিম্বা ঐ গদাই বাবু খুন করেছেন! এঁদের দুজনের মধ্যে একজন বোধ হয় এ কীর্ত্তি করেছেন। শশাঙ্ক চৌধুরী আর বিপিন চক্রবর্ত্তী হয়তো জেনেছিলেন, এঁরা চণ্ডীবাবুকে খুন করেছেন,—পাছে সেকথা ওঁরা ফাঁশ করে দ্যান্—তাই এঁরাও হলেন সাবাড়! যে মানুষ একজনকে খুন করতে পারে, তার পক্ষে অনেককে খুন করা—অবশ্য সুযোগ-সুবিধা পেলে—খুবই সহজ।

একাগ্র মনোযোগে গুণময় সব কথা শুনলেন। শুনে তিনি বললেন,—তোমার এ থিওরী উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক চৌধুরী আর বিপিন চক্রবর্ত্তীকে এঁরা দুজনে খুন করতে পারেন না—কোথা দিয়ে ওঘরে ঢুকবেন?…বিশেষ বিপিনের বেলায় আমরা রয়েছি ঘরের ঠিক বাহিরে—আর কি চকিতে এ কাজ হলো বলো তো!

ওয়াহেব বললে—স্যর ঠিক কথাই বলেছেন। গদাই বাবু আর ঐ ভদ্র মহিলা নিজের নিজের ঘরে ছিলেন…আর দুজনের ঘরের সামনে সজাগ পাহারা, নাঃ…আপনার এ কথা খাটে না, দীপুবাবু।

গুণময় বললেন,—খুনীকে পাওয়া যাবে না বোধ হয়। এটা ছেড়ে বরং দেখা যাক, ছোরা কোথা থেকে ঐ পজিশনে ছোড়া যেতে পারে? অথচ এঁরা যদি নির্দোষ হন, তাহলে খুন করলে কে?

এ কথার পর সকলে চুপ—কারো মুখে কথা নেই। দ্বিজু বাবু সিগারেট ধরালেন…তারপর এ্যাটাচিকেশ খুলে একখানা কাগজ বার করে দ্বিজু বাবু বললেন—এদিকে পঁচাত্তর হাজার টাকার থানচাল হলেও চণ্ডীবাবু বেশ মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর করিয়েছিলেন। তাঁর পলিশি এই আমার কাছে—দেখুন দিকিন্ এ থেকে কোনো হদিশ পান কি না!

এ কথায় গুণময়ের দুচোখে আশার আলো প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—

—মোটা টাকার পলিশি!

পলিশি খানা গুণময়ের হাতে দিয়া দ্বিজুবাবু বললেন,—আজ্ঞে হ্যা— একলাখ টাকার পলিশি। পলিশি বজায় আছে…প্রিমিয়াম বরাবর ঠিকঠাক দিয়ে এসেছেন।

গুণময় পলিশি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন—তারপর বললেন—একথা এতক্ষণ বলেননি, আপনি। অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকতে হয়তো তাঁর দাম ছিলনা, কিন্তু মারা গেলেই…সে মৃত্যুর দাম একলাখ টাকা…এথেকে নিশ্চয় হদিস পাবো, মশাই!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই দিনের আলোক

দীপু বললে—উনি কোন উইল করেছেন ?

দ্বিজুবাবু বললেন—হুঁ। দশদিন আগে আমাকে দিয়ে উইল করিয়ে সে উইল রেজিষ্ট্রী পর্য্যন্ত করিয়েছেন।

গুণময় বললেন—সে উইলে ব্যবস্থা কি করেছেন ?

দ্বিজুবাবু বললেন—চণ্ডীবাবুর এক ভাই আছেন···ছোট ভাই। তাঁর নাম কালিচরণ। তিনি অন্যত্র থাকেন—আমি তাঁকে চোখে দেখিনি কখনো। বলেছিলেন, ঐ ভাই ছাড়া দুনিয়ায় তাঁর আর নিকট আত্মীয় কেউ নেই। সহোদর ভাই। বয়সে ওঁর চেয়ে ৬ বছরের ছোট।··· এই বাড়ী বাগান···তাঁর যাকিছু টাকাকড়ি সবই ওঁর মৃত্যুর পর পাবেন তাঁর ঐ ছোট ভাই কালিচরণ দত্ত।

ওয়াহেব বললে—চণ্ডীবাবুর স্বাস্থ্য ভালো··· মৃত্যুর তো সম্ভাবনা নেই···কাজেই টাকাটা চট্‌পট্ হাতে আসবে বলে ঐ ভাইই···

চিন্তাকুল কণ্ঠে গুণময় বললেন—সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এখনি এ কথা জোর করে বলা চলে না।···তারপর তিনি চাইলেন দ্বিজুবাবুর পানে, বললেন—এই কালিবাবুকে আপনি কখনো দেখেননি বলচেন।

—না।

গুণময় বললেন—কালিচরণ কোথায় থাকেন—জানেন ?

—শুনেছি, কলকাতার মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে। ঠিকানা এই উইলেই আছে।···এই যে দেখুন না।

উইলে কালিচরণের ঠিকানা দেখে গুণময় বললেন—হুঁ…

বিজু বাবু বললেন—এখানে আসবার আগে কালীবাবুর কাছে আমি লোক পাঠিয়েছি চিঠি দিয়ে। এখানকার এ খবর জানিয়ে তাঁকে এখনি এখানে আসবার কথা লিখেছি। তিনি এলে এখানকার জিনিষপত্রের লিষ্ট করা…তা ছাড়া চণ্ডীবাবুর সৎকার। উইলে আমায় করে গেছেন একজিকিউটার।…সে চিঠি পেয়ে কালিচরণ নিশ্চয় আসবেন। এত টাকার মালিক হবেন…তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বছর খানেক যাবৎ শুনেছি, বেকার, কাচ্ছাবাচ্ছাও অনেকগুলি!

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে দীপু বলে উঠলো—বাঁচা গেল। এতক্ষণে ক্লু পাওয়া গেল।

গুণময় ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, বললেন,—চট্ করে এতখানি আশা করো না। ঐ ইনসিওরেন্সের টাকার জন্য একথা মেনে নিলেও আরো বহু সমস্যা আছে।

ওয়াহেদ বললে,—এখনো সমস্যা!

—হুঁ। গুণময় বললেন—একের নম্বর সমস্যা: চোখ রাঙানির ভয়ে চণ্ডীবাবু টাকা দিতেন…এ সমস্যার মীমাংসা চাই।

দীপু বললে—মীমাংসা ঐ টাকা! তাই কালিচরণের উপর চণ্ডীবাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না…থাকলে আপনার চিঠিতে আভাস ইঙ্গিতে কি আর তা জানাতেন না? তাঁর সন্দেহ ছিল এই চারজনের উপর। এত বড় পৃথিবীতে সব লোককে ছেড়ে মাত্র এই চারজনের নাম করেছেন…সুতরাং এই চারজনের মধ্যেই একজন তাঁকে খুন করেছেন… এ সন্দেহ এখনো আমার মন থেকে দূর হয়নি, স্যর।

দীপুর মুখের কথা লুফে নিয়ে ওয়াহেদ বললে—নিশ্চয়।…আমার সন্দেহ এই পূর্ণিমা দেবীর উপর। ভোরের দিকে তাঁর ঐ চীৎকার…তার

সঙ্গে শার্শির কাঁচভাঙ্গা···ওটা স্লো এ্যাকৃটিং।···কেন বলি···চণ্ডীবাবু বিয়ে থা করেন নি···পয়সাওলা মানুষ···বদ খেয়ালি নিশ্চয় কিছু ছিল, এবং বাইরে সুনাম রেখে গোপনে···না হলে ব্ল্যাকমেইলের কথা উঠতে পারে না। সেই ব্ল্যাকমেইলিংয়ের মধ্যে এই পূর্ণিমা দেবীর নাম তিনি যখন বাদ দেননি, তখন আমার মনে হয় স্যর···পূর্ণিমা দেবীটি অন্য ধাতের জীব। ভদ্রবেশ দেখে ভুল করবেন না স্যার। ভদ্রমহিলাও বথামি করেন—আর ভদ্র মহিলা যদি বখেন তাহলে তাঁর কীর্ত্তি চরিত্রহীনা মেয়েদের কীর্ত্তিকে ছাপিয়ে যায়।

গুণময় মন দিয়ে কথাগুলো শুনলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

দ্বিজু বাবু বললেন—পূর্ণিমা দেবীটি ভদ্র মহিলা?

দীপু দিলে জবাব, বললে—চেহারা আর পোষাক দেখলে মনে হয় বটে!

দ্বিজুবাবু বললেন—সধবা?··· না, বিধবা?

দীপু বললে—সিঁথেয় সিঁদুর নেই।···বেশভূষায় বিলক্ষণ নজর!

দ্বিজুবাবু বললেন—একটু শ্লেষ মিশ্রিত সুরে—একালে প্রগতি—মেয়েদের মধ্যে অনেকে ওটা ছেড়ে দিচ্ছেন···কুসংস্কার বলে। তা থেকে—

ওয়াহেব বললে—আমি বলি স্যর ওঁকে ডেকে ওঁর কুলপরিচয়টুকু জেনে নিন—কে স্বামী, আছেন, না, মারা গেছেন। কেনই বা উনি এখানে এক ব্যাচিলর ভদ্রলোকের ঘরে সন্ধ্যার পর আসেন নিমন্ত্রণ···

দীপু বললে—ওঁর আসার মধ্যে কেমন একটু যেন কদর্য্য আভাস··· এ স্যর, আমি বলবোই!

গুণময় বললেন—বেশ ওঁদের কুলুজী সংগ্রহ করা যাক···দ্বিজুবাবুও

আছেন—সুরু করি গদাই বাবুকে নিয়ে। ওঁকে আনাও—স্পষ্ট ওঁকে জিজ্ঞাসা করি, কখনো ব্ল্যাকমেইলিং···

দ্বিজুবাবু বললেন—নাইস্ আইডিয়া !

গুণময় বললেন—এখবর এতক্ষণ পাই নি তো—গদাই বাবুকে আনো ওয়াহেব···

মহাখুশী···ওয়াহেব গেল বেরিয়ে।

বারান্দা থেকে ওয়াহেব দেখে, বাগানে বসে গদাইচাটুযো ! ডাকলো—ও মশাই···ও গদাই বাবু···একবার এদিকে আসুন দয়া করে'—

গদাই গ্রাহ্যও করলো না···

ওয়াহেব বললেন—কেমন মানুষ আপনি !···ডাকছি, তা গ্রাহ্য নেই ! ও মশাই ও গদাই বাবু—

এবারও কোনো জবাব নেই !

ঘরে বসে গুণময়, দ্বিজুবাবু···শুনলেন একথা··· তাঁরা আশ্চর্য্য হলেন ···ভাবলেন রাগ ?

ওয়াহেব আবার হাঁকলো বারান্দা থেকে—ঘুমোচ্ছেন নাকি বসে··· ও গদাই বাবু···

গুণময়ের মনটা ছ্যাৎ করে, উঠলো তিনি এলেন বারান্দায়—তাঁর সঙ্গে দ্বিজু বাবু···দীপ্ত—তাঁরাও।

বেরিয়ে এসে দেখেন, বাগানে পাথরের সেই বেঞ্চে গদাই চাটুয্যে বসে আছে···নিথর···নিস্পন্দ !

গুণময়ের বুকের স্পন্দন যেন···মানুষ বসে এমন করে ঘুমোতে পারে ? তিনি ত্বরিতে এলেন গদাইয়ের কাছে···ডাকলেন—গদাই বাবু—সাড়া নেই···গায়ে হাত দিলেন—দিয়েই চমকে সরে এলেন। গদাইয়ের পিঠে

ছোরা বিঁধে আছে—জামার পিঠ রক্তে রাঙা···ছোরার বাঁট তেমনি পিতলের···

নিশ্বাস ফেললেন...ছোরার ফলায় প্রাণের চিহ্ন নেই। এই বাগানে ···এমন খোলা জায়গা, দিনের সুস্পষ্ট আলো—অদৃশ্য খুনী এখানে এসে বেচারী গদাই চাটুয্যেকে শেষ করে' গেছে!

সকলে নির্বাক যেন পাথরের মূর্ত্তি···নিস্পন্দ···নিথর!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

'নাচে রণরঙ্গে'

ভীত স্তম্ভিত ভাব কাটলে নিশ্বাস ফেলে দীপুই প্রথমে কথা কইলে, বললে—চারজনের মধ্যে একজন শুধু বাকী! পূর্ণিমা দেবী…এবারে তাঁর পালা!

ওয়াহেব বললে—কিন্তু উনিই তো কর্ত্রী!

দ্বিজু বাবু বললেন,—বিচিত্র নয়। নৃমুণ্ডমালিনীর কল্পনা ঐ নারীকে নিয়েই তো। কোনো পুরুষ দেবতা নৃমুণ্ড নিয়ে লীলা করেছেন—কোনো শাস্ত্রপুরাণে এমন নজীর নেই।

গুণময় কোনো জবাব দিলেন না…চিন্তার রাশি লক্ষ লক্ষ সরীসৃপের মতো তাঁর মাথার মধ্যে কিলবিল করছে। দিনের আলোয়…বাগানে—তাঁরা রয়েছেন কাছে—এবং সজাগ তার মধ্যে গদাই চাটুয্যে হলেন খুন।

এমন অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য! পূর্ণিমা দেবী কোথায়?

দীপু চক্ষের নিমেষে চারিদিক ঘুরে এলো! এসে দম নিয়ে বললে দোতলায় ওদিককার ঘরে পূর্ণিমা দেবী বসে আছেন…নিশ্চয় ওঁর কাজ, গুণময় বোঝাচ্ছিলেন দ্বিজুবাবুকে—ছোরা ছুড়ে একাও চলেছে? কাছে এসে ছোরা মারা নয়—

দীপুর কথা শুনে দ্বিজুবাবু বললেন—একজন স্ত্রীলোকের হাতে এত জোর আর এমন অব্যর্থ হবে তার তাগ। এ ছুরি ছোড়া রীতিমত ওস্তাদী ব্যাপার, মশায়।

দীপু বললে—আর এই একই রীতিতে সব কটা খুন।

গুণময় বললেন—কিছু তফাৎ আছে দীপু। গদাই বাবু খুন হলেন খোলা জায়গায়—দিনের আলোয় সকলের চোখের উপর বললে চলে। চণ্ডীবাবু খুন হয়েছেন সন্ধ্যার সময়…কেউ সতর্ক হুঁশিয়ার হবার আগে। শশাঙ্ক চৌধুরী আর বিপিন চক্রবর্তী খুন হয়েছেন গভীর রাতে…বন্ধ ঘরের মধ্যে।

দীপু বললে—এখনি চলুন স্যর…পূর্ণিমা দেবীর কাছে…আই টু কনফ্রণ্ট হার।

গুণময় বললেন,—হুঁ চলো…

দুজনে দোতলার সিঁড়ির কাছে এসেছেন, এমন সময় চৌকিদার ঈশান মোড়ল এলো দোতলা থেকে নেমে, বললে—মেয়ে লোকটি দোতলায় থাকবেন না—ভয়ানক ভয় পেয়েছেন বললেন, এখানে যদি থাকতে হয়ত আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

তার একথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অধীর ত্রস্ত চরণে পূর্ণিমাদেবী এলেন নেমে…বিবর্ণ মুখ…পাগলের মূর্তি।

গুণময়কে দেখে তিনি বলে উঠলেন—আমায় যেতে না দেন, মেরে ফেলুন, মেরে ফেলুন—এ আতঙ্কে এমন আধমরা হয়ে আমি একদণ্ড আর থাকবো না।

দীপু বললে শ্লেষ ভরা কণ্ঠে—গদাই বাবু খুন হতেই এ আতঙ্ক এখন বেড়ে উঠলো!

একথায় পূর্ণিমা দেবীর মুখে চোখে যে ভাব ফুটলো…মনে হোলো বুঝি এখনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন! চাপা গলায়

কোনোমতে তিনি বললেন—আবার খুন! ... সিঁড়ির রেলিং ধরে সিঁড়িতে বসে পড়লেন—মুখ হোলো মরা মানুষের মুখের মতো সাদা!

ওয়াহেব বলে উঠলো—ওপরের ঘর থেকে তাগ করে ছোরা ছুড়ে খুন!

পূর্ণিমা দেবীর মাথা ঘুরছিল···পিছনের রেলিঙে তিনি মাথার ঠেশ রাখলেন।

ঈশান চৌকিদার বললে—উনি স্থর, বিশ পঁচিশ মিনিট আমার কাছে ছিলেন—ঘরের বাইরে বারান্দায়···বাগানের ... যে ঘর ও ঘরে তো ছিলেন না!

গুণময় একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন পূর্ণিমা দেবীর পানে! ওঁর মুখে কি ঘনঘোর আতঙ্কের ছায়া! সে ছায়ায় অপরাধের এতটুকু গ্লানি নেই—তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এটুকু এড়ালো না।

সকলে দোতলায় এলেন···গদাইয়ের দেহের কাছে রইলো হুঁশিয়ার ক'জন প্রহরী।···

দোতলায় এসে প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ···ছা ও ঘুরে দেখলেন···কোথাও সংশয়ের ছাপ নেই।

গুণময় বললেন—দোতলার ঘর থেকে যদি ছোরা ছোড়া হয়ে থাকে, তো এই দুটি ঘরের একটা ঘরের খড়খড়ি দিয়ে। খুনী তাহলে এবাড়ীতে আছে···কিন্তু কোথায়!

... বললে— ... হলে বলতুম, মাছি হয়ে···মশা হয়ে আত্ম-গোপন করেছে।

দেওয়ালে-দেওয়ালে নতুন করে' আবার আঘাত···কোনো দেওয়ালে কিছুই বিশেষত্ব নেই।

গুণময় বললেন—ক' মিনিট আগে আমার মনে হয়েছিল—ডিটেকটিভ নভেলে যেমন পড়ি, দেওয়ালের গায়ে গুপ্ত দরজা আছে··· সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত চলে নির্বিঘ্নে—কিন্তু কৈ, তেমন দেওয়াল তো দেখলুম না।

বিছানাপত্র সার্চ করা হলো—ও-ঘরের বিছানার নীচে থেকে বেরুলো একখানা ছোরা—অবিকল সে ছোরাগুলোর মতো!

ছোরাখানি সকলে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। গুণময় বললেন বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, থিয়েটারী ছোরা···বাজে···কিন্তু আসলে তা নয়। এ হলো মার্কিন মুলুকে তৈরী ছোরা—খুন জখমের জন্য ব্যবহার হয়। দেখচেন, ছোরার মুখ বাঁটের চেয়ে ভারী···দূর থেকে কায়দা ক'রে ছুড়তে পারলে টিপ্ ফশকাবে না, যার উপর পড়বে, তাতে গেঁথে বসবে। তবে এ ছোরা ছুড়তে পাকা হাতের দরকার···স্কিল্‌ড্ এ্যাণ্ড এক্সপেরিয়েন্‌স্‌ড্ হ্যাণ্ডস্। তুমি আমি এ ছোরা ঠিক কাজে ব্যবহার করতে পারবো না। তাছাড়া দেখছো হাতলে এই ক্রশ পার্ট—এটা এক পীশে তৈরী—এর কোনোখানে জোড় নেই।

সকলে দেখলেন, দেখে প্রশ্ন করলেন—এর মানে?

গুণময় বললেন—মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি

এ কথা বলে তিনি ছোরাখানি দু হাতে ধরে বাঁটের মাথায় যে গোল মুক্তি···সেটিতে দিলেন চাপ···সেই সঙ্গে ক্রশপীশেও চাপ দিলেন··· চদিককার অংশ অমনি গেল ভেতরে ঢুকে···বাঁটের মুক্তির সঙ্গে ব্লেডের ঊর্দ্ধপ্রান্তটুকু এসে একেবারে মিশে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচের মতো উগ্র ব্লেডের ডগাটুকুও হলো অদৃশ্য!

গুণময় বললেন—এমনি করে চাপ দিয়ে মুঠোর জোরে যদি এ ছোরা ছুড়ি···তাহলে এ যাতে গিয়ে লাগবে, ঐ ছুঁচোলো ডগা তাতে কষে বিঁধে যাবে! চারখানা ছোরাই এই এক প্যাটার্ণের। আমার বিশ্বাস ছোট স্প্রিং-গানের মধ্যে পুরে এ ছোরা ছোড়া যায়। তা ছুড়লে তাগ একেবারে নির্ঘাৎ হবে। আমি দেখেছি এ হলো আমেরিক··· ছোরা। লাল বাজারে একটা মার্কিণ বদমায়েসকে সার্চ করে এমনি ছোরা মিলেছিল। সেই এর তাগবাগ দিয়েছিল শিখিয়ে বুঝিয়ে। সে আমেরিকানটার নাম ছিল রেলামি। তার নামে য়ুরোপ থেকে এসেছিল গ্রেফ্তারি পরোয়ানা—ঐ রেলামিই, শুনেছিলুম এক ডজন এই ছোরা এনেছিল—এ ছোরা-গুলো হুবহু সেই প্যাটার্ণের!

কথা শুনে দীপু বললে—তাহলে এ খুনের পিছনে আছে, বলুন একটা গ্যাঙ্। সেই গ্যাঙই হয়তো চণ্ডীবাবুর উপর ব্ল্যাকমেইলিং—

ওয়াহেব বললে—ঈশ্বর; শুর শয়তানের কল্পনা করি কিন্তু মানুষের কাছে সে শয়তান মাথা নামিয়ে কুর্নিশ ঝাড়বে···শয়তানীতে।

বিজু বাবু বললেন—যে কল্পনা করে কাল্পনিক চরিত্রের চেয়ে তার সাধুতা বলো, শয়তানী বলো, বুদ্ধি সেরা হবেই তো!

গুণময় বললেন—আমি ভাবচি, গদাই বাবু বেচারা কি অপরাধ করেছিল যে শয়তানটা তাকেও এমন···

কথা শেষ হলো না···গুণময় একটা নিশ্বাস ফেললেন।

দীপু বললে—এ ছোরা চারখানিতে চারজন খুন—বারো ঘণ্টার মধ্যে—পাঁচ নম্বর ছোরা তো এইটে—আরো কত ছোরা কার জন্ম কোথা থেকে কে তাগ করছে কাকে লক্ষ্য করে কে জানে।

গুণময় বললেন—এক কাজ করো··· বাড়ীর দেওয়ালে যেখানে

যে ছবি আছে, ব্র্যাকেট আছে—ঐ সব বন্য জানোয়ারের স্টাফ করা মুণ্ড আছে—সব নামাও···দেখি ওদিক থেকে কোনো হদিশ পাই কি না···এর কিনারা না মেলা ইস্তক এ বাড়ী থেকে এক পা নড়বো না!

গুণময়ের কথামতো তেমনিভাবে তল্লাস সুরু হলো।

তল্লাস চলেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন, পুলিশ সাহেব এলেন।

সব বৃত্তান্ত শুনে গুণময়ের হাতে এ কেসের ভার দিয়ে সাহেব যখন গেলেন, বেলা তখন তিনটে বেজে গিয়েছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'মন যে বলে, চিনি চিনি'

স্প্রিং-গানের সন্ধানে সব ওলোট পালোট করে দেখা হলো। তবু তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

বাগানে যে বেঞ্চে বসে গদাই চাটুয্যে খুন হলো, সেখানে দাঁড়িয়ে গুণময় বললেন—নতুন ধারার নতুন মন নিয়ে সন্ধান করতে হবে···দীপু—ডু এ্যায়োয়ে উইথ অল্ পাষ্ট সাপোজিনস্···বাড়ীতে আছে খুনী—আর তার অমোঘ অস্ত্র স্প্রিং-গান। সকলকেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে সন্ধান করতে হবে।

গুণময়ের মাথায় কল্পনা যেন হাজার রকমে লুকোচুরি-খেলা করছে! হাজার রকমের চিন্তা ছুটে চলেছে···ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো।

দাশুকে তিনি বললেন—এমন কোনো জিনিষ আমায় দিতে পারো, যে জিনিষ খুন হবার আগে...ধরো। সিগারেট কেশ···কিংবা মাথার চিরুণী-ব্রাশ···

দাশু বললে—হুঁ—খুন হবার আগে স্নান করে চিরুণী ব্রাশ নিয়ে মাথা আঁচড়ে তিনি ও ঘরে ঢুকলেন—আমায় বলে গেলেন—তখন আপনি এসেছেন—আমায় বললেন, ওঁকে বসাওগে···আর বলো, আমি এখনি যাচ্ছি।

গুণময় বললেন—বেশ, তুমি সেই চিরুণী-ব্রাশ এনে দাও আমাকে—দাশু আনলো চিরুণী-ব্রাশ।

বোধ হয় মাথায় ক্রীম লাগিয়ে সেই হাতে ব্রাশ ধরে ছিলেন···ব্রাশের গায়ে আঙুলের দাগ লেগে আছে···এই যে।

গুণময় বললেন—এক কাজ করি···এই যে নিত্য ব্ল্যাকমেইলিং—যার জন্য রাশ রাশ টাকা দিয়ে দুর্জ্জনের মুখ বন্ধ করবেন ভদ্রলোক···এ থেকে আমার মনে হয় কম বয়সে হয়তো একদিন তিনি কোনো বে-আইনী কাজ করেছিলেন! নাহলে এত ভয় কিজন্য হবে যে রাশ-রাশ টাকা ছড়াবেন! ···ধরো কোনো কাজে যদি আদালতে সাজা হয়ে থাকে,···তাহলে আঙুলের ছাপ নিশ্চয় আছে—ব্রাশের গায়ে এই ভাখো আঙুলের ছাপ। এ ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দাগী হলে সে ছাপ নিশ্চয় মিলবে!···তা যদি মেলে তাহলে এই ব্ল্যাক মেইলিংয়ের রহস্য খুব সহজে আমরা আবিষ্কার করতে পারবো!

এ কথা মনে উদয় হবামাত্র গুণময় এতটুকু দেরী করলেন না। ব্রাশ নিয়ে তখনি তিনি ছুটলেন মর্গে···সেখানে আছে চণ্ডী দত্তর লাশ।

বলে' গেলেন—আপনারা বসবেন বিভুবাবু—আমি এখনি ফিরবো। ইতিমধ্যে মাথায় একটা আইডিয়া জেগেছে—লাশের আঙুলের ছাপ তো বড় একটা নেওয়া হয়না। আমি বরং দেখি একবার...

গুণময় মর্গে এলেন···তখনো পোষ্ট-মর্টেমের ব্যবস্থা হয়নি···লাশের আঙুলের ছাপ নিয়ে ব্রাশের হ্যাণ্ডেলে আঙুলের যে ছাপ—মিলিয়ে দেখলেন।—না, দুয়ে কোনো মিল নেই—আশ্চর্য্য···তাহলে—

চণ্ডীবাবু খুন হবার আগে এ ব্রাশ তাহলে অন্য লোক ব্যবহার করেছিল! ব্রাশের গায়ে এ ছাপ—তবে কি অদৃশ্য খুনীর?

কিন্তু এ ব্রাশ···ঐ শশাঙ্ক চৌধুরী, বিপিন চক্রবর্ত্তী আর সদাই চাটুয্যে ব্যবহার করেননি! পূর্ণিমা দেবীও না।

এ কাজ সেরে গুণময় যখন চণ্ডীবাবুর গৃহে ফিরলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দীজুবাবু সেখানে ছিলেন।

দীপু বললে—কি হলো স্যর?

গুণময় বললেন—যা হয়েছে, শুনলে আশ্চর্য্য হবে, দীপু। আরব্য-উপন্যাসের গল্পও এতখানি রহস্যময় নয়।

সপ্রশ্ন নীরব দৃষ্টিতে দীপু চেয়ে রইলো গুণময়ের পানে।

গুণময় বললেন—লাশের আঙুলের ছাপ লালবাজারের কোনো আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে না—অথচ ব্রাশে যে ছাপ সে ছাপ মেলে। অর্থাৎ ব্রাশের এ ছাপ আর লালবাজারে রাখা দাগী এক মহাপুরুষের ছাপ—হুবহু মেলে।

দীপু যেন চমকে উঠলো, বললে—বলেন কি স্যর?

গুণময় বললেন—দুটো ছাপ যখন আলাদা—তখন এ ব্রাশের ছাপ নিশ্চয় এই অদৃশ্য খুনীর। এখন সব চেয়ে বড় রহস্য হলো চণ্ডীবাবু নিজে হয় ব্ল্যাকমেইল করে' বেড়াতেন, কিংবা অপরে করতো তাঁকে ব্ল্যাকমেইল! দ্বিতীয় রহস্য আবিষ্কার করতে হবে—সে রহস্য কি করে এ খুন গুলো করা হলো—ম্যানার, হাউ দীজ মার্ডারস্ হ্যাড বীন কমিটেড্!

সেই মশান-ঘরে আবার বসেছে আসর। মরণের এমনি মোহ। এ মোহগ্রাস যেমন করে হোক, বিচ্ছিন্ন করা চাই। সত্য—সমাধান চাই।

দাশু ঢুকলো ঘরে—তার হাতে চিঠি, পোষ্ট কার্ড। পোষ্ট কার্ডখানি চণ্ডীচরণ দত্তর নামে। পোষ্ট কার্ডে লেখা—

দাদা,

হঠাৎ আমাকে কেন যেতে বলেছেন, জানি না। দু এক দিনের মধ্যে নিশ্চয় যাবো, আমার বড় ছেলের খুব অসুখ গেল—বিপদ সবে কেটেছে, সে একটু ভালো থাকে যদি তো কাল বিকেলে নিশ্চয় যাবো।

কালিচরণ

চিঠি পড়ে গুণময় চকিতের জন্য কি ভাবলেন, তারপর বললেন—হুঁ অল্ রাইট্!

রামকেষ্ট বললেন—অল্ রাইট্…মানে?

গুণময় বললেন—খুনীকে পাবো মনে হচ্ছে।

দীপু সাশ্চর্য কণ্ঠে বললে—স্যর!

গুণময় বললেন—ইয়েস- কাল সন্ধ্যার আগে…নিশ্চয় অর্থাৎ কালকের মধ্যে।

রামকেষ্ট বললেন—আপনি নিজেই এবার রহস্য করে উঠলেন!

গুণময় বললেন—মোটে না…এতক্ষণে মাথায় যেন বাতাস লাগলো, তিনি ডাকলেন,—দাশু—

দাশু এলো।

গুণময় বললেন—এক পেয়ালা চা খাওয়াও আমাকে—বেশ ভালো করে বানিয়ো।…তারপর সকলের পানে চেয়ে বললেন—আর কেউ খাবেন চা?

রামকেষ্ট বললেন—নিশ্চয়।

গুণময় বললেন—সকলে খাবো, দাশু।

দাশু গেল চলে।

গুণময় বললেন—একটা মজা দেখবেন ?

সাগ্রহ দৃষ্টিতে সকলে চাইলেন গুণময়ের পানে।

পোষ্টকার্ডখানি সকলকে ভালো করে' দেখিয়ে গুণময় বললেন—ক্যালকাটা জি, পি, ও পোষ্ট মার্ক দেখছেন, এবং দেখুন—এ চিঠি আজ ডাকে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ চণ্ডীবাবুর খুনের কথা খবরের কাগজে ছেপে প্রচার হবার পরে !

অর্থ বোঝা গেল না—সকলের দৃষ্টি প্রশ্ন ভরা।

মৃদু হেসে গুণময় বললেন—খুন হবার আগে চণ্ডীবাবু ভাইকে হয়তো আসতে লিখেছিলেন—কিম্বা তেমন চিঠি না লিখলেও পারতেন। জবাব এমন সময়ে এলো যখন পুলিশ আছে বাড়ীতে—একরকম এভিডেন্স ক্রিয়েট্ করা যেন।

রামকেষ্ট বললেন—তার কারণ ?

গুণময় বললেন—চিঠি লিখে এ আগমন সংবাদ জানাবার কি প্রয়োজন ছিল ? দাদাকে খুন করে গিয়ে এ চিঠি পাঠানো—তাতে নিজের সাফাই সাক্ষী খাড়া করা। তিনি এলে যদি জিজ্ঞাসা করি, চণ্ডীবাবু আপনাকে আসবার জন্য যে চিঠি লিখেছিলেন, সেখানা দেখি তাহলে কখনোই তিনি সে চিঠি দেখাতে পারবেন না।

রামকেষ্ট বললেন—বটে…কিন্তু…

গুণময় বললেন—ভাই কালিচরণ…দাশুর কাছে শুনেছি—এখানে কখনো পদার্পণ করতেন না—আর দাদা খুন হবামাত্র শুভাগমন হচ্ছে। যাক্ তিনি আসবার আগে পূর্ণিমা দেবীর সঙ্গে কিছু কথা—তাঁর জীবন চরিত যেটুকু সংগ্রহ করতে পারি, তাছাড়া তাঁকে সাবধানে রাখা দরকার …কি জানি চারজনের মধ্যে উনিই শুধু এখনো অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন।…

গুণময় গমনোদ্যত হলেন…দু' পা এগিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন—আজ একসঙ্গে সকলে মিলে এখানে রাত্রি যাপন করবো, ভাবছি—কি বলেন ?

দীপু বললে—যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। আমি রাজী।

রামকেষ্ট বললেন—যা বলেছেন—খুব ভালো সাজেশন্—

গুণময় বললেন—আমার মন বলছে আজ রাত্রেও ছোরার ম্যাজিক চলতে পারে…কাজেই এ রাতটা ভয়ানক হুঁশিয়ার থাকবো আমরা…কেবলি মনে হচ্ছে, আজ রাত্রে বোধ হয় পূর্ণিমা দেবীর পালা।

দোতলার বারান্দায় পূর্ণিমা দেবী চুপচাপ বসে…আতঙ্কে শুকিয়ে গেছেন…যেন ম্লান পদ্ম !

গুণময় এসে ডাকলেন—পূর্ণিমা দেবী—

পূর্ণিমা দেবী ফিরে তাকালেন…চোখের দৃষ্টিতে নিরুপায় অসহায় ভাব ! তবু কেমন প্রতিবাদের রোষ স্ফুলিঙ্গ ও-দৃষ্টিতে।

গুণময় বললেন—আপনাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি—

পূর্ণিমা দেবী কঠিন স্বরে বললেন—পরিহাস করার মানে ?

—পরিহাস নয়। আই ফীল্ ইট্, বিশ্বাস করুন। কিন্তু কি করবো…নিরুপায়, এ পুলিশ ম্যান্স্ ডিউটি। আপনার উপর আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই—আপনার অনিষ্ট না ঘটে এই আমার একমাত্র চিন্তা।

পূর্ণিমা দেবী বললেন—আমার কেবলি মনে হচ্ছে—কখন আমার পিঠে ছুরি বিঁধবে !

গুণময় বললেন—আমার মাথায় একটা আইডিয়া জেগেছে…মানে, এপর্য্যন্ত যে মালমশলা পেয়েছি, তা থেকে মনে হচ্ছে, এ রহস্য শীঘ্রই

আবিষ্কার হবে এবং খুনীকেও আমরা পাবো। আপনি অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন...

সকৌতূহলে পূর্ণিমা দেবী বললেন—আমি! সাহায্য!

—হুঁ—মানে, আপনাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করবো...খুব ডেলিকেট কথা—আপনি যদি কোনো অফেন্স না নিয়ে—সে সব কথার জবাব দ্যান।

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে' পূর্ণিমা দেবী বললেন—বলুন, কি কথার জবাব চান।

গুণময় বললেন—আপনি ভদ্রমহিলা—মানে, চণ্ডীবাবুর সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেয়েছি তাতে দেখছি, চণ্ডীবাবুর মনে ছিল নোংরামির পাহাড়... তাই মানে, আপনার মতো ভদ্র মহিলাকে তিনি করলেন নেমন্তন্ন—সংকংকার ব্যাচিলর মানুষ তিনি, আর আপনিও অনায়াসে অসঙ্কোচে এখানে এলেন তাঁর সে নেমতন্ন রক্ষা করতে—এটা একটু কেমন কেমন মনে হয় না?

একটা নিশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা দেবী বললেন বুঝেছি—আমি এখনি বলছি আপনাকে সব কথা—বুঝেছি কি খবর আপনি জানতে চান—আমার জীবনে যে দুর্ভাগ্য ঘটেছিল...

পূর্ণিমা দেবী যে কাহিনী বললেন—তাতে চণ্ডীবাবুর পূর্ব্বজীবনের মসীময় খানিকটা ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হলো—সেই সঙ্গে চণ্ডীবাবুর সঙ্গে পূর্ণিমা দেবীর যা সম্পর্ক—

অর্থাৎ সুখের দিনে চণ্ডীবাবুর সঙ্গে হয়েছিল পূর্ণিমাদেবীর আলাপ পরিচয়। পূর্ণিমাদেবীর স্বামী বিনোদ সেন ছিলেন চণ্ডীবাবুর কারবারের প্রধান কর্ম্মচারী...কোলিয়ারি, জমিদারী দেখা ছিল বিনোদ সেনের কাজ। বিনোদ সেন ছিল চণ্ডীবাবুর ডানহাত। পূর্ণিমাদেবী

ভালো গান গাইতেন…এই গানের লীলায় চণ্ডীবাবু হলেন তাঁর অনুরাগী ভক্ত…দুজনের হলো অন্তরঙ্গতা। বিনোদ সেনকে বৈষয়িক কাজে হামেশা বিদেশে থাকতে হতো এবং বিনোদ সেনের অনুপস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে চণ্ডীবাবু হ'য়ে উঠলেন পূর্ণিমা দেবীর ভাগ্য বিধাতা। পূর্ণিমা দেবীর মনে ছিল সৌখীন সখ, সে সখ পরিতৃপ্ত করতে চণ্ডীবাবুকে তিনি অক্টোপাশের মতো করলেন—কবলিত। নিজেকে চণ্ডীবাবুর হাতে সমর্পণ করে পূর্ণিমাদেবী আদায় করলেন দামী দামী বসন ভূষণ—গভর্ণমেণ্ট পেপার—শেয়ার। কিন্তু এমন দুর্দ্দিন একদিন এসে উদয় হলো…যেদিন সর্ব্বস্ব যায় যায়। তখন নানাদলিল পত্র লিখিয়ে সই করিয়ে চণ্ডীবাবু নিলেন পূর্ণিমাদেবীর কাছ থেকে দশবারো হাজার টাকার গহনা পত্র। পনেরো হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট পেপার আর দশ হাজার টাকার শেয়ার-স্ক্রিপ্ট। সেগুলো পূর্ণিমাদেবী আর উদ্ধার করতে পারেন নি। তারপর বিনোদসেনের হলো জেল…পূর্ণিমা দেবী দু-বছর আর চণ্ডীবাবুর দেখা পান নি—তারপর হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ—অপ্রত্যাশিত ভাবে। একটা পার্টিতে। পূর্ণিমাদেবী তখন চণ্ডীবাবুকে ধরলেন চেপে—তাঁর সর্ব্বস্ব যে নেছেন, শোধ দিতে হবে। নানা অছিলায়…নানা তারিখে চণ্ডীবাবু শোধ দেন পূর্ণিমা দেবীকে পাঁচহাজার টাকা মাত্র। পূর্ণিমাদেবী ভয় দেখান—দলিল পত্র মজুত… তিনি নালিশ মোকর্দ্দমা করবেন। চণ্ডীবাবু প্রতিশ্রুতি দেন—একটু সময় দাও, আরো দশ হাজার টাকা শীঘ্র দেবো।…তারপর সপ্ত এই পরশু তারিখে পূর্ণিমা দেবী পান চণ্ডীবাবুর চিঠি: সন্ধ্যার সময় এখানে আসবার জন্য। ফোনে জানিয়ে ছিলেন, টাকার জোগাড় হয়েছে… দশহাজার দেবেন। নগদ টাকা। দলিলপত্র নিয়ে পূর্ণিমাদেবী যেন নিশ্চয়—নিশ্চয় এবাটীতে আসেন।…

হাতব্যাগ খুলে তিনি দেখালেন গুণময়কে সেই সব দলিল—

গুণময় উৎফুল্ল হলেন। তিনি বললেন—বেশ—আমিও এমন সন্ধান পেয়েছি যাতে…মানে, এ কাগজপত্র আপনি রাখুন নিজের কাছে। আর এই আজকার রাতটা শুধু…আপনাকে আজ নিরাপদে রাখতে চাই—যাতে আপনার গায়ে কুশাঙ্কুরও না বেঁধে! আজ রাত্রে আমি আপনার পাহারায় থাকবো, ব্যবস্থা যা করবো, তাতে আপনার সাহায্য চাই…এতে দুজনেরই স্বার্থ, আপনার স্বার্থ। বেঘোরে অপঘাত মৃত্যু হবে না আপনার—আর আমার স্বার্থ, কেসটা আমি কায়দা করে নেবো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'ঐ বাজে তোমার ভেরী'

রাত্রি। দশটা বেজে গেছে।

চণ্ডীবাবুর গৃহ নিঝুম, নিস্তব্ধ! আকাশে কতকগুলো কালো মেঘ পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র কলার উপর পাখা মেলে বেছে। থমথমে অন্ধকার, যে-ঘরে তিন তিনটে খুন, সে ঘর বন্ধ। সে ঘরের বাহিরে রাধকেষ্ট আর ওয়াহেব দুখানা ইজিচেয়ারে বসে...একটা বাল্‌ব্ জ্বলছে—তারি আলোয় বারান্দা আলো! দুজনে খুব সতর্ক—খুব সজাগ...উৎকর্ণ...কোথাও এতটুকু শব্দ হবামাত্র সে শব্দের উৎস সন্ধান করছে।

দোতলায় সিঁড়ির ওপরে ল্যাণ্ডিং। সেখানে জোয়ান পাঁচজন হুঁশিয়ার চৌকিদার, এই ল্যাণ্ডিংয়ে পূর্ণিমা দেবী একখানা কৌচে অর্দ্ধশায়িত...তাঁর চারদিকে দরজা খড়খড়ি বন্ধ। দীপু আছে এখানে পূর্ণিমাদেবীর পাহারাদারীতে।

যে ঘরে খুন হয়ে গেছে, সে ঘরে মোটা ভারী পর্দ্দার আড়ালে আছেন গুণময়। পর্দ্দার গায়ে দুটি রন্ধ্র...সেই রন্ধ্র পথে দুচোখ রেখে তিনি সতর্ক...দৃষ্টি সেই চেয়ারে নিবদ্ধ—যে চেয়ারে বসে চণ্ডীবাবু ছোরার ঘায়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন—বিপিন চক্রবর্ত্তী বেচারা মৃত্যুকে করেছে অতর্কিতে বরণ।

সে চেয়ারখানি ঠিক তেমনি করে পাতা এবং চেয়ারের উপরে শাড়ী ব্লাউশ পরানো প্রমাণ সাইজের এক রমণী মূর্ত্তি। কলকাতার এক বিলিতি দর্জীর দোকান থেকে অতি গোপনে এ মূর্ত্তি আনানো হয়েছে। মূর্ত্তিট

এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে স্তিমিত আলোর দূর থেকে দেখলে পুতুল বলে মনে হবে না—যেন জীবন্ত নারী চেয়ারে বসে আছে। ঘরে টেবল্ ল্যাম্প-সবুজ ডোম দেওয়া বাল্‌ব্ জ্বলছে।

গুণময় উৎকর্ণ উদগ্রীব। তিনি যেখানে বসেছেন, সেখান থেকে পর্দার রন্ধ্রপথে দৃষ্টি সঞ্চালিত করলে ঘরের মধ্যে যেখানে যা ঘটে, দেখা যাবে।

•

বাহিরের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

এবং তার ঠিক দুচার মিনিট পরে হঠাৎ ঘরের মধ্যে মৃদু একটা শব্দ… বড় ঘড়ির কাঁটা সরলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি।

গুণময় চেয়ে দেখলেন—দেওয়ালের গায়ে হাতীর যে চার্চ করা মাথাটা আছে আঁটা, সেই হাতীর মুখ হলো হাঁ…সঙ্গে সঙ্গে তার মুখবিবরে আলোর দীপ্তি!

গুণময়ের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ রেখা। বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো। তাঁর অবিচল দৃষ্টি হাতীটার ওপর নিবদ্ধ।

হাতীর হাঁ করা মুখে হঠাৎ দেখা গেল লম্বা জিভের মতো উজ্জ্বল একটা রড্—সঙ্গে সঙ্গে অতিমৃদু একটা শব্দ…টিক্! হাতীর মুখ থেকে ঝপ করে একটা প্রদীপ্ত তীর ছিট্‌কে এসে চেয়ারে বসানো নারী মূর্ত্তির পিঠে গেল বিঁধে…সঙ্গে সঙ্গে হাতীর মুখ হলো বন্ধ…মুখবিবরের সে আলো গেল নিবে।

উচ্ছ্বসিত গুণময় পর্দ্দা ঠেলে নিমেষে এলেন বেরিয়ে…সুইচ্ টিপে ঘরের সব কটা বাল্‌ব দিলেন জ্বেলে…ঘর আলোয় আলো।

চীৎকার করে তিনি ডাকলেন—রামকেষ্ট—

তাঁর সে উচ্ছ্বসিত আহ্বানে রামকেষ্ট আর ওয়াহেব ছুটে ঘরে ঢুকলেন।

গুণময় বললেন—ইউরেকা—

রামকেষ্ট বললেন—কি?

ওয়াহেব চাইলে চারদিকে—বললে—কোথায় হুজুর?

গুণময় বললেন ওয়াহেবকে—তুমি তোমার পোষ্টে থাকো…ডিউটি… এখনি জানতে পারবে, কি হয়েছে।

নিস্তব্ধ নিশীথ…ক'জনের উল্লাস বয়ে, বাতাস যেন চিরে গেল। ছুটে সকলে এলেন পিছনের বাগানে।

বাগানেও তেমনি চাঞ্চল্য! ভরত সিং জমাদার বললে—ঐ হুজুর ঐ কালো কাপড়ে গা ঢেকে—

লোটন বললে—যাই?—তারা ছুটে চললো।

দাপাদাপি—ছুটোছুটি—শুষ্ক কমলবনে যেন ক্ষ্যাপা হাতীর পাল ঢুকেছে।

ওয়াহেব বললে—কোথায় ছুটলো ওরা?

বাহিরের দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলে গুণময় বললেন—দেখেছো ঐ—তাঁর নির্দেশমতো তাকিয়ে সকলে দেখেন একটা দড়ির মই… ওপরের ঘর থেকে বাগানে নেমেছে।

গুণময় বললেন—মশান ঘরের ঠিক ওপরের ঘর থেকে ও মই ঝুলছে—ওটা চণ্ডীবাবুর বসবার ঘর—মনে পড়ছে? ঐ ঘরের বিছানার তলা থেকে পেয়েছি আমরা একখানা ছোরা।

ওয়াহেব বললে—আমি হুজুর ওঘরে যাই।

গুণময় বললেন—তার চেয়ে চৌকিদারেরা কোথায় যায়—কিছু পায় কিনা দ্যাখো ভাই।…আমি যাচ্ছি মশান-ঘরে।

এ কথাগুলো লিখতে অনেকখানি সময় লাগলো—কিন্তু এঁদের ঐ কথা আর সকলের ছুটোছুটি—এগুলো ঘটে গেল চক্ষের নিমেষে।

গুণময় এলেন মশান-ঘরে—এসেই দেওয়ালে খাটানো হাতীর মুখটা ধরে প্রাণপণ বলে টানলেন—একবার দুবার বারবার টানলেন···কিন্তু হাতীর মুখ যেমন তেমনি, এতটুকু নড়লো না।

ঘরের মধ্যে চারিদিকে তিনি চাইলেন। পর্দার ডাণ্ডা পিতলের—টেনে হিঁচড়ে সে ডাণ্ডা খসিয়ে নিলেন—নিয়ে সেই ডাণ্ডা দিয়ে হাতীর মুখে সবেগে আঘাত।

বহু আঘাতে হাতীর মুণ্ড খসে পড়লো···তার পিছনে কাঠের একটা ব্র্যাকেট। সজোরে ব্র্যাকেটটা টেনে খুললেন···সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতখানা ইটও পড়লো খসে। ঘরে অতগুলো বাল্‌ব্‌ জ্বলছে—আলোয় আলো।

সে আলোয় ইট-খসা ফোকরের মধ্য দিয়ে তিনি চাইলেন পাশের ঘরে···পাশে ছোট্ট একটা কামরা—গুহার মতো যেন।—হাত দিয়ে দশ-বারোখানা ইট খসালেন—পথ হলো মুক্ত।

সেই মুক্ত পথে গুণময় ঢুকলেন সেই চোরা কুঠরীতে। [illegible] ঢুকলেন তাঁর পিছনে। সিঁড়ির কুঠরী—ভিতরে সিঁড়ি—সরু লোহার—সোজা গেছে দোতলার ঘরে।

সেই সিঁড়ি বয়ে উঠলেন ওপর তলায় সেই শয়ন ঘরে। লোহার বড় আলমারি, সেই লোহার খালি আলমারির ভেতর দিয়ে পৌঁছুলেন এসে ঘরে।

রামকেষ্ট বললেন—আলমারির অর্থ এখন বুঝলুম।

একটা নিশ্বাস ফেলে গুণময় বললেন—এ আলমারি দেখে আমাদের বোঝা উচিত ছিল। এই আলমারি দিয়ে ঢুকে ঐ সিঁড়ি বরে নামতুম গিয়ে নীচেকার চোরা কুঠরীতে—নামলে আসামী গ্রেফতার হতো।

রামকেষ্ট বললেন—চঁ—

—যাক্ তবু আমি নিরাশ হইনি। একটা কথা ভাবছি—যদি আগে আসামীকে পাবোই।

এখন ওদিককার কথা বলি।

কালো ছায়া দেখে ভরত সিং আর লোটন সেই যে ছায়ার পিছনে ছুটলো—সে ছোটার বিরাম ঘটলো প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

কাঁটায় গা ছড়ে কাদা মেখে দুজনে এলো ফিরে—মুখে গভীর হতাশা!

ওয়াহেব জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর ভরত সিং?

—ভাগ্ গিয়া।

ওয়াহেব বললে—কে ভাগ্ গিয়া?

ভরত সিং বললে—মানুষ, তবে মুখ দেখতে পাইনি—কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলো।

লোটন বললে—সবই সাধ্য ছিল—কঞ্চি বাখারিতে হাত পা কেটে গেছে হুজুর—আমি তাকে দেখেছি—ভাঙা পাচিল টপ্‌কে বাঁশ ঝাড়ে লাফিয়ে পড়লো।

ওয়াহেব বললে—তোমরা চলে এলে কেন? বাঁশ বাগানে ব... মুখে উচিত ছিল। ... এক্কেল

ভরত সিং বললে—এতবড় পগার—কাদাতে পড়ে গেলুম—অন্ধকার! কোথায় যাবো। ?

লোটন বললে—গেলেও পেতুম না। তার চলো জানা পথ— ...নাকের পড়বেই।

ওয়াহেব বললে—তাইতো! পালাবো! আর আমরা এখানে ... মার অঙ্গ রাত জাগছি। হায় হায় হায়।